ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 2 January, 2021 ■ আগরতলা, ২ জানুয়ারী ২০২১ ইং ■ ১৬ পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

লাইট হাউজ প্রকল্প আবাসন নির্মাণের ক্ষেত্রে নতুন দিশা দেখাবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। দেশের গরিব ও মধ্যবিত্তদের জন্য আবাসন নির্মাণ নতুন সংকল্পের সাথে দ্রতগতিতে এগিয়ে যাওয়ার কাজ আজ শুরু হয়েছে। দেশের ৬টি শহরে লাইট হাউজ প্রকল্পে গরিব ও মধ্যবিত্তদের জন্য আবাসন নির্মাণের ক্ষেত্রে দেশ আজ এক নতুন দিশা লাভ করেছে। এই লাইট হাউজ প্রকল্প আলোক স্তম্ভের মতোই দেশকে আবাসন নির্মাণের ক্ষেত্রে এক নতুন দিশা দেখাবে।

গ্লোবাল হাউজিং টেকনোলজি চ্যালে' প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার (শহর) অন্তর্গত দেশের ৬টি শহরে লাইট হাউজ প্রকল্প আজ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শিলান্যাস করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশবাসীর উদ্দেশ্যে একথা বলেন। লাইট হাউজ প্রকল্পের শিলান্যাস করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশ আজ যে নতুন প্রযুক্তি লাভ করেছে তাতে দেশের উত্তর থেকে পূর্ব, পশ্চিম থেকে দক্ষিণ সব দিক থেকেই রাজ্যগুলি এই প্রযুক্তির সাথে যুক্ত হবে ও সংযুক্ত রাষ্ট্রীয় ভাবনাকে আরও মজবুত করবে।

শুক্রবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে লাইট হাউস প্রজেক্ট এর শিলান্যাস করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আগরতলায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহ অন্যান্যরা। ছবি নিজস্ব।

লাইট হাউজ প্রকল্প দেশের নির্মাণ কাজের পদ্ধতিতেও একটা সর্বোত্তম উদাহরণ হিসেবে চিহ্নিত হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, একটা সময় দেখা গেছে পূর্বতন কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মপরিকল্পনায় আবাস যোজনায় যতটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিলো সেটা দেওয়া হয়নি। দেশের গরিব ও মধ্যবিত্তদের জন্য আবাসন তৈরি করে দেওয়ার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার নতুন এক দিশা নিয়ে কাজ করছে। আবাসন নির্মাণে কেন্দ্রীয় সরকার আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গরিবদের আধুনিক ও মজবুত আবাসন তৈরির লক্ষ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে গ্লোবাল হাউজিং টেকনোলজি চ্যালে'র উপর সম্মেলনের আয়োজন করেছে। এই সম্মেলনে বিশ্বের প্রথম সারির ইনোভেটিভ কনস্ট্রাকশন কোম্পানিগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো। এই সম্মেলন থেকেই আবাসন নির্মাণে অত্যাধুনিক নতুন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী এবং কার্যকর করার উপায় পাওয়া যায়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই পদ্ধতিকে ব্যবহার করেই আজ থেকে ৬টি লাইট হাউজ প্রকল্পের কাজ শুরু হচ্ছে। ফলে আবাসন নির্মাণের সময় যেমন কম লাগবে তেমনি গরিবদের জন্য আরামদায়ক আবাসন তৈরি হবে।

প্রকল্পের শিলান্যাস করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আরও বলেন, ত্রিপুরায় লাইট হাউজ প্রকল্পটি রূপায়ণের ক্ষেত্রে নিউজিল্যাণ্ড স্টিল প্রযুক্তি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কোভিড ভ্যাকসিনেশন আজ পশ্চিম জেলায় ড্রাই রান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। কোভিড ভ্যাকসিনেশনের লক্ষ্যে আগামীকাল পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ড্রাই রান অনুষ্ঠিত হবে। কোভিড টিকা দেওয়ার লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে সারা দেশের সাথে রাজ্যের স্বাস্থ্যকর্মীদের ও সনাক্তকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আজ আগরতলা পুরনিগমের কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন অধিকর্তা ডাঃ সিদ্ধার্থ শিব জয়সবাল।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন অধিকর্তা ডাঃ সিদ্ধার্থ শিব জয়সবাল।

সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, প্রাথমিকভাবে আইজিএম হাসপাতাল, গান্ধীগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং বোরাখা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই এই ড্রাই রান অনুষ্ঠিত হবে। মূলত এদিন টিকাকরণ প্রক্রিয়ার সমস্ত দিকগুলি ভালো করে খতিয়ে দেখার জন্যই এই মহড়া অনুষ্ঠিত হবে। এদিন ভ্যাকসিন ক্যারিয়ারগুলিকে স্টোরেজ থেকে টিকা দেওয়ার স্থানে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে ডামি টিকা নিতে উপস্থিত থাকবেন ২৫ জন আশাকর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী।

মিশন অধিকর্তা জানান, জেলার তিনটি টিকা দেওয়ার স্থানেই এই ডামি টিকা প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে ২৫ জন করে প্রথম সারির নির্বাচিত কর্মীগণ উপস্থিত থাকবেন। কোভিড ভ্যাকসিনেশনের জন্য ইতিমধ্যেই ১৮০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এরমধ্য থেকে আগামীকাল তিনটি টিকা দেওয়ার কেন্দ্রে মহড়ার জন্য ৬ জন করে তিনটি টিম গঠন করা হয়েছে। এই ৬ জনের মধ্যে থাকছেন ভ্যাকসিনেটর হিসেবে দু'জন স্বাস্থ্যকর্মী। তাছাড়াও ভ্যাকসিনেশন অফিসার হিসেবে শিক্ষা দপ্তর, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকেও একজন করে প্রতিনিধি থাকবেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে মিশন অধিকর্তা জানান, এই মহড়া অনুষ্ঠিত হচ্ছে যাতে করে টিকা আসার সাথে সাথেই টিকা দেওয়ার কাজ শুরু করা যায়। ড্রাই রান কর্মসূচির পর কো-উইন অ্যাপে পরীক্ষামূলক ভাবে সমস্ত তথ্য নথিভুক্ত করা হবে। টিকার সমস্ত তথ্যের স্বচ্ছতা রাখার জন্য কো-উইন অ্যাপ চালু করা হচ্ছে। এই অ্যাপে টিকা সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য পাওয়া যাবে।

এদিকে, আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসকের অফিসের কনফারেন্স হলে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনেশনের জন্য জেলা টাস্ক ফোর্স কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলাশাসক শৈলেশ কুমার যাদব। সভায় জেলার বিভিন্ন মহকুমার মহকুমাশাসকগণ, পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক দেবাশিস দাস, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক সুদীপ দেববর্মা ও শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক দিলীপ দেববর্মা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মহিলা সেজে ডাকাতি করতে গিয়ে পুলিশের জালে আটক অস্ত্রসস্ত্র সহ দুই কুখ্যাত ডাকাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১ জানুয়ারি।। মহিলা সেজে ডাকাতি করতে গিয়ে পাশ্ববর্তী রাজ্য অসমের করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি পুলিশের বিশেষে অভিযানে অস্ত্রসস্ত্র সহ ধরা পড়ল দুই কুখ্যাত ডাকাত।

এদের এক জনের নাম জয়নুল হোসেন(৩২) পিতার নাম আলতাব হোসেন ও অন্যজনের নাম আব্দুর রহমান অরফে ইকবাল হোসেন(২৪)পিতার নাম মজির উদ্দিন।এদের প্রথম জনের বাড়ি পাথারকান্দির দুর্লভপুর ও অন্যজনের বাড়ি স্থানীয় আলাপুরে।

জানা গেছে গতকাল রাত অনুমানিক সাড়ে এগারোটা নাগাদ পাথারকান্দি থানার ওসি সঞ্জীব তেরাংয়ের নেতৃত্বে পুলিশের বিশেষ পেট্রোলিং পার্টি তৃপ্তি হোটেল সংলগ্ন আট নং জাতিয় সড়কে পায়চারি করার সময় এ সাফল্য পায়।এমন সময় পুলিশের নজরে পড়ে এক মহিলা সহ দুই সন্দেহভাজন পুরুষের।

পরে পুলিশ এদের গতিবিধি লক্ষ করে এক সময়ে তাদেরকে আটকের চেষ্টা করলে তারা ধারালো অস্ত্র সস্ত্র নিয়ে পুলিশকে হামলার চেষ্টা করলেও ব্যার্থ যায়।পরে পাথারকান্দি পুলিশের দল তাদেরকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দুজনকে আটক করতে সক্ষম হলেও একজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় বলে জানা গেছে।

ধৃতদের কাছ থেকে পুলিশ একটি ধারালো ডেগার সহ আরও অস্ত্রসস্ত্র উদ্ধারে সক্ষম হয় বলে জানা গেছে।ওরা এলাকার কুখ্যাত ডাকাত বলে জানিয়েছেন ওসি।আগামিকাল ধৃতদের আতালতে সোপর্দ করা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

কল্যাণপুরে এসিড খেয়ে কিশোরীর মৃত্যু অগ্নিদগ্ধ হয়ে বিলোনীয়ায় আত্মঘাতী গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ বিলোনীয়া, ১ জানুয়ারি।। কল্যাণ পুর থানা এলাকার ঘিলাতলী গ্রামে এসিড পান করে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে ১৪ বছরের এক কিশোরীর। কিশোর এটির নাম সোনিয়া জমাতিয়া। সে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী ছিল। তার বাবার নাম বিজয় কুমার জমাতিয়া।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে ভাত খাওয়ার সময় প্রচন্ড ঝাল লাগায় সে মগে রাখা এসিড জল ভেবে খেয়ে ফেলে। তাতে ভয়ানক পরিণতি ঘটে। জল ভেবে এসিড খেয়ে ফেলায় ভয়াবহ পরিণতি দেখা দিলে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ১৪ বছর বয়সী ওই কিশোরীকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ।কিশোরীটির অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় সেখান থেকে তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয় ।জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসা হলেও তাকে শেষ রক্ষা করা যায়নি। চিকিৎসাধীন অবস্থায় কিশোরীর মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। কিশোরীটি এর বাবা বিজয় কুমার জমাতিয়া জানান ঘরের ভিতরে একটি এই এসিড রাখা ছিল লতাপাতা মারার জন্য। তার মেয়ে ভুলবশত সেই এসিড জল মনে করে পান করে ফেলে। তাতেই বিপত্তি দেখা দেয়। অকালে মেয়ের মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন মা-বাবাসহ আত্মীয়-পরিজন। পরিবারের লোকজনদের অসাবধানতার কারণেই এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা গিয়ছে। এদিকে, নিজের গায়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপির আমন্ত্রিত সদস্যপদ থেকে ইস্তফা বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। নৈতিকতার দায়িত্ব স্বীকার করে ভারতীয় জনতা পার্টির ইনভাইটি মেম্বারসিপ থেকে পদত্যাগ করেন বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী। সর্বভারতীয় নেতৃত্বের কাছে পদত্যাগপত্র পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি তিনি এদিন ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, বিধায়ক হিসেবে কোন কর্মসূচিকে ডাকা হয় না। এ বিষয়ে সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার সাথে কথা বলা হয়েছে।

ফলে আগামী দুই বছর পর বিধানসভার নির্বাচনে কোন মুখে জনসাধারণের সামনে যাবেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্ত্রী ও পুত্রকে পুড়িয়ে হত্যার লক্ষ্যে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিল এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। বিশালগড় এর দক্ষিণ রাজাপুর এলাকায় এক ব্যক্তি ঘরের ভিতরে তালাবন্দি করে স্ত্রী ও পুত্রকে হত্যার চেষ্টা করেছে। অভিযুক্তের নাম অভি চরণ সরকার। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে পারিবারিক কলহের জেরে অভিসরণ সরকার নামে ওই ব্যক্তি তার স্ত্রী এবং পুত্রকে ঘরের ভিতরে আটকে রেখে বাইরে থেকে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। ঘরের ভিতর থেকে আর্ত চিৎকার শুরু করেন মহিলা এবং তার পুত্র সন্তান।

স্থানীয় লোকজন চিৎকার শুনে এবং আগুনের লেলিহান শিখা দেখে এগিয়ে আসেন ।ঘরের ভেতর থেকে মহিলা ও তার পুত্র সন্তানকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও ঘরটি আগুনের হাত থেকে কোন ভাবে রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে স্থানীয় লোকজন দমকল বাহিনীর জওয়ানদের খবর দেন। খবর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সূচকগুলি রাজ্যে যথাযথভাবে মেনে চলার উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। রাজ্যের মানুষের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা বাড়ানোর জন্য সরকার প্রয়াস নিয়েছে। এর সুফলও পাওয়া যাচ্ছে। রাজ্যের মানুষের গড় আয় আগের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে হেপাটাইটিস ফাউণ্ডেশন অব ত্রিপুরা আয়োজিত 'আমার ত্রিপুরা সুস্থ ত্রিপুরা' শীর্ষক আলোচনাসভার উদ্বোধন করে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন।

তিনি বলেন, সুস্থ ত্রিপুরা সুন্দর ত্রিপুরা গড়ার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সূচকগুলি রাজ্যে যথাযথভাবে মেনে চলার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের ৯৭ শতাংশ মানুষই সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ নিচ্ছেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, কোনও রাজ্যের উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিশুদের বিকাশ একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। এ রাজ্যেও সরকার এদিকে বিশেষ নজর দিয়েছে। একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি বলেন, ২০১৬ সালে রাজ্যে যেখানে ৫৪.৬ শতাংশ শিশু ক'মি আক্রান্ত ছিলো এই মুহূর্তে এই সংখ্যাটি কমে ১.৯ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিশুদের টিকাকরণের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে। ২০১৬ সালে রাজ্যে শিশুদের টিকাকরণের হার যেখানে ছিলো ৫৪.৫ শতাংশ এখন তা বৃদ্ধি পেয়ে এই হার গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৬৯.৫ শতাংশে। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য কর্মীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় কোভিড-১৯ মোকাবিলায় ত্রিপুরা দেশের অন্য অনেক রাজ্যের চেয়ে ভালো অবস্থায় রয়েছে। এই মুহর্তে রাজ্যে সুস্থতার হার ৯৮.৫৪ শতাংশ। তিনি বলেন, নারী সুরক্ষার বিষয়েও সরকার বিশেষ নজর দিয়েছে। মহিলাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতাও বেড়েছে। ২০১৬ সালে মহিলাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট যেখানে ছিলো ৫৯.২ শতাংশ। এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৬.৯ শতাংশে। মাদক দ্রব্যের ব্যবহার বন্ধ করার জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার উপর গুরুত্ব আরোপ করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এ বিষয়ে সবাই যথাযথ ভূমিকা না নিলে বিষয়টি ব্যাপক আকার নেবে। এ বিষয়ে সংবাদমাধ্যমকেও বলিষ্ঠ ভূমিকা নেওয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

আজকের আলোচনাসভার মূল বিষয়বস্তু ছিলো 'নেশা আসক্তি : প্রভাব ও নির্মূলীকরণ'। এ বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে হেপাটাইটিস ফাউণ্ডেশন অব ত্রিপুরার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তথা রাজ্যের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. প্রদীপ ভৌমিক বলেন, এখন দেখা গেছে রাজ্যের হেপাটাইটিস সি আক্রান্ত রোগীদের একটা অংশ ড্রাগে আসক্ত। বিষয়টা খুব উদ্বেগের। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন হেপাটাইটিস ফাউণ্ডেশন অব ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বৃহত্তর আন্দোলন কর্মসূচী ৬ জানুয়ারী থেকে স্কুলে যাবে গণঅবস্থানরত শিক্ষকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। রাজধানী আগরতলা শহরের সিটি সেন্টারের সামনে আন্দোলনরত শিক্ষকরা রাজ্য সরকারকে আগামী ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়ে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে অগ্রসর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। আন্দোলনরত কর্মচারী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে জানান শিক্ষকদের শিক্ষক পদে পুনরায় নিযুক্ত করার জন্য রাজ্য সরকারকে তারা আগামী ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন।

বেঁধে দেওয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রাজ্য সরকার তাদেরকে শিক্ষক পদে পুনরায় নিযুক্তি না দিলে তারা আগামী ৬ জানুয়ারি থেকে নিজ নিজ বিদ্যালয়ে কাজে যোগ দিতে যাবেন। কাজে যোগ দিতে গেলে তাদের সঙ্গে কোনো ধরনের অশালীন আচরণ করা হলে কিংবা কাজে যোগ দিতে না দিলে সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক সহ দায়িত্বপ্রাপ্ত এর বিরুদ্ধে তারা আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে জানান।

এদিন আন্দোলনরত শিক্ষক নেতারা রাজ্য সরকার এবং শিক্ষা দপ্তরের বিরুদ্ধে রীতিমতো তোপ দেগেছেন। পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার যে ভুল করেছিল বর্তমান সরকার যদি সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি করে তাহলে চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা কোনোভবেই সরকারকে ছেড়ে দেবে না বলেও তারা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। সরকার তাদের দাবি না মানলে পরবর্তী সময়ে তারা যেকোনো ধরনের আন্দোলনে শামিল হতে বাধ্য হবেন বলে হুঁশয়ারি দেন। উল্লেখ্য গত ২৬ দিন ধরে চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকারা সিটি সেন্টারের সামনে গণঅবস্থান আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন।

কিন্তু রাজ্য সরকার এবং শিক্ষা দপ্তরের তরফ থেকে আন্দোলনকারীদের কোন ধরনের সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি। সে কারণে বাধ্য হয়ে তারা বিকল্প পথে যাবার উদ্যোগ নিচ্ছেন বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার আগে তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তারা ক্ষমতায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সীমিত ক্ষমতার মধ্যে রাজ্য সরকার সামগ্রিক বিকাশে কাজ করছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। অদ্বৈত মল্ল বর্মণ দরিদ্র ও সমাজের পিছিয়েপড়া অংশের মানুষের অধিকারের জন্য তার লেখার মধ্য দিয়ে লড়াই করে গেছেন। রাজ্য সরকারও দরিদ্র ও সমাজের পিছিয়েপড়া অংশের মানুষের বিকাশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, কৃষি, মৎস্য চাষ, পশুপালন ও বনায়নের মাধ্যমে পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে।

আজ সোনামুড়া মহকুমার কেমতলিস্থিত অদ্বৈত মল্ল বর্মণ স্মৃতি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তিনদিনব্যাপী রাজ্যভিত্তিক অদ্বৈত মল্ল বর্মণ জন্মজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাস। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. প্রহ্লাদ রায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিধায়ক সুভাষ

সোনামুড়া মহকুমার কেমতলিস্থিত অদ্বৈত মল্ল বর্মণ জন্মজয়ন্তী উৎসবে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

চন্দ্র দাস।

তিনদিনব্যাপী অদ্বৈত মল্ল বর্মণ জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সবাইকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, আজ আগরতলার আখাউড়া সীমান্ত এলাকায় প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে লাইট হাউজ প্রকল্পের শিলান্যাস হয়েছে। এখানে গরিব ও মধ্যবিত্তদের জন্য ১,০০০টি গৃহ তৈরি হবে। প্রধানমন্ত্রী উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিকাশে যে দিশা নিয়ে কাজ করছেন তার সুফল পাচ্ছে রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরে বলেন, আগামী ৩ বছরের মধ্যে ত্রিপুরা মৎস্য চাষে স্বয়ম্ভর হবে। বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মৎস্য চাষে সরকার উৎসাহিত করছে।

সরকার মৎস্য চাষে অগ্রাধিকার দেওয়ায় অনেকেই মৎস্য চাষে এগিয়ে আসছেন। রাজ্যের শিক্ষিত বেকাররাও এখন স্বনির্ভর হয়ে উঠার জন্য এগিয়ে এসেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বেকারদের স্বনির্ভর করতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য ব্যাঙ্কগুলির প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। তপশিলি জাতির ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেণ্ডের অর্থ বৃদ্ধি করা হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ৮৫ ▫ ২ জানুয়ারি ২০২১ ইং ▫ ১৭ পৌষ ▫ শনিবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

ভ্যাকসিনের সঠিক ব্যবহারই কাম্য

অতীতের ভুল ভ্রান্তি , মোহ কালিমা মুছিয়া ফেলিয়া ইংরেজি নববর্ষের প্রথমদিন হইতেই দেশবাসী সুস্থ দেশ,সুস্থ বিশ্ব গড়িয়া তুলিবার স্বপ্ন দেখিতে শুরু করিয়াছেন।রাজনীতির পঙ্কিল গর্ভে নিমজ্জিত না হইয়া নিরপেক্ষ মানসিকতা নিয়া করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় ভ্যাকসিন এর সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হইলে বিশেষ করিয়া আমাদের ভারতবর্ষে করোণা ভাইরাস নির্মূল করা খুবই সহজ ব্যাপার হইয়া উঠিবে।আজ নতুন বছরের প্রথম দিন। এই দিনের গুরুত্ব তাৎপর্য সবসময়ই আলাদা। শুরুটা সুন্দর হওয়া দরকার। অনেকের বিশ্বাস, তাহা হইলে বাকিটা সেই ছন্দে গতিতে সম্পূর্ণ হইয়া যাইতে পারে। তাই আমরা নতুন বছরকে বিশেষভাবে বরণ করে নিই। ফেলিয়া আসা বছরের সমস্ত কলুষ মন থেকে বিদায় দিয়েই বর্ষবরণ করি আমরা। আমাদের প্রথম প্রার্থনা থাকে, সদ্য-পুরনো বছরের কোনও মন্দের পুনরাবৃত্তি হয় না যেন। তারপর নতুন বছরকে যতটা সম্ভব ভালোভাবে কাজে লাগাইবার প্রতিজ্ঞা আমরা নিই, যাহার সূত্রে ব্যক্তি থেকে পরিবার , পরিবার থেকে সমাজের, দেশের ও সারা পৃথিবীর সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইবে। প্রতিটি দিন আমাদের সবার জন্য একটি যুদ্ধ। সারা বছরের যুদ্ধের মধুর পরিসমাপ্তি ঘোষণার দিন হইল বর্ষ শেষ। আবার নতুন প্রতিজ্ঞা নিয়ে নতুন যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার দিন হইল নববর্ষ। কিন্তু এবারটা অন্যরকম। ২০২০ সাল জুড়ে একটা ভয়ানক যুদ্ধে জড়াইয়া

গিয়াছি আমরা। বছর শেষ হইয়া গেল, কিন্তু সেই যুদ্ধের সামনে যবনিকা টানা যায়নি। হিসেবের খাতার মতো যুদ্ধের বাকিটা 'ক্যারি ফরওয়ার্ড' হইয়া গিয়াছে ২০২১-এর ভিতর। বিশ্বব্যাপী এমন যুদ্ধের অভিজ্ঞতা শতবর্ষের ভিতর প্রথম। কিন্তু এ এমন এক যুদ্ধ, যাহার সামনে সারা পৃথিবীর মানবজাতির 'জয়' ছাড়া কোনও শর্ত নাই। বর্ষবরণে আমাদের সেই একমাত্র প্রার্থনাকরোনা আমরা নির্মূল করিয়া ছাড়িব, তা ভাইরাসটি যত রকম কৌশলী রূপ নিয়ে আমাদের রক্তচক্ষু দেখাক না কেন। গত এক বছরের লড়াইতে করোনাকে অনেকাংশেই কাবু করিয়া ফেলিয়াছে মানুষ, সারা পৃথিবীতে। যেটুকু বাকি আছে, সেটুকুর জন্য কয়েক প্রকারের ভ্যাকসিন তৈরি করা হইয়াছে নানা দেশেঠিক যেন শেষ রাতের 'ওস্তাদের মার' গুছাইয়া রাখা হইতেছে। কিন্তু তাহার মধ্যে নতুন তাণ্ডব শুরু হইয়াছে ব্রিটেন জুড়ে। ভাইরাসটির নতুন স্ট্রেইনের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। বিপদটি গোচরে আসিতেই ব্রিটেনসহ সারা পৃথিবী সতর্ক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ব্যাপারটি ধরিয় ফেলিবার আগেই নয়া স্ট্রেইন অনেক দেশেও অনুপ্রবেশ করিয়াছে

বিমানযাত্রীদের মাধ্যমে। বাদ পড়েনি ভারতও। প্রথমে বেঙ্গালুরু ও দিল্লির নাম শোনা গিয়াছিল। এখন ওই জায়গা করিয়া নিয়াছে কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গেও। অন্যদিকে, করোনা ভাইরাসের পুরনো রূপটির সংক্রমণ এখনও অব্যাহত, তাহাতে মৃত্যুও ঘটিতেছে কমবেশি। তাই বালিতে মুখ গুঁজিয়া রাখিয়া ঝড়কে উপেক্ষা করিবার সুযোগ কোনও মতেই নাই। বরং আমাদের নতুন বছরের প্রতিজ্ঞা হোক, করোনাকে সবরকমে নির্মূল করিব আমরা, সবাই মিলে। তাহার জন্য সবচেয়ে বড় ভরসা ভ্যাকসিন প্রায় নাগালে চলিয়া আসিয়াছে। ২০২০ সাল শেষ হওয়ার দু'দিন আগেই অক্সফোর্ডের ভ্যাকসিনকে ছাড়পত্র দিয়াছে ব্রিটেনের সরকার। তাহাতে ভীষণভাবে আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছে ভারত।

ব্রিটেনের সুখবর মিলিতেই তড়িঘড়ি আলোচনায় বসিয়া যায় ভারতের ড্রাগস নিয়ন্ত্রণ সংস্থা সিডিএসসিও। অক্সফোর্ডের গবেষণালব্ধ ভ্যাকসিন বিদেশে তৈরি করিতেছে অ্যাস্ট্রাজেনেকা, ভারতেই সেটিই 'কোভিশিল্ড' নামে প্রস্তুত করিয়াছে পুনের সিরাম ইনস্টিটিউট। ১৮-৯৯ বছর বয়সি ১৬০০ স্বেচ্ছাসেবকের উপর তাহার ট্রায়াল চলিয়াছে। এই পর্ব গবেষকদের কাছে যথেষ্ট আশাপ্রদ বলিয়াই মনে হইতেছে। ইতিমধ্যে দেশের চার প্রান্তে ভ্যাকসিন নিয়া সফল মহড়াও হইয়া গিয়াছে। স্বভাবতই, সিডিএসসিও-র বিশেষজ্ঞ কমিটি সিরামের ভ্যাকসিনের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করিয়াছে। আজ বছরের প্রথম দিনেই ফের বসিয়াছে ওই বৈঠক। ভারতেও কোভিশিল্ডের ছাড়পত্র সময়ের অপেক্ষা বলেই মনে করিতেছে সংশ্লিষ্ট মহল। ব্রিটেনে টিকাকরণ শুরু হইতেছে ৪ জানুয়ারি। ভারত প্রথম পর্বে ৩০ কোটি ডোজ পাওয়ার ব্যাপারে অগ্রাধিকারের তালিকায় রহিয়াছে। সিরাম ইতিমধ্যেই ৪ কোটি ডোজ তৈরি করিয়া ফেলিয়াছে। সব মিলাইয়া কোভিড যুদ্ধে জয়লাভের ক্ষেত্র প্রস্তুত প্রায়। কোমর বাধিয়া নামিয়াছে কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্য সরকারগুলিও পূর্ণ সহযোগিতা করিতে তৈরি রহিয়াছে। দেখিতে হইবে সমন্বয়ের বিন্দুমাত্র অভাব যেন না ঘটে। চেনা রাজনৈতিক সঙ্কীর্ণতা দূরে রাখিতেই হইবে। তাহা মিলে এই দীর্ঘ লড়াইয়ের সামনে চিরদিনের জন্য যবনিকা টানিয়া দিতে পারিব আমরা। ২০২১ থেকে নিশ্চিতরূপে শুরু হইবে নতুন এক উজ্জ্বল অধ্যায়ভারত ও সারা পৃথিবীর জন্য। করোণা মোকাবেলায় ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হইলে মানুষের মধ্যে যেমন আত্মবিশ্বাস বাড়িবে ঠিক তেমনি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাও পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিবার পথ প্রশস্ত হইবে। সেই প্রত্যাশাতেই পথ পানে চাহিয়া রহিয়াছেন দেশবাসী।

সিদ্দিকুল্লা-অধীর চৌধুরীর গাঁটছড়া নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে

মঙ্গলকোট, ১ জানুয়ারি (হি. স.) : রাজ্যের মন্ত্রী তথা সংখ্যালঘু একটি দলের কর্তা সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী কি আগামী ভোটে তৃণমূলের মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠতে চলেছেন? প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী সঙ্গে মঙ্গলকোটের তৃণমূল বিধায়ক সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর পোস্টারকে ঘিরে এখন রাজ্য রাজনীতি জল্পনা তুঙ্গে।

এলাকায় সাংগঠনিক কাজে যোগ দিতে গিয়ে বারে বারে তাঁকে দলেরই বীরভূম জেলার সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল ও তাঁর অনুগামীদের বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন মঙ্গলকোটের বিধায়ক সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। কিছুদিন আগেই তিনি জেলাশাসক,জেলা পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করে অনুব্রত মণ্ডলের অনুগামীদের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ জানান। তাঁর অভিযোগ, এলাকায় বেআইনি বালির রমরমা কারবার চলছে দলেরই একাংশের মদতে। শুধু তাই নয়, তাঁর অনুগামীদের গাঁজা কারবারের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে। মিথ্যে কেস দিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন শাসক দলের বিধায়ক তথা এই মন্ত্রী।

তাঁর অভিযোগ, অনুব্রত মণ্ডলের অঙ্গুলিহেলনে অনৈতিক সব কাজ করে করা হচ্ছে। এমনকি তাঁর অনুগামীদের দেখে নেওয়ার হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন মঙ্গলকোটের বিধায়ক। তাঁর দাবি, দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে অভিযোগ জানিয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, অনুব্রত মণ্ডলের খবরদারিতে তিনি কাজ করতে পারবেন না। মঙ্গলকোটে তাঁকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

বিধানসভা নির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়তেই এলাকায় বাড়তি সময় দিচ্ছেন রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী তথা মঙ্গলকোটের বিধায়ক সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর পোস্টার কি তবে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে! সেই জল্পনাই এখন ঘোরাফেরা করছে পূর্ব বর্ধমান জেলার রাজনৈতিক মহলে। মঙ্গলকোটের কিষাণ মান্ডির পাশে এই ব্যানার দেখা গিয়েছে। তাতে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর সঙ্গে স্থানীয় বিধায়ক সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর ছবি দিয়ে তাদের একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এই ব্যানার দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। সেই ব্যানারকে ঘিরে এখন রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তুঙ্গে। এবার বিধানসভা নির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়তেই ব্যানার পোস্টার তাতে আলাদা মাত্রা যোগ করেছে।

ছৌ-বুরুর আহ্বানে...

কাঞ্চন বসু

সকাল ৮টা নাগাদ বরাভূম স্টেশনে পৌঁছলাম। স্টেশনের বাইরে এসে দেখলাম গাড়ি নিয়ে সুজিত অপেক্ষা করছে। গন্তব্য 'সোনকুপী বানজারা ক্যাম্প'। গাড়ি এগিয়ে চলেছে। দু'পাশে শাল-মহুয়ার জঙ্গল। এক এক করে রসুলভি, ডাভাগ্রাম, মাঠা, দুয়ারসিনি মোড়-প্রায় ২০ কিমি অতিক্রম করলাম। আমাদের গাড়ি পিচ রাস্তা ছেড়ে গহীন বনে ঢুকতে শুরু করল। সোনকুগী মাধ্যমিক কেন্দ্রের স্টেডিয়াম মাঠের লালমাটি ছুঁয়ে এক গা ছমছমে নির্জনতার মধ্যে দিয়ে আমাদের গাড়ি ছুটে চলেছে। হঠাৎ গাড়িটা থামল। সুজিত আমাদের দেখাল, নবশাল মঞ্জরীতে একটি ময়ুর। মুগ্ধ হয়ে দেখলাম তার সৌন্দর্য। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌছলাম সোনকুপী বানজারা ক্যাম্পে। কুকুবুরু পাহাড়ের কোলে, শাল মহুয়ার উঠোন। ক্যাম্পে ঢুকতেই দেখলাম বাঁশের দেহলি। আছে)। শাল-মহুয়ার ডালে বাঁধা হ্যামোক, মন ভরে গেল। সারলাম। গরম গরম লুচি, আলুর দম ও মিষ্টি দিয়ে জলখাবার সেরে হ্যামোকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে গাড়ি নিয়ে বের হলাম। অযোধ্যা মোড় থেকে ডানদিকে অযোধ্যা পাহাড়ের দিকে কিছুটা যেতেই দেখা পেলাম দুরে পাহাড় বেয়ে নেমে আসা ঘাগকৌচা ঝরনাকে। ঝরনার পরিবেশ মনোরম। শীতকালে এখানে বহু মানুষ পিকনিক করতে আসে। ঘাগকৌচা ঝরনা দেখার পর চললাম তুরগা ঝরনা দেখতে। তুরগা ঝরনায় পৌষ সংক্রান্তিতে বিখ্যাত টুসু মেলা বসে। পিচ রাস্তা থেকে তুরগা ঝরনায় নামার পাথরের পথটি একদম খাড়াই। পদস্খলন হলে সোজা ২০০ ফুট নীচে পাথরের চাতালে। সাবধানে পাথরের পথ পেরিয়ে তুরগা ঝরনায় পৌঁছলাম। দেখলাম বেশ কিছু আদিবাসী এই ঝরনার জলে স্নান করছে। ঝরনা দেখে আবার চলতে শুরু করলাম। কিছুদূর পর পড়ল বামনী ঝরনা। বনদফতরের লেখা সতর্কবাণী দেখে বুঝলাম এই ঝরনার কাছাকাছি হাতি আসে। সুতরাং সাবধান। একটা নজর মিনারও তৈরি করেছে বনদফতর। নজরমিনার থেকে অযোধ্যা পাহাড়, বামনি লেক এবং অরণ্যের দৃশ্য মনোধুগ্ধকর। নজরমিনার থেকে ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে পাথর কাটা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতেই দেখা মিলল বামুনকাটা পাহাড় থেকে নেমে আসা বামনি জলপ্রপাতের। বামনি জলপ্রপাত ৩০০ ফুট নীচে ঝাপিয়ে পড়ে বামনি নদীর জন্ম দিয়েছে। বামনি জলপ্রপাতকে স্পর্শ করে বুঝলাম, কী শীতলতা! বুঝলাম এটা রাজা গুরুঙের স্নানাগার। আশেপাশের ঘন জঙ্গলে শ্যামলী, ধবলীরা চরে বেড়াচ্ছে। গলায় তাদের ঘণ্টা বাঁধা। ঝুমঝুম... বুমবুম... আওয়াজ। একটা মনোরম পরিবেশ।

এরপর ফিরে এলাম সোনকুপী বানজারা ক্যাম্পে। ভাত, ডাল মুরগি মাংস চাটনি দিয়ে মধ্যাহ্নভোজ সারলাম। বিকেল চারটার সময় পৌঁছলাম ১৬ কিমি দূরে 'কয়ড়ারেড়া বাঁধ-এ। চারদিকে ঢেউ খোলানো পাহাড় ঘেরা অরণ্যে ছাওয়া কয়ড়া নদীতে অর্ধচন্দ্রাকৃতি করয়বেড়া বাঁধের সুবিশাল নীল জলের লেকটি সত্যিই মনোরম। হিমেল বাতাসে মন জুড়িয়ে যায়। লোক বিভিন্ন পরিযায়ীদের অবাধ বিচরণ। দ্বসুজিত বলল, মাঝে মাঝে এই জঙ্গল থেকে হাতে বের হয়। বিকেলের নিস্তব্ধতাকে ভেঙে বেশ কয়েকবার ময়ূর ডেকে উঠল। শুনলাম এই জঙ্গেল হরিণ, বুনো শুয়োর, সাপ, বেজি প্রভৃতি প্রাণী আছে। বেশ একটা গা ছমছমে পরিবেশ। কায়রাবেড়া সংলগ্ন গ্রামে কুল গাছে লক্ষ্য চায় হয়। সেই লাক্ষো কেনার জন্য কৃষি দফতরের একটি অফিসও আছে। লাক্ষা থেকে গালা তৈরি হয় বলরামপুরে। ফেরার পথে গেলাম ছৌ নাচের মুখোশ শিল্পের পীঠস্থান 'চড়িদা' বা 'চোড়াদা' গ্রামে। এই গ্রামে ২০ থেকে ২২ টি পরিবার ছৌ নাচের বিভিন্ন মুখোশ তৈরি করেন। কয়েকটি দোকানে মুখোশ তৈরি করা দেখলাম। বিভিন্ন ধরনের মুখোশ দেখে তাক লেগে যায়। পদ্মশ্রী ছৌ শিল্পী 'গম্ভীর সিং মুড়া'-র বাড়ি দেখে ফিরে এলাম সোনকুপী বানজারা ক্যাম্পে। সন্ধেবেলায় বনজোছনায় আসার সবল ছৌ নাচ, সাঁওতালি গানের। সাঁওতালি, কীর্তন, নাটুয়া, নাচনি, পাতা ও ভোক্তা---এই ছয় নাচ মিলেমিশে ছৌ নাচ। শিল্পীদের 'চাল' 'ভাব' 'ওর' 'পাক' 'ঝাঁপ' আর 'বাজি'-র ঢঙে জন্ম হয় ছৌ নাচের। এক ঘণ্টা সময় কোথা গিয়ে পেরিয়ে গেল আমরা বুঝতেই পারলাম না। নৈশাহার করে তঁবুতে আশ্রয় নিলাম।

পরদিন সকালে স্নান ও জলখাবার সেরে পৌঁছলাম ২০ কিমি দূরে অযোধ্যা পাহাড়ের 'আপার ডাম'-এ। বাঁধের পান্না সবুজ জল আর চারিদিকের সবুজ আরণ্যের নৈসির্গক দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হলাম। শীতকাল বলে বাঁধের জলে প্রচুর পরিযায়ী পাখি আছে। আপার ড্যাম দেখে পৌছলামর তাই বৃষ্টি হলে ডাউরি খালে থাকলে সতর্ক থাকা উচিত। অসতর্ক হলেই জলের শ্রোত ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।'' ''লোয়ার ড্যাম-এ। এখানেও বাঁধের জল সবুজ। জলে দেখলাম দুটি বড় পাথরের অবস্থানগত কারণে ভাসমান পরিযায়ী পাখি। জাপান সরকারের সহযোগিতায় প্রাকৃতিকভাবে তৈরি হয়েছে বৃহৎ কুমিরের মুখ। ডাউরি খালে ৯০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এই জলবিদ্যুৎ দেখলাম লতানো পলাশ গাছ। পুরুলিয়া ছাড়া আর কোথাও প্রকল্পটি তৈরি হয় ২০০৫ সালে। লোয়ার ড্যাম দেখে লতানো পলাশ গাছ দেখা যায় কিনা আমার জানা নেই। পৌঁছলাম লহরিয়া শিবমন্দিরে। এখানে চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন গাজনের মেলা বসে। মেলা চলে ১লা বৈশাখ পর্যন্ত।

মেলার প্রধান আকর্ষণ টুসু, ঝুমুরে দেশে বাঁশি, মাদল, ধামসা পাহাড়, জঙ্গল ঘেরা অনবদ্য পরিবেশে ডাউরি খালে কিছুক্ষণ কাটিয়ে নির্জনতা উপভোগ করে ফিরে এলাম "কুদনা' গ্রামে। গাড়ি নিয়ে ফিরে এলাম ক্যাম্পে। মধ্যাহ্নভোজ শেষে বাজিয়ে কাগজের মুখোশ পরে ছৌ নাচের প্রতিযোগিতা।

লহরিয়া শিবমন্দিরে পুজো দিয়ে গেলাম 'কুদনা' গ্রামে। এখান থেকে পায়ে হেঁটে যাব ২ কিমি দূরে 'ডাউরি খাল' এ। 'ডাউরি হ্যামোকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। সন্ধেবেলায় খোলা উঠোনে গল্প করে কাটালাম। পরদিন সকালে স্নান-জলখাবার সেরে পৌঁছলাম তারপানিয়া লেকে। লেকের জলে সাদা খাল" নামটা শুনলেই স্মৃতিতে ফিরে আসে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজন ছাত্রছাত্রীর অকালমৃত্যুর কথা। গাড়ি ডলোমাইটের প্রতিচ্ছবি এবং কিছু পরিযায়ী পাখির দল ভেসে বেড়াচ্ছে। এরপর পৌঁছলাম রাতে। মাঠাবুরু পৌঁছে ছেড়ে নেমে সুজিতের সঙ্গে হাটা শুরু করলাম। শুরুতে বেশ কিছুটা চড়াই পেরিয়ে পৌঁছলাম ডাউরি খালে। ডাউরি খালে এখন সামান্য জল। সুজিত বলল, যদি এখনই এক পশলা বৃষ্টি হয় তবে এক ঘণ্টার মধ্যে ডাউরি খাল জলে পূর্ণ হয়ে যাবে, কারণ এদিকের পাহাড়ের সমস্ত জলই ডাউরি খাল দিয়ে নামে। দেখলাম, সামনেই পাহাড়। অসংখ্য ছোট ছোট ধুসর পাহাড় কিছুটা ফাকা জমি পেরিয়ে পৌঁছলাম জঙ্গলের প্রান্তে। বাঁদিকে ডাইনে বাঁয়ে চারপাশে। নীলাকাশ, সবুজ বনানী মিলেমিশে মনোরম পরিবেশ । নিরালা নির্জনে জহগল চড়াই পেরিয়ে টিলার মাথায় কালীমন্দির। মাঠের পাহাড় পুজোরও যথেষ্ট গুরুত্ব ও মাদকতা আছে। পুজো উপলক্ষে মন্দিরে পাঁঠা, মুরগির বলি হয়। মাঠা পাহাড়ে কুদলং নদী ছলাং করে কিশোরীর মতো বইছে। চাঁদনি রাতে মাঠাপাহাড়ে কুদলং নদী সবুজ বনানীর মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়ার চরম বোমঞ্চকর ও মাদকতায় হলেও, সন্ধে হলেই ভালুকেরা নেমে আসে গর্গাপাহাড় থেকে জল খেতে এবং মহুয়ার মৌতাতে। তাই সাবধান। বাতাসে ভাসে ঝুঁমুরের তান। মাঠা পাহাড় দেখে ফিরে এলাম ক্যাম্পে মধ্যাহ্নভোজ সেরে বিশ্রাম নিলাম। আজ আমাদের এখান থেকে বিদায় নেবার পালা। বিকেলে মালপত্র নিয়ে সোনকুপী বানজারা ক্যাম্পকে বিদায় জানিয়ে রওনা হলাম। বরাভূমমুখী তিন কিমি দুরের ভূচুংডি মোড় থেকে এক কিমি যেতে হাজার ফুট উচু পাহাড় কেটে তৈরি হচ্ছে ''পাখি পাহাড়'' মমুররাবুরু)। কাজ শে হলে মনে হবে গোটা পাহাড়টাই যেন ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে। এই পাখিদের কলকাকলি শোনা না গেলেও পাখিদের রকমভেদে আকার প্রকারে তারতম্য ঘটবে। সম্পূর্ণ হলে এটা ভারত তথা বিশ্বের অন্যতম আশ্চর্য ভাস্কর্য হিসেবে চিহ্নিত হবে বলে আমার বিশ্বীস। কলকাতার শিল্পী চিত্ত দে মহাশয়ের একক উদ্যোগে ১৯৯২ সালে এই ভাস্কর্ধর কাজ শুরু হয়ে ক্লাইট টু হারমনি"র শিল্পীরা এখনও যথেষ্ট পটুতার সঙ্গে পাহাড় খুদে চলেছেন। শিল্পী চিত্ত দে এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ সংশোধনাগারে আবাসিকদের ছবি আঁকা শিখিয়ে এই ছবি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন। পাখি পাহাড় দেখে রওনা হলাম ১৩ কিমি দূরে বলরামপুরে। সেখানে পৌছে দেখলাম লাক্ষা থেকে গালা তৈরির পদ্ধতি এবং গহনার দোকানে সাজানো গালার তৈরি গহনা। এবার পৌছলাম বরাভূম রেল স্টেশনে। সেখান থেকে সন্ধ্যা ৭টা ২০ মিনিটে হাওড়া ফেরার ট্রেন। আমি জানি, বসন্তে পুরুলিয়ার ধুসর পাহাড় ও সবুজ লাল রঙে সাজানো থাকে। তাই আবার সময় সুযোগ করে বসন্তে পুরুলিয়া যাব সুজিতকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে হাওড়াগামী ট্রেনে উঠলাম। মনে থাকবে সোনকুপী বানজারা ক্যাম্পের আতিথেয়তাও।

কীভাবে যাবেন : হাওড়া থেকে রাত ১১টা ৩৫ মিনিটে ক্রধরপুর প্যাসেঞ্জার ধরে পরদিন সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে বরাভূম স্টেশন। প্রয়োজনে অন্য ট্রেনে পুরুলিয়া পৌছতে পারেন। পুরুলিয়া স্টেশন থেকে বাঘমুন্ডি ৪০ কিমি। ধর্মতলা

থেকে পুরুলিয়া যাবার বাস ছাড়ে প্রতিদিন। কলকাতা থেকে পুরুলিয়ার সোনকুণপী বানজারা ক্যাম্পের দূরত্ব ৩০০ কিমি। কলকাতা থেকে দ্বিতীয় হুগলি সেতু

পেরিয়ে ডানকুনি হয়ে দিল্লি রোড ধরে দুর্গাপুর পেরিয়ে বীদিক ঘুরে বাঁকুড়া পৌছে সোজা বাঘমুন্ডি হয়ে সোনকৃপী বানজারা ক্যাম্প। টুরগা ঝরনা, বামনি ঝরনা, ডাউরি খাল ও মাঠাবুরু পৌছতে শারীরিক সক্ষমতার প্রয়োজন। সমস্ত দর্শনীয় স্থানগুলি বেড়াতে গাড়িভাড়া বাবদ ২ হাজার টাকা খরচ হবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

মস্তিষ্কের সমস্যায় চিকিৎসা

ডা. প্রকাশ মল্লিক

মস্তিষ্কের টিউমার, স্ট্রোক (প্যারালাইসিস), সাডেন অ্যামনেসিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের সাধারণ মানুষের ধারণা খুবই কম আছে। আমাদের সমগ্র শরীরকে কর্মক্ষম রাখে যে মস্তিষ্ক সেই মস্তিষ্ক দিকে আমরা খুব একটা নজর দিই না, কিন্তু শরীরের সমস্ত অঙ্গের মধ্যে মস্তিষ্কের সবচেয়ে বেশি যত্ন নেওয়া প্রয়োজন বলে চিকিৎসকরা মনে করেন।

কয়েকদিন আগে হওয়া একটি সমীক্ষালব্ধ ফলাফল জানিয়েছে বিগত কয়েক বছরে আমাদের দেশে স্ট্রোক বেড়েছে ১০০ শতাংশ। আর এই সাম্প্রতিক কোভিড-১৯ অতিমারিতে যেসব রোগী ইতিমধ্যেই স্নায়বিক সমস্যায় ভূগছিল, তারা যথেষ্ট কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে।

লকডাউনে চিকিৎসক পাওয়া ও পরিষেবা পাওয়া দুটোরই সমস্যার জন্য তাদের একটানা চলে আসা চিকিৎসা নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর মানসিক সমস্যায় ভোগা রোগীদের স্ট্রেস আর অবসাদ এই সময়টায় ভীষণ বেড়েছে, কেননা কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে সাইকোসিসের মধ্য দিয়ে যাওয়া রোগীদের সংখ্যাটিও এই সময়ে হু-হু করে বেড়ে গেছে। আর এখন থেকেই মস্তিষ্ক নিয়ে প্রয়োজনীয় সুরক্ষার কথা চিন্তাভাবনা করা উচিত। আমরা কী খাই আর কী ধরনের জীবনশৈলীর মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, সেটা আমাদের মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে যথেষ্ট সাহায্য করে। এর পাশাপাশি স্নায়ত সমস্যার কিছু প্রাথমিক উপসর্গ সম্পর্কেও জানা উচিত, যার ফলে প্রাথমিকপর্যায়ের চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

ব্রেন ফুডের সাহায্যে ব্রেন হেলথ: আমরা কী খাচ্ছি, তার সরাসরি প্রভাব আমাদের মস্তিষ্কের উপর পড়ে, আখরোটের মতো ড্রাইফ্রুটস খেলেই বোধহয় মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য উন্নত হয়, কিন্তু শুধুমাত্র ড্রাইফ্রুটস দিয়েই মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য উন্নত হয়, কিন্তু শুধুমাত্র ড্রাইফ্রুটস দিয়েই মস্তিষ্কের চাহিদার সবটা পূরণ হয় না। মস্তিষ্কের সবদিক থেকে ভালো রেখে কর্মক্ষম রাখতে গেলে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাবার যেমন আঙুর, ব্লুবেরি, রাঙাআলু, পত্রল, সবুজ সজি, ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ মাছ (স্যামন, ম্যাকারেল টুনা) ইত্যাদি খাবার প্রয়োজন। এগুলি সবই ব্যালান্সড ডায়েটের মাধ্যমে খেলে মস্তিষ্কের বিকাশের সহায়ক হয়। আসলে আমাদের মস্তিষ্কের ৬০ শতাংশ তৈরি হয় ফ্যাট থেকে, সেজন্য প্রতিদিনের মিলে স্বাস্থ্যকর ফ্যাট ও ওমেগা -থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডযুক্ত খাবার মস্তিষ্কের বিকাশের সহায়ক হয়।

নিয়মিত এক্সারসাইজ করা দরকারঃ নিয়মিত শরীরচর্চার সঙ্গে মস্তিষ্কের এক্সারসাইজ করা উচিত। নিয়মিত শরীরচর্চা করে গেলে রক্তচাপ ঠিকঠাক থাকে ও শরীর সঠিকভাবে রক্তসঞ্চালন হয়, যা মস্তিষ্কের সঠিকভাবে কাজকর্ম পরিচালনার জন্য খুবই দরকার। পাশাপাশি, যোগব্যায়াম ও ধ্যান মস্তিষ্কের সমৃদ্ধ করে।

শারীরিক স্বাস্থ্য ও মস্তিষ্ক: এমনিতে আমাদের শরীরে কী কী রোগ আছে, তা মততিষ্কের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে। কেউ যদি হাইপারটেনশন, কোলেস্টেরল ও ডায়াবেটিসে ভেগেন, তাহলে তা মস্তিষ্কের সুস্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলবে, কাজেই এগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। এই সমস্ত রোগগুলির মধ্যে রক্তচাপ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। রক্তবাহী ধমনির মধ্য দিয়ে মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ হয়। কিন্তু রক্তচাপ বেশি বা কম থাকলে ব্রেনস্ট্রোক বা হ্যামারেজের সম্ভাবনা থাকে। কাজেই এগুলিকে স্বাভাবিক রাখতে প্রয়োজনীয় ওষুধ খওয়া দরকার।

বেশ কয়েকটি স্নায়ুগত সমস্যার ব্যাপারে আমাদের কিছুটা জেনে রাখা প্রয়োজন-

পার্কিনস ডিজিজ: এটি এক ধরনের ডিজেনারেটিভ ডিজঅর্ডার। এর উপসর্গগুলি আস্তে আস্তে আসে এবং ক্রমশ বছরের পর বছর ধরে শক্ত হয়ে যাওয়া, কথায় জড়তা, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ শক্ত হয়ে যাওয়া, কথায় জড়তা শরীরের ভঙ্গিমা বদল করতে অসুবিধে, আস্তে আস্তে পা ফেলা, শরীরের ভারসাম্যতা বজায় না রাখা। পার্কিনসন্স রোগীদের প্রতিদিন নিয়ম মেনে ওষুধ খেয়ে যাওয়া উচিত। ওষুধ বন্ধ হলে বা অনিয়মিত হয়ে পড়লে হঠাৎ করে রোগটি বেড়ে যায়। তবে কারও যদি প্রাথমিক অবস্থায় এই উপসর্গগুলি থাকে, তাহলে অবহেলা না করে চিকিৎসক দেখানো উচিত।

অ্যালঝাইমার্স ডিজিজ: প্রতিদিনের জীবনের সমস্ত জিনিসকে বারে বারে ভুলে যাওয়ার মানেই স্মৃতিভ্রংশতা এই রোগের প্রধান লক্ষণ। এটি এক ধরনের ডিমেনশিয়া, যা আস্তে আস্তে প্রকাশ পায়। তবে প্রথমাবস্থায় রোগটি ধরা পড়লে চিকিৎসায় সুবিধা হয়।

ব্রেন টিউমার: মস্তিষ্কের কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, যা মস্তিষ্কতে চাপ দিতে থাকে, এর উপসর্গ হল প্রবল মাথাব্যথা, তার সঙ্গে বমি করে ফেলা, স্নায়ুর সমস্যা, খিঁচুনি।

কোভিড ও স্নায়ুগত সমস্যাঃ কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত রোগীদেরও কিছু কিছু স্নায়ুগত সমস্যা থাকে। আর যাঁদের আগে থেকেই সমস্যা ছিল তাঁদের এই সময় সমস্যা আরও প্রকট আকার ধারণ করে—

স্বাদ ও গন্ধ চলে যাওয়া ঃ কোনও মানুষের মুখের স্বাদ চলে যাওয়াকে ডিসগাসিয়া বলে ও গন্ধ চলে যাওয়াকে বহলে অ্যানোসমিয়া। এই দুটোই: কৌভিডের প্রাথমিক উপসর্গ হলেও হতে পারে।

মাথাব্যথা: কোভিডের ফলে মাথাব্যথা হতে পারে। আর একবার কোভিড হয়েছে জানলে দুশ্চিন্তায় সেই ব্যথা কয়েকগুণ বেড়ে যায়।

স্ট্রোক: কোভিড রোগীদের রক্তের ঘনত্ব বেড়ে যায়, আর তার ফলেই তাদের মত্তিক্কের স্ট্রোকের সম্ভাবনা বাড়ে। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে কোভিডে আক্রান্ত হওয়ার পর মাঝবয়সি রোগীদের স্ট্রোক বেশি করে হচ্ছে। আর যাদের উচ্চ রক্তচাপ বা! ডায়াবেটিসের সমস্যা ছিল এবং স্ট্রোক হয়ে গেছে তাদের কোভিড হলে আগে কী কী ওষুধ খেত, তা চিকিৎসককে জানাতে হবে।

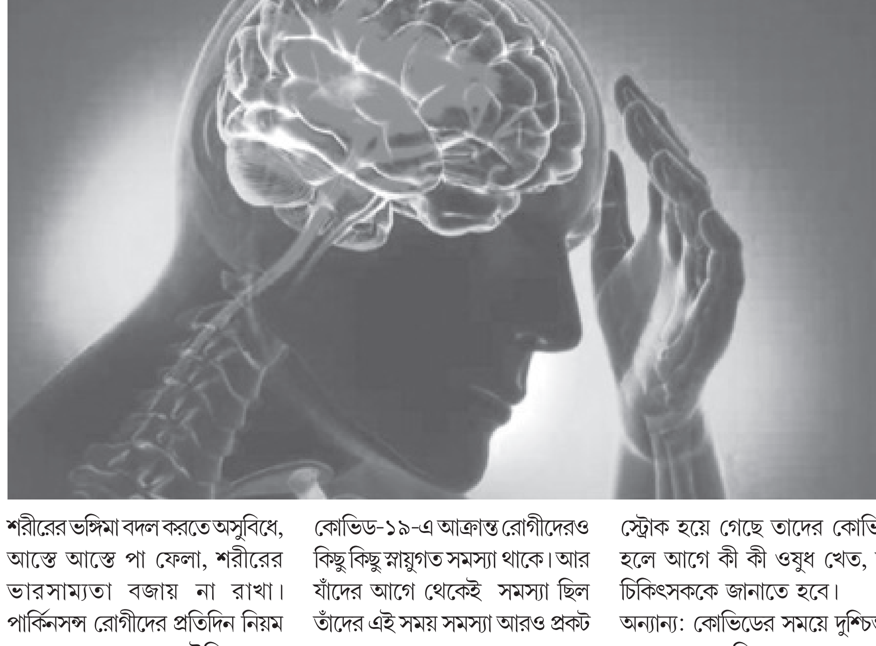

অন্যান্য: কোভিডের সময়ে দুশ্চিন্তা, অবসাদ সহ মানিয়ে নেওয়ার সমস্যা (অ্যাডজাস্টমেন্ট ডিজঅর্ডার) এগুলি খুবই বাড়ে। ফলে এগুলির : কোনও একটার জন্য মানুষের যদি কোভিডজনিত ! চিকিৎসকের সঙ্গে অবশ্যই কথা বলেন। সামনে গিয়ে দেখানো সম্ভব না হলে টেলিফোনেও কথা বলা প্রয়োজন। বিগত কয়েক বছরে ভারতে ব্রেন চিকিৎসা অনেকাংশেই উন্নত হয়েছে। তবে এগুলি সম্পর্কে এখনও যে সাধারণ মানুষের খুব একটা ভালো ধারণা আছে, এমনটা বলা যাচ্ছে না। আর এই স্বল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করীর মতো অল্প ধারণা নিয়ে চলার জন্যই এটা! করব না, ওটা করলে ভালো হবে না, এসবের ফলে! মস্তিষ্কের চিকিৎসা আরও জটিল হয়ে গেছে। যেমন ধরা যাক পার্কিনস্স রোগের কথা। দীর্ঘদিন ধরে ওষুধ খেয়ে যেতে হবে, সঙ্গে অন্যান্য থেরাপি। কিন্তু মানুষ যখন একটু ভালো হলেই নিজের থেকে এই চিকিৎসা বন্ধ করে দেয়, তখনই সমস্যা দেখা দেয়। তবে পার্কিনসন নিয়ে এখন অনেক উন্নত পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে, চিকিৎসার মডেল উন্নত হয়েছে। এবং আগামী কুড়ি বছর পার্কিনসন্স রোগীদের জন্য যথেষ্ট আশার আলো নিয়ে আসবে। প্রতিটি স্নায়ুর রোগের ক্ষেত্রেই রোগটি যত তাড়াতাড়ি নির্ণয় করা যাবে, ততই চিকিৎসা সহজহবে, মততিষ্কের ক্ষতিও তত কম হবে।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা: মস্তিষ্কের সমস্ত সমস্যায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিশেষভাবে ফলপ্রসূ। অপর দিকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার সাইড এফেক্ট কম হওয়াতে এই চিকিৎসায় রোগী নানা জটিলতা। থেকে বেঁচে যায়। আমি আমার ৩৭ বছর জীবনে বেশ কয়েক হাজার রোগীর ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করেছি।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি ধন্য আলাপিনী মহিলা সমিতির ঘর বন্ধ করে দিল বিশ্বভারতী

শান্তিনিকেতন, ১ জানুয়ারি (হি. স.) : নোটিশ পেয়েছিল আগেই। কথা বলে সমাধানের পথ খুঁজে ছিল ওরা। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। ''আশ্রম বিদ্যালয়ের সেবা ও মহিলাদের স্বরচিত রচনার মাধ্যমে সাহিত্য সভা যাদের মূল লক্ষ্য।''- সেই শতবর্ষ প্রাচীন শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠান আলাপিনী মহিলা সমিতির ভিটে মাটি উচ্ছেদ হল নতুন বাড়ি থেকে। সৌজন্যে বিশ্বভারতী!

শুক্রবার সকালে নতুন বাড়ি তে আলাপনি মহিলা সমিতির অধিবেশন কক্ষটি সিল করে দিল বিশ্বভারতী। ঐতিহ্যে আঘাত বলে ফের নতুন করে বিতর্কে জড়াল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯১৬ সালে আলাপনি মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতীর পাঠ ভবনে গেটে ঢোকার মুখে ডান দিকে মাটির বাড়ি, খড়ের ছাউনি। এই বাড়িতেই মাসে দু''বার করে সাহিত্য সভা আসর বসত আলাপিনী মহিলা সমিতির। আশ্রম বিদ্যালয়ের সময় থেকেই বিভিন্ন সেবা সাংস্কৃতিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত এই সমিতি।

গত ১০ ডিসেম্বর 'আলাপিনী মহিলা সমিতি'-কে ক্যাম্পাসের মধ্যে থাকা তাদের অধিবেশন কক্ষ 'নতুন বাড়ি' ছেড়ে দেওয়ার নোটিস দিয়েছেন বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। কিন্তু সমিতির ১০৪ বছরের ঐতিহ্যকে সামনে রেখে উঠে না-যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সদস্যারা। ৩১ডিসেম্বরের মধ্যে অধিবেশন কক্ষ ছাড়ার নির্দেশ থাকলেও, ঘর না ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয় আলাপিনী।গোটা ঘটনায় হস্তক্ষেপ চেয়ে ইতিমধ্যেই বিশ্বভারতীর আচার্য তথা প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছে সমিতি। এমনকি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল এবং রাষ্ট্রপতিকেও চিঠি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শান্তিনিকেতন থানাতেও গোটা ঘটনার উল্লেখ করে, অধিবেশন কক্ষে সমিতির নিজস্ব সম্পত্তির একটি তালিকা জমা দেয় সমিতি।

বছরের প্রথম দিনে শুক্রবার সকালে মহিলা সমিতির সদস্যরা বিশ্বভারতী ক্যাম্পাসে পৌছে দেখেন তাদের অধিবেশন কক্ষ টি দরজায় তালা দিয়ে সিল করে নোটিশ ঝুলিযে দেওয়া হয়েছে বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে সকাল থেকেই বিশ্বভারতীর পাঠ ভবন গেটের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন মহিলা সমিতির সদস্যরা।

কি এই আলাপিনী মহিলা সমিতি? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুপ্রেরণায় ১৯১৬ সালে শান্তিনিকেতন আশ্রমে বসবাসকারী ঠাকুর পরিবারের বধূগন, অধ্যাপকদের পত্নীরা, সে যুগের আশ্রমবাসিনী মহিলারা ''আলাপিনী মহিলা সমিতি'' প্রতিষ্ঠা করেন। যার পূরধা ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রবধূ হেমলতা দেবী, প্রতিমা দেবী, ক্ষিতিমোহন সেনের পত্নী কিরণবালা দেবী প্রমুখ। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সমিতির নামকরণ করেন ''আলাপিনী''। আশ্রম সেবা ও মহিলাদের সাহিত্য চর্চার জন্য গঠিত এই প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত সাহিত্য সভা হত। আদি পর্বে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার সমিতির সাহিত্য সভায় সভাপতিত্ব করেছেন। সমিতি সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথম দিকে সমিতির কোনও নির্দিষ্ট অধিবেশন কক্ষ ছিলনা। আশ্রমের মধ্যেই কখনও ''শান্তিনিকেতন'' বাড়িতে, কখনও ''দ্বারিক'' বাড়িতে, কখনও লেবু কুঞ্জে, কখনও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাসভবন ''দ্বিজবিরামে'' বসত অধিবেশন। দিনের শেষে কাজ কর্মের পরে আশ্রম জননী, বধূ কন্যারা এক সঙ্গে মিলিত হয়ে গল্প পাঠ, সাহিত্য চর্চা, হাসি গানে মেতে উঠতেন।রবীন্দ্রনাথের প্রযানের পর ১৯৪১ সালে গুরুদেবের ভাইঝি ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী শান্তিনিকেতনে বসবাস করতে শুরু করেন। সেই সময় থেকেই ইন্দিরা দেবী ''আলাপিনী''র সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। তখন থেকে উত্তরায়ণে ইন্দিরাদেবীর বাসস্থান ''পুনশ্চ''তে অধিবেশন বসত। পরে তা স্থানান্তরিত হয়ে চলে যায় সেবা পল্লীতে। ১৯৫৬ সালে ইন্দিরাদেবী বিশ্বভারতীর উপাচার্য হওয়ার পর ''নতুন বাড়ি''র একটি ঘর সারিয়ে আলাপিনী মহিলা সমিতির অধিবেশনের জন্য ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন।পরবর্তীকালে অমর্ত্য সেনের মা অমিতা সেনও এই সমিতির আমৃত্যু সভানেত্রী ছিলেন।১৯৫৬ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মাসে দুদিন বিকেলে নতুন বাড়িতে আলাপিনী মহিলা সমিতির অধিবেশন বসে।

আলাপিনীর সেবা কাজ। (১৯১৬ সালে শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক পত্নীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই আশ্রমের নানা সাংস্কৃতিক, সমাজকল্যাণ এবং সেবা মলক কাজে অংশগ্রহণ করেছেন আলাপিনীর সদস্যারা। আশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে গ্রেসন গ্রিন নামে এক বিদেশিনি আসেন শান্তিনিকেতনে, যিনি ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি এসে এই ধাত্রীবিদ্যা ও প্রাথমিক চিকিৎসা শেখান আশ্রমের মেয়েদের। সেই সময় সমিতির সদস্যা কিরণবালা সেন ও ননীবালা দেবী ধাত্রীবিদ্যা শিখে আশ্রম ও আশ্রম সংলগ্ন এলাকার প্রসূতিদের সেবায় নিয়োজিত হন। এছাড়াও তৎকালীন সময়ে মহিলাদের প্রাথমিক কে শিক্ষা দান সহ একাধিক সেবা কাজে অংশ নিতেন সমিতির সদস্যরা। পাঠভবনের ছাত্রীনিবাস ও ক্যান্টিনে গিয়ে ছাত্রীদের খাওয়াদাওয়া ও পোশাকেরও নিয়মিত তদারকি করেন সমিতির সদস্যারা।

বিশ্বভারতীর অন্যতম শিশ বিদ্যালয় আনন্দ পাঠশালা সে যুগের সমিতির মহিলা সদস্য দের দ্বারাই সৃষ্টি। প্রতিমা দেবী ও নীলা রায বাড়ি বাড়ি ঘুরে মোট ২০ শিশু কে নিয়ে আনন্দ পাঠশালায সূচনা করেন। সমিতির সম্পাদক জয়তী ঘোষ বলেন, ' ১৯৫৩ সালে আলাপিনীর সদস্যারাই আনন্দ পাঠশালার সূচনা করেন, যা এখন 'মৃণালিনী আনন্দ পাঠশালা' নামে পরিচিত। এখান থেকে প্রতি বছর বিশ্বভারতীর একটা ভাল পরিমাণ টাকা আয় হয়।অথচ বর্তমান প্রশাসক সেই ঐতিহ্য কে উপেক্ষা করে আমাদের উৎখাত করলেন। ''

সমিতির অভিযোগ, বর্তমান উপাচার্য আসার পরে অনেক ঐতিহ্যে ছেদ পরছে। যার অন্যতম সমিতির ঐতিহ্যবাহী সাহিত্য পত্রিকা শ্রেয়সী। প্রতি বছর ৭ পৌষ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেওয়া নাম অনুসারে তাঁরা ''শ্রেয়সী'' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকাও প্রকাশ করেন আম্রকুঞ্জে। এবছর তাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অন্যত্র সমিতি পত্রিকা প্রকাশ করেছে।

সমিতির সদস্যাদের দাবি, উপাচার্যের সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনার মাধ্যমে সুষ্ঠু সমাধান হোক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুপ্রেরণায় যে মহিলা সমিতি গঠিত হয়েছিল তা কীভাবে বর্তমান কর্তৃপক্ষ বন্ধ করে দিতে পারে, এই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

আলাপিনী মহিলা সমিতির সদস্যা অপর্ণা দাস-মহাপাত্র ও জয়তী ঘোষ বলেন, 'আমরা আশ্রমের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।আমরা গুরুদেবের সংস্কৃতির ধারাকে ধরে রেখেছিলাম। হঠাৎ করে এই ঐতিহ্যবাহী আলাপিনী মহিলা সমিতির ঘর বন্ধ করে দেওয়ায় আমরা স্তম্ভিত।

কোনও উপাচার্য এতকাল এই ধরনের কাজ করেননি। বরং আমাদের সহযোগিতা করেছিলেন।'

যদিও এবিষয়ে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

করিমগঞ্জ সদর থেকে জেলা ও দায়রা জজ আদালত সরছে, হস্তান্তরিত জমি আপত্তি দুই বার অ্যাসোসিয়েশনের

করিমগঞ্জ (অসম), ১ জানুয়ারি (হি.স.) : করিমগঞ্জ শহর থেকে জেলা ও দায়রা জজ আদালত সরিয়ে নেওয়ার জন্যে ইতিমধ্যে জমি হস্তান্তর হয়ে গেছে। জেলার আইনজীবীরা সরকারের এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। তাঁরা মুখ্যসমন্ত্রীর সাম্প্রতিক করিমগঞ্জ সফরকালে এ ব্যাপারে তাঁর হাতে একটি স্মারকপত্র তুলে দিয়েছেন।

জানা গেছে, গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের পক্ষ থেকে করিমগঞ্জ বার অ্যাসোসিয়েশনকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, বর্তমানে যে স্থানে জেলা ও দায়রা জজ আদালতের কাজকর্ম চলছে, সেখানে প্রয়োজনীয় জায়গার অভাব রয়েছে। অর্থাৎ কম্পোজিট কোর্ট বিল্ডিং নির্মাণের মতো পর্যাপ্ত পরিমাণ জমির এখানে অভাব। উচ্চ আদালত থেকে এই চিঠি করিমগঞ্জে আসার পরই আইনজীবীরা গভীর উষ্মা প্রকাশ করেছেন।

করিমগঞ্জ বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আতিকুলবারী চৌধুরী এ সম্পর্কে জানান, উচ্চ আদালতের চিঠি পাওয়ার পর নির্বাহী কমিটির এক জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা প্রশ্ন তুলেন, এখানে যদি পর্যাপ্ত জমি নেই তা-হলে, মাত্র দু- বছর আগে কম্পোজিট কোর্ট বিল্ডিং নির্মাণের জন্য জেলা ও দায়রা জজ কোর্ট ক্যাম্পাসের জমি নির্ধারণ জি৬ মডেলের স্ক্যাচম্যাপ বহু অর্থ ব্যয় করে তৈরি করা হল কীভাবে? এই স্ক্যাচম্যাপে তো সব কিছুই ঠিক ছিল। প্রস্তাবিত এই নতুন বিল্ডিঙে দুটি কোর্টকে একই ছাদের নীচে নিয়ে এসে দুটি বারের আইনজীবীদের বসার সংকুলান করে দেওয়ারও কথা ছিল। উল্লেখ্য, করিমগঞ্জের প্রাক্তন জেলা ও দায়রা জজ জেলাশাসকের কাছে প্রেরিত গোপন এক চিঠিতে জেলার দুটি আদালত অর্থাৎ জেলা ও দায়রা জজের আদালতের পাশাপাশি করিমগঞ্জের মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালতও করিমগঞ্জের উপকণ্ঠ চাঁদশ্রীকোণায় স্থানান্তর করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। জেলাশাসকের কাছে জমির বন্দোবস্ত করার জন্য তাঁর প্রেরিত ওই চিঠিতে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। তিনি কম্পোজিট কোর্ট বিল্ডিং স্থাপনের প্রস্তাব পেশ করেছেন। জেলা ও দায়রা জজ প্রথম চিঠিতে শুধু স্টাফ কোয়ার্টার স্থাপনের জন্য জেলাশাসককে জমির বন্দোবস্ত করতে বলেন। পরবর্তীতে প্রাক্তন জেলা ও দায়রা জজ উৎপল প্রসাদ কম্পোজিট কোর্ট বিল্ডিঙের কথা উল্লেখ করেন। জেলাশাসক জেলা ও দায়রা জজের চিঠি পেয়ে চাঁদশ্রীকোণা মৌজার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার এপারে নো-মেনসল্যান্ড সংলগ্ন চর এলাকায় ২৪ বিঘা জমির ব্যবস্থা করেন। জেলার দুই দণ্ডমুণ্ডের মধ্যে এতো সন্তর্পণে কোর্ট স্থানান্তর কিংবা জমি বন্দোবস্তের প্রস্তাব সংক্রান্ত চিঠির আদান-প্রদান হয় যে, সাধারণ মানুষ দূরের কথা, জেলার দুটি বারের আইনজীবীরা পর্যন্ত বিষয়টি অঁচ করতে পারেননি।

তবে তদানীন্তন জজ উৎপল প্রসাদ এখান থেকে বদলি হয়ে চলে যাওয়ার পর প্রথম বিষয়টি আবিষ্কার হয়। পরে জেলাশাসকের কার্যালয়ে খোঁজখবর নিয়ে বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত হওয়ার পর আইনজীবী ও জেলার সচেতন নাগরিকদের ক্ষোভের পারদ সপ্তমে চড়তে থাকে। দুটি আইনজীবী বার বৈঠকে বসে এ-বিষয়ে প্রতিবাদে গর্জে ওঠে।

করিমগঞ্জ বার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে প্রশ্ন তুলে বলা হয়, জেলা ও দায়রা জজের আদালত ক্যাম্পাসে পর্যাপ্ত জমি থাকা সত্ত্বেও সদর শহর থেকে সাত কিলোমিটার দূরে আন্তর্জাতিক সীমান্তে প্রত্যন্ত এক জনপদে জেলার আদালতসমূহ স্থানান্তরের পেছনে কী যুক্তি রয়েছে?

এদিকে এ প্রসঙ্গে জেলার সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, করিমগঞ্জের আদালতগুলো যদি স্থানান্তর করতে হয় তা-হলে জেলার মধ্যবর্তী অংশে কোনও স্থান নির্ধারণ করা হচ্ছে না কেন? জেলার উত্তর সীমান্তের কুশিয়ারা নদীর তীরেই তো গোটা জেলা সীমাবদ্ধ নয়। দক্ষিণে ত্রিপুরা ও মিজোরামের সঙ্গে জেলার সীমানা নির্ধারিত রয়েছে। সুতরাং চাঁদশ্রীকোণায় কোর্ট স্থানান্তরের অবান্তর প্রস্তাবে সায় না দেওয়ার জন্য তাঁরা আর্জি জানান।

অন্যদিকে, জেলার আইনজীবীরা খোলাখুলি জানান, এই প্রস্তাবের পেছনে নিশ্চয়ই কোনও দুরভিসন্ধি ছিল। জেলার সাব জুডিশিয়াল কোর্ট চাঁদশ্রীকোণায় চলে গেলে একজিকিউটিভ কোর্টগুলোতে মামলা লড়তে আইনজীবীরা কি সেখান থেকে বার বার জেলাশাসকের দফতরে আসা-যাওয়া করতে পারবেন? তাছাড়া চাঁদশ্রীকোণায় নিরাপত্তার ব্যবস্থা সহ যোগাযোগ ব্যবস্থাও ভালো নয়। সেই সঙ্গে সীমান্তবর্তী এলাকা থাকায় ইন্টারনেটের সুবিধাও খুব খারাপ। এমতাবস্থায় চাঁদশ্রীকোণায় কোর্ট স্থানান্তরে জেলার দুটি বারের আইনজীবীরা জোরদার আপত্তি তুলেছেন।

উমেশ যাদবের পরিবর্তে টেস্ট দলে ঢুকলেন পেসার টি নটরাজন

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি (হি.স.): ভারতীয় টেস্ট দলে ঢুকলেন বাঁ-হাতি পেসার টি নটরাজন। উমেশ যাদবের পরিবর্তে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বাকি দুটি টেস্টের জন্য ভারতীয় দলে ঢুকলেন এই বাঁ-হাতি পেসার। নয়া বছরের প্রথম দিনে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) তরফে একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'উমেশ যাদবের পরিবর্ত হিসেবে টি নটরাজনের নাম ঘোষণা করল সর্বভারতীয় নির্বাচন কমিটি।

দুরন্ত আইপিএলের সৌজন্যে ভারতীয় দলের সঙ্গে নেট বোলার হিসেবে গিয়েছিলেন নটরাজন। অন্য খেলোয়াড়ের চোটের কারণে তাঁর সামনে জাতীয় দলের দরজা খুলে যায়। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচে দারুণ পারফরম্যান্স করেন। সেই সৌজন্যে একদিনের সিরিজেও ভারতীয় বোলিং আক্রমণের অন্যতম ভরসা হয়ে ওঠেন। সবমিলিয়ে চার ম্যাচে আট উইকেট। সাদা বলের ক্রিকেট শেষ অধিকাংশ খেলোয়াড় ভারতে ফিরে গেলেও অজিঙ্কা রাহানেদের সঙ্গে নেট বোলার হিসেবে থাকছিলেন নটরাজন। কিন্তু প্রথম টেস্টে শামি এবং দ্বিতীয় টেস্টে উমেশের চোটের জন্য তাঁর সামনে ভারতীয় টেস্ট দলের দরজাও খুলে গিয়েছে।

তবে দলে অন্তর্ভুক্ত হলেও সিডনিতে তৃতীয় টেস্টে নটরাজনের খেলার সম্ভাবনা কম। উমেশের পরিবর্ত হিসেবে শার্দুলকে গুরুত্ব দেওয়া হতে পারে বলে সূত্রের খবর। তৃতীয় টেস্টে শার্দুল নাকি নটরাজন খেলবেন, সে বিষয়ে অবশ্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন ভারতীয় অধিনায়ক অজিঙ্কা রাহানে, হেড কোচ রবি শাস্ত্রী এবং বোলিং কোচ ভরত অরুণ।

অন্যদিকে, বাকি দুই টেস্টে ভারতে সহ-অধিনায়ক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন রোহিত শর্মা। যিনি কোয়ারেন্টাইন-পর্ব কাটিয়ে মেলবোর্নে পৌঁছে দলের সঙ্গে অনুশীলনে নেমে পড়েছেন।

বিনয় মিশ্রকে ঘিরে তৃণমূলের বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্র করতে চায় বিজেপি

কলকাতা, ১ জানুয়ারি (হি. স.) : কয়লা-গরু পাচার কাণ্ডে তৃণমূলের যুব কংগ্রেসের সভাপতি বিনয় মিশ্রকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্র করতে চায় বিজেপি। এই প্রথম গরুপাচার কেলেঙ্কারিতে কোনও তৃণমূল নেতা সরাসরি সিবিআইয়ের তদন্তের আওতায় এসেছেন। সিবিআই ছাড়া এই ব্যাপ্যারে তদন্ত করছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট এবং আয়কর বিভাগ।

গরু পাচারকাণ্ডে সিবিআইয়ের নজরে কলকাতার ব্যবসায়ী ও রাজ্য যুব তৃণমূলের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক বিনয় মিশ্র। মামলায় প্রভাবশালী যোগ ওঠার পরই, সরাসরি তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের দিকে আঙুল তুলেছে বিজেপি। পাল্টা বিজেপির বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকে রাজনৈতিক চক্রান্তের জন্য ব্যবহারের অভিযোগে সরব হয়েছে তৃণমূল।

বৃহস্পতিবার দিন ও রাতে তাঁর কলকাতার তিনটি বাড়িতে তল্লাশি চালায় সিবিআই। ইতিমধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিশ জারি করা হয়েছে। এই ঘটনার পর থেকেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর চড়াতে শুরু করেছে বিজেপি। কৈলাস বিজয়বর্গীয় থেকে বাবুল সুপ্রিয় একে একে সকলেই শুভেন্দু অধিকারী বলেন, আর এক ধাপ এগোলেই ভাইপো। কেউ ছাড়া পাবে না। উল্লেখ্য, তৃণমূল যুবার সভাপতি তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ। তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসে বিনয়কে নিয়ে চরম কটাক্ষ করে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, ''বিনয় মিশ্র খুব পপুলার লোক। আর কেন পপুলার সেটা সবাই জানেন। সেই

ছয়ের পাতায়

কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে শিলচরে সংকল্প দিবস পালন বাম সংগঠনের

শিলচর (অসম), ১ জানুয়ারি (হি.স.) : কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে শুক্রবার শিলচরে সংকল্প দিবস পালন করেছে ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক সংগঠনের যৌথ মঞ্চ। শিলচরের ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে আজ বেলা এগারোটা নাগাদ জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শনের মাধ্যমে কর্মসূচির সূচনা হয়।

বিক্ষোভস্থলে বক্তব্য পেশ করেন সিআইটিইউ-এর জেলা সম্পাদক সুপ্রিয় ভট্টাচার্য, এআইইউটিইউসি-র জেলা সভাপতি সুব্রতচন্দ্র নাথ, অসম মজুরি শ্রমিক ইউনিয়ন-এর মৃণালকান্তি সোম প্রমুখ। বিক্ষোভ শেষে আন্দোলনকারীরা মিছিল করে প্রেমতলার গোলদিঘি মলের সামনে পৌঁছে পথসভা করেন সেখানে বক্তব্য পেশ করেছেন এআইসিসিটিইউ-এর অসীম নাথ, সিআইটিইউ-এর সভাপতি সমীরণ আচার্য, এআইকেএস-এর সুভাষ দেব, ফোরাম ফর সোশ্যাল হারমনি-র বিশ্বজিৎ দাস প্রমুখ। ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক সংগঠনের নেতারা এর পর পথসভা করেন চামড়া গোদাম এলাকায়। সেখানেও উপস্থিত জনতার সামনে বক্তব্য পেশ করেছেন রফিক আহমেদ, মহিলা সংগঠনের নেত্রী আতরজান বিবি, অরিন্দম দেব, সিপিআই (এম) দলের জেলা সম্পাদক দুলাল মিত্র প্রমুখ।

বক্তারা তিনটি কৃষি বিল বাতিলের দাবিতে দিল্লিতে সংগ্রামরত কৃষকদের আন্দোলনকে জেলায় জেলায় ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান। তাঁরা বলেন, নরেন্দ্র মোদী সরকার আদানি-আম্বানী সহ পুঁজিপতিদের স্বার্থে এই তিনটি আইন কৃষকদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। যার ফলে দেশের লক্ষ লক্ষ কৃষক আন্দোলনে শামিল হতে বাধ্য হয়েছেন। এই তিনটি আইন শুধু কৃষকের সর্বনাশ করবে তা নয়, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য মারাত্মক বৃদ্ধি ঘটাবে। আজকের এই কার্যসূচিগুলিতে উপস্থিত ছিলেন এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের জেলা সম্পাদক ভবতোষ চক্রবর্তী, সিপিআই (এমএল) লিবারেশন দলের জেলা সম্পাদক হায়দার হুসেন, পিসিসি সিপিআই (এমএল)-এর জেলা সম্পাদক মানস দাস, এআইডিএসও-র সর্বভারতীয় কমিটির সদস্য হিল্লোল ভট্টাচার্য, এআইইউটিইউসি-এর জেলা সম্পাদক মাধব ঘোষ, বিজিত কুমার সিংহ প্রমুখ।

কোন্দলের মাঝেই বিভিন্ন স্থানে পালিত হল তৃণমূলের জন্মদিন

কলকাতা, ১ জানুয়ারি (হি. স.) : শুক্রবার ২৩ বছরে পা দিল তৃণমূল। ১৯৯৮ সালের ১ জানুয়ারি যাত্রা শুরু। ইংরেজি নববর্ষে সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম-সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শুক্রবার পালিত হল তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবস। তৃণমূলের দলীয় কোন্দলের প্রচ্ছন্ন ছাপ ছিল সিঙ্গুরের অনুষ্ঠানে। হরিপালের বিধায়ক বেচারাম মান্না থাকলেও ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক 'মাস্টারমশাই' রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। এঁদের দুজনের মধ্যে বৈরিতা সর্বজনবিদিত। দলের জেলা নেতৃত্ব তৈরি নিয়ে মতানৈক্যের জেরে কিছুকাল আগে রবীন্দ্রনাথবাবু দল ছাড়ার ইচ্ছে জানিয়েছিলেন। আর বেচারামবাবু বিধানসভায় গিয়ে পদত্যাগ করে আসেন। যদিও দলীয় নেতৃত্বের নির্দেশে তিনি দলেই থেকে যান। গত লোকসভা নির্বাচনে সিঙ্গুরে বিজেপি-র তুলনায় তৃণমূল অনেকটা পিছিয়ে ছিল। বেচারামবাবু এদিন বলেন, "লোকসভায় হেরেছি, বিধানসভায় কামব্যাক করব।" দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মিডিয়ার প্রচার বলে দাবি করে তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথবাবুকে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। উনি আসেননি।"দলনেত্রী হিসাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ট্যুইটে দিয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ বার্তা। একই সঙ্গে বার্তা দিয়েছেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি।

মহিলা বেশে ডাকাত দল পাথারকান্দিতে পুলিশের ওপর ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলার চেষ্টা, ধৃত দুই

পাথারকান্দি (অসম), ১ জানুয়ারি (হি.স.) : মহিলা সেজে ডাকাতি করতে গিয়ে পাথারকান্দি পুলিশের অভিযানে অস্ত্রশস্ত্র সহ ধরা পড়েছে কুখ্যাত দুই ডাকাত। ধৃতদের এক জনের বাড়ি পাথারকান্দিরই দুর্লভপুর গ্রামের জনৈক আলতাব হুসেনের বছর ৩২-এর ছেলে জয়নুল হুসেন এবং অপরজন পাথারকান্দির আলাপুরের জনৈক মজির উদ্দিনের ২৬ বছর বয়সি ছেলে আব্দুর রহমান ওরফে ইকবাল হুসেন।

জানা গেছে, গতকাল (বৃহস্পতিবার) রাত প্রায় সাড়ে ১১-টা নাগাদ পাথারকান্দি থানার ওসি সঞ্জীব তেরনের নেতৃত্বে পুলিশের পেট্রোলিং পার্টি তৃপ্তি হোটেল সংলগ্ন ৮ নম্বর জাতীয় সড়কে টহল দিচ্ছিল। এক সময় এক মহিলা এবং দুই পুরুষকে সন্দেহজনকভাবে পায়চারি করতে দেখে টহলদারী পুলিশের দল। তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করে কিছুক্ষণ পর সন্দেহভাজন দুজনকে আটক করার চেষ্টা করলে তারা ধারালো অস্ত্র নিয়ে পুলিশের ওপর হামলার চেষ্টা করে। কিন্তু পুলিশের কৌশলে হামলার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। দুজনকে পাকড়াও করলেও একজন পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। ধৃতদের কাছ থেকে পুলিশ একটি ধারালো লম্বা ড্যাগার সহ আরও কিছু অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করেছে।

ওসি সঞ্জীব তেরন জানিয়েছেন, এরা এলাকার কুখ্যাত ডাকাত। আগামীকাল শনিবার উভয়কে করিমগঞ্জ আদালতে পেশ করা হবে। তিনি জানান, ডাকাত দলের অন্য সাঁকরেদদের ধরতে জাল পাতা হয়েছে।

রীতি মেনেই বন্দিদের তালিকা প্রকাশ করল ভারত ও পাকিস্তান

নয়াদিল্লি-ইসলামাবাদ, ১ জানুয়ারি (হি.স.): বন্দিদের তালিকা প্রকাশ করল ভারত ও পাকিস্তান। রীতি মেনেই বর্ষশুরুতে শুক্রবার পাকিস্তান ৩১৯ জন ভারতীয় বন্দির একটি তালিকা ইসলামাবাদের ভারতীয় দূতাবাসে জমা দেয়। অন্যদিকে দিল্লিতেও পাক দূতাবাসে ৩৪০জন পাকিস্তানি বন্দির তালিকা জমা দেয় ভারত সরকার।

পাকিস্তানের তরফে জানানো হয়, সেখানে মোট ৩১৯জন ভারতীয় বন্দি রয়েছে। এদের মধ্যে ৪৯ জন সাধারণ নাগরিক ও ২৭০জন মৎসজীবী রয়েছেন। অন্যদিকে

ছয়ের পাতায়

সুন্দরবনের জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে ফের বাঘের কবলে মৎস্যজীবী

গোসাবা, ১ জানুয়ারি (হি. স.) : বছরের প্রথমদিনেও সুন্দরবনে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের হামলার মুখে পড়লেন এক মৎস্যজীবী। ২০২০ সালে সরকারি হিসেব অনুযায়ী কুড়িজন মৎস্যজীবী সুন্দরবনের জঙ্গলে মাছ, কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের হানায় প্রান হারান। এদিনও কাঁকড়া ধরার সময় বাঘে তুলে নিয়ে যায় প্রশান্ত মণ্ডল নামে বছর বিয়াল্লিশের ওই মৎস্যজীবীকে। শুক্রবার দুপুর একটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে সুন্দরবনের বাঘমারা ২ জঙ্গলে। প্রশান্তের দুই সঙ্গী হরেকৃষ্ণ মণ্ডল ও গৌতম বিশ্বাস চেষ্টা করেও বাঘের মুখ থেকে ছাড়িয়ে আনতে পারেনি তাঁকে।

শুক্রবার বিকেলে প্রশান্তর দুই সঙ্গী গ্রামে ফিরে ঘটনার কথা জানালে কান্নায় ভেঙে পড়েন প্রশান্তের পরিবারের সদস্যরা। গ্রামে নেমে আসে শোকের ছায়া। বন দফতরকে এই বিষয়ে খবর দেওয়া হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বন দফতর। এঁদের মাছ, কাঁকড়া ধরার বৈধ অনুমতি ছিল কিনা সেটাও খতিয়ে দেখছে বন দফতর। হরেকৃষ্ণ ও গৌতম জানান, এদিন দুপুর একটা নাগাদ যখন তাঁরা জঙ্গলে নেমে কাঁকড়া ধরছিলেন, ঠিক তখন জঙ্গল থেকে একটি বাঘ বেড়িয়ে এসে আচমকা প্রশান্তর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাঁর ঘাড়ে কামড় বসিয়ে টানতে টানতে জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে যায়। সঙ্গীকে চোখের সামনে বাঘে তুলে নিয়ে গেলেও সেভাবে কিছু করতে পারেননি তাঁরা। দুজনেই অবশ্য কাঁকড়া ধরার শিক নিয়ে বাঘের উপর হামলা করতে এগিয়েছিলেন, কিন্তু বাঘের সেই ভয়ঙ্কর চোখ দেখে আর সাহস করে এগোতে পারেন নি তাঁরা। শনিবার সকাল থেকে বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে প্রশান্তের খোঁজে তল্লাশি চালাবেন।

পাথারকান্দি প্রাথমিক শিক্ষাখণ্ডের কলাখাউরি এলপি স্কুলের পরিচালন সমিতির সভানেত্রী নির্বাচিত মনোওয়ারা

পাথারকান্দি (অসম), ১ জানুয়ারি (হি.স.) : পাথারকান্দি প্রাথমিক শিক্ষাখণ্ডের অধীনস্থ ৭১১ নম্বর কলাখাউরি এলপি স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি পদে একাধিক দাবিদার থাকায় শেষ পর্যন্ত গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে পরিচালন সমিতি গঠন প্রক্রিয়া। সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যক ভোট পেয়ে স্কুল পরিচালন সমিতির সভানেত্রী নির্বাচিত হয়েছেন মনোওয়ারা বেগম।

বিভাগীয় নির্দেশে গত মাসখানেক আগে কমিটি গঠনের উদ্দেশ্যে সাধারণ সভা ডাকা হলে সভায় সভাপতি পদে একাধিক ব্যক্তির প্রস্তাব ও বিকল্প প্রস্তাবে কমিটি গঠন প্রক্রিয়া সগিত হয়ে যায়। সভাপতি পদে একাধিক দাবিদারের মধ্যে কেউই নিজেদের অবসান থেকে সরে না আসায় শেষ পর্যন্ত গোপন ব্যালটের সাহায্য নেওয়া হয়। স্কুলের দায়িত্বপ্রাপ্ত সিআরসিসি অর্দ্ধেন্দু দে এবং প্রধানশিক্ষক আব্দুল মতিনের তত্বাবধানে ৩৩ জন ভোটারের মধ্যে ৩২ জনই নির্বাচনে অংশ নেন। সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন মনোওয়ারা বেগম এবং নুর আহমদ। গোপন ব্যালটের নির্বাচনী ফলাফলে ৩২-এর মধ্যে ১৭টি ভোট পেয়ে সভানেত্রী নির্বাচিত হয়েছেন মনোওয়ারা বেগম। তাঁর প্রতিপক্ষ নুর আহমদের পক্ষে ১৫টি ভোট পড়েছে।

নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় স্কুল পরিচালন সমতি গঠন হওয়ায় খুশি ব্যক্ত করেছেন অভিভাবক সহ এলাকাবাসী। এদিনের নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপসিত ছিলেন স্কুলশিক্ষক আব্দুল সহিদ, আব্দুল বাসিত, নাইম উদ্দিন, জহিরুল হুসেন কবির প্রমুখ।

এদিকে স্কুলের নবনির্বাচিত সভানেত্রী মনোওয়ারা বেগম তাঁর প্রতিক্রিয়ায় গ্রামবাসীর আস্থার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে স্কুলের দায়িত্ব পালনে অভিভাবক সহ সানীয়দের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

জরুরি ভিত্তিতে 'কোভিশিল্ড'-কে অনুমোদন দিল সিডিএসসিও বিশেষজ্ঞ কমিটি

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি (হি.স.): সুখবর। প্রথম করোনাভাইরাস টিকা পেল ভারত।জরুরি ভিত্তিতে ব্যবহারের জন্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের করোনাভাইরাস টিকা 'কোভিশিল্ড'-কে অনুমোদন দিল সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্টোল অর্গানাইজেশনের (সিডিএসসিও) বিশেষজ্ঞ কমিটি। ভারতে করোনা প্রতিষেধকের অনুমোদন চেয়ে আবেদন করেছিল ফাইজার, কোভিশিল্ড ও কোভ্যাকসিন। যার মধ্যে সেরামের আবেদন করা অক্সফোর্ডের ভ্যাকসিন কোভিশিল্ডকেই প্রথম অনুমোদন দিল বিশেষজ্ঞ দল। এরপর ড্রাগস কন্টোলার জেনারেল অব ইন্ডিয়া অনুমোদন দিলেই দেশে আপদকালীন ছাড়পত্র পাবে কোভিশিল্ড। এর আগে ব্রিটেনে আপদকালীন অনুমোদন পেয়েছে অক্সফোর্ড ও অ্যাস্ট্রাজেনেকার করোনা প্রতিষেধক কোভিশিল্ড। দেশে প্রথম প্রতিষেধক হিসাবে কোভিশিল্ডের অনুমোদন পাওয়ার জল্পনা অনেক দিন ধরেই চলছিল। খোদ ডিজিসিআই নিজেই জানিয়েছিলেন, নতুন বছরে সুখবর আসছে। সে কথাই অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। বছরের প্রথম দিনই করোনা প্রতিষেধকে অনুমোদন দিল বিশেষজ্ঞ দল। অন্যান্য প্রতিষেধকের তুলনায় কম ঋণাত্মক তাপমাত্রায়ও সংরক্ষণ করা সম্ভব কোভিশিল্ডকে। এছাড়া দামও অপেক্ষাকৃত কম অক্সফোর্ডের প্রতিষেধকের।

সেরাম কর্তা পুনাওয়া আগেই জানিয়েছেন, প্রতিষেধকের সিংহভাগই পাবে ভারত। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধনও জানিয়েছিলেন, জানুয়ারির যে কোনও সপ্তাহে শুরু হতে পারে করোনা টিকাকরণ। তার রোডম্যাপ আগেই ঘোষণা করেছে কেন্দ্র। দেশে প্রথম পর্বে করোনা প্রতিষেধক পাবেন ২৯ কোটি নাগরিক। যার ১ কোটি পাবেন স্বাস্থ্যকর্মীরা, ২ কোটি প্রথম সারির যোদ্ধারা ও ২৬ কোটি গুরুতর অসুস্থ বয়স্করা।

আমেরিকায় করোনা ভ্যাকসিনের ৫০০ ডোজ নষ্ট করে গ্রেফতার এক ফার্মাসিস্ট

ওয়াশিংটন, ১ জানুয়ারি (হি.স.): বিশ্বজুড়ে নিজের মারণ কামড় আব্যাহত রেখেছে করোনা ভাইরাস। করোনার কবল থেকে বাঁচতে সবাই ভ্যাকসিনের দিকেই তাকিয়ে সকলে। এই অবস্থায়করোনা ভ্যাকসিনের ৫০০ ডোজ নষ্ট করে দেওয়ার অভিযোগ আমেরিকার এক হাসপাতাল কর্মীর বিরুদ্ধে। যার জেরে গ্রেফতার করা হল ওই অভিযুক্তকে।

ভ্যাকসিনের ডোজ এখনও পর্যন্ত অপর্যাপ্ত। এই অবস্থায় মিলাওয়াউকির ওই কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রায় ১১ হাজার ডলার মূল্যের ভ্যাকসিন নষ্ট করার। টানা দু'দিন ইচ্ছে করেই অরোরা মেডিক্যাল সেন্টারের ওই ফার্মাসিস্ট ফ্রিজের বাইরে বের করে রেখেছিলেন মডার্না ভ্যাকসিনের ৫৭টি ভায়াল। প্রতিটি ভায়ালে থাকে ১০টি ডোজ। প্রথমে গত ২৪ ডিসেম্বর রাতে সেগুলি বের করে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় রেখে দেন তিনি। পরে

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

ধূমপান ছাড়ার এখনই সময়

ধূমপান একদিকে যেমন ফুসফুসের কার্যক্ষমতা কমিয়ে দেয়। অন্যদিকে হৃদ্‌রোগ, ক্যানসার, শ্বাসতন্ত্রের রোগ, ডায়াবেটিস ইত্যাদির ঝুঁকিও বাড়ায়। ফলে করোনাভাইরাসের সংক্রমণের ঝুঁকি অপেক্ষাকৃত অনেক বেড়ে যায়। আবার করোনা সংক্রমিত হলে অন্যদের তুলনায় ধূমপায়ীদের জটিলতা বেশি হওয়ার ঝুঁকি থাকে। কাজেই এই ভাইরাস প্রতিরোধে ধূমপান ছাড়ার কোনো বিকল্প নেই। আর এই সময়টাই হতে পারে এর জন্য শ্রেষ্ঠ সময়।ধূমপান ছেড়ে দিলে বিরক্তি, অস্থিরতা, মনোযোগে সমস্যা, ধূমপানের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছাড়া মারাত্মক কোনো প্রত্যাহারজনিত সমস্যা হয় না। তাই ধূমপান ছাড়তে হলে কয়েকটি বিষয়ের দিকে গুরুত্ব দিতে হবে:

১. ধূমপানের তীব্র ইচ্ছাকে দমন করুন। যেসব পরিস্থিতি ধূমপানের ইচ্ছাকে বাড়ায়, সেগুলো শনাক্ত করে মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকুন। প্রাথমিকভাবে এই আকর্ষণ তীব্র ও নিয়ন্ত্রণহীন মনে হলেও কিছু সময় পরই তা কমে যায়। কাজেই মনোযোগ অন্য কিছুতে সরিয়ে নিন। ধূমপানের ইচ্ছা হলেই পানি পান করুন। ধীর ও গভীরভাবে শ্বাস নিন-ছাড়ুন। ধূমপানের কুফলগুলো স্মরণ করুন। ২.যেকোনো নেতিবাচক চিন্তাকে চ্যালেঞ্জ করুন। বিকল্প ইতিবাচক চিন্তা করুন, নিজের ওপর আস্থা রাখুন। ৩.সুস্থ জীবনধারা মেনে চলুন। নিয়মিত ঘুম, খাওয়া, কাজ, বিনোদন, ব্যায়ামের রুটিন তৈরি করে মেনে চলুন। অধূমপায়ী বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন, তাদের কাছ থেকে নৈতিক সমর্থন নিন। পরিবারকে গুণগত সময় দিন। প্রোটিন, ভিটামিন ও মিনারেলসমৃদ্ধ খাবার বেশি খান। ৪.এ সময় ধূমপায়ী বন্ধু বা সহকর্মীর সঙ্গে ধূমপানের সুযোগ কম। তারপরও কেউ আহ্বান করলে দৃঢ়তার সঙ্গে না বলুন। ৫.করোনাভাইরাস—সংক্রান্ত কিংবা অন্য যেকোনো প্রকার উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, ভীতি, হতাশা, রাগ অথবা ঘুমের সমস্যা দূর করতে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করুন। প্রয়োজনে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। ৬.ধূমপানের প্রত্যাহারজনিত তীব্র সমস্যা দূর করতে এবং পরে ধূমপানের আগ্রহ কমাতে অনেক সময় নিকোটিন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি; নিকোটিনযুক্ত চুইংগাম, লজেন্স, ত্বকে লাগানোর প্যাচ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। তবে নিকোটিনসমৃদ্ধ অ্যারোসল ফুসফুসের সংক্রমণ ঘটিয়ে আরও ক্ষতি করতে পারে। তাই নিকোটিন স্প্রে হিসেবে না নেওয়াই ভালো।

সচল থাকতে দড়িলাফ

এই ঘরবন্দী সময়েও আমাদের শরীর রাখতে হবে সচল আর সক্রিয়। তাহলে থাকব সুস্থ আর দেহের প্রতিরোধ থাকবে চাঙা। ঘরে থেকে এই সময়ে খুব ভালো ব্যায়াম স্কিপিং, মানে দড়িলাফ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও বলছে, স্কিপিং চমৎকার ওয়ার্ক আউট (ব্যায়াম)। ২০ মিনিট স্কিপিং করলে ঘাম ঝরবে। সেই সঙ্গে শরীরের হবে চমৎকার কার্ডিও ওয়ার্কআউট। মন হবে চাঙা। দড়িলাফে মেলে চটজলদি শক্তি আর স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। ব্যায়াম বিশেষজ্ঞরা এটাকে বলেন সম্পূর্ণ শরীরচর্চা। এতে হাত, পা ও পেটের সব পেশির ব্যায়াম হয়। বাড়ায় পেশির বল, শক্তি আর সহ্যক্ষমতা।

দড়িলাফের সঠিক কৌশল বলেছেন ব্যায়াম বিশেষজ্ঞ টিম হ্যাফট। তাঁর পরামর্শ হলো

খুব উঁচুতে লাফ দেবেন না।

দড়ি ঘোরানোর জন্য কবজি ব্যবহার করুন, বাহু নয়।

তড়িঘড়ি নয়, ধীরেসুস্থে স্কিপিং করুন।

দড়ি যখন ফিরে আসবে, তখন পায়ের কাছে হাত টান টান করবেন না, কনুই বাঁকা করবেন না।

দুটো হাত সমানভাবে নিয়ে লাফান। কেবল একটি হাতে চাপ নেবেন না।

দড়ি ঘোরানোর সময় হাত যেন থাকে হিপের সামনে।

দড়ি যেন খুব লম্বা বা ছোট না হয়, বগল থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত লম্বা হবে।

ধীরে শুরু করুন, এরপর গতি বাড়ান।

এভাবে দড়িলাফ দিলে মিলবে সুফল।

শরীরেও বাড়তি চাপ পড়বে না এক দিনে। নিয়মিত এই ব্যায়াম চালিয়ে যান। শরীর থাকবে চনমনে।

পান থেকে চুন খসেছিল, তারপর...

অনেক ঘটনা থাকে যেগুলো আমরা হরহামেশাই এড়িয়ে যাই। চোখে দেখেও দেখি না। দেখলেও সেভাবে গুরুত্ব দিই না। আমাদের ভাবটা এমন থাকে যে এই আর এমনকি? এই বিষয়গুলো যখন সিনেমায় মূল উপজীব্য হয়ে ওঠে, তখন আমাদের চোখ যেন কপালে ওঠে। সে রকম বিষয়কে কেন্দ্র করেই এই তিনটি ছবির গল্প শুরু হয়েছে।

শুরুটা যেন পান থেকে চুন খসেছিল মাত্র। সেই গল্পগুলোই পুরো দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। চলচ্চিত্র উৎসবের জুরি সদস্যরাও গল্পগুলোতে নতুনত্ব থাকায় প্রশংসা করেন।

রাস্তায় একটি ভবনে কাজ করছিলেন ইয়াসের আবদুল্লাহ। এমন সময় হঠাৎ তাঁর মাথায় ওপর দোতলার পাইপ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে। তিনি ওপরে গিয়ে সেই বাসার মালিক টনি হান্নাকে বিষয়টি জানিয়ে পানির পাইপ নতুন করে মেরামত করতে বলেন। তাঁর কথা শুনে হান্না কোনো গা করে না। ইয়াসের আবদুল্লাহ নিচে এসে এমনভাবে পাইপটি অন্য একটি পাইপের সঙ্গে লাগান, যেন পানি রাস্তার কারও গায়ে না পড়ে। হান্না রাগে এই পাইপ মেরামতকাজ তাঁদের সামনেই হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে দেন। এই সামান্য বিষয় নিয়েই লেবাননের টনি হান্না এবং ফিলিস্তিন থেকে লেবাননে এসে বসত গড়া প্রতিবেশী ইয়াসের আবদুল্লাহর মধ্যে মান—অপমান করা নিয়ে মামলা—মোকদ্দমা। এই ছবির নাম "দ্য ইনসাল্ট"। গল্পটি শেষ পর্যন্ত দেশের মানুষের মূল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। জিয়াদ দৌরিনি অসাধারণ চরিত্রায়ণের ছবিটি জিতে নেয় কানের সেরা অভিনেতার পুরস্কার। ছবিটি অস্কারেও বিদেশি ভাষার ছবি বিভাগে মনোনয়ন পায়। ড্রামা এবং থ্রিলার জনরার এই ছবি ২০১৭ সালে কান চলচ্চিত্র উৎসবে পামদর পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন পায়।জাফর পানাহিকে বলা হয় ইরানিয়ান সিনেমার বিদ্রোহী কবি। প্রতিটি ছবিতে তিনি দেশের অসামঞ্জস্য বিষয়গুলো তুলে ধরেন। ২০০৬ সালে তুলে ধরেন তেমনই একটি গল্প। দেশের মাটিতে ফুটবল খেলা হবে। ইরান ও বাহরাইনের মধ্যে খেলা। দেশে যখন বইছে স্টেডিয়ামে খেলা দেখা নিয়ে উত্তেজনা, তখন মেয়েদের মন বিষণ। কারণ, ইরানের মাটিতে নারীদের জন্য খেলা দেখা নিষিদ্ধ। তরুণীদের একটি দল এই খেলা সরাসরি দেখতে চায়। মেয়েদের সেই খেলা দেখার গল্প নিয়েই পাহানি ২৫০০ ডলারে বানিয়েছেন "অফসাইড" ছবি।

একটি ডিজিটাল ভিডিও ক্যামেরা দিয়ে ৩৯ দিন ধরে শুটিং করেন নির্মাতা। ছবিটি মুক্তির পর জাফর পানাহির অন্য ৪টি ছবির মতো অফসাইড ছবির ওপরও সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ছবিটিতে ইরানে নারীদের বৈষম্য তুলে ধরাই নির্মাতার জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। ছবিটি ইরানের বক্স অফিসের সব রেকর্ড ভেঙে দেওয়ার দিকে এগোচ্ছিল। এমন সময় ছবির ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার মাত্র দুই দিন পর ছবিটি ডিভিডিতে বের হয়। সনি পিকচারস, ইউএস ডিস্ট্রিবিউটর ইরানের সরকারকে ছবিটি মুক্তি দিতে অনুরোধ করে। বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল থেকে সেরা ছবিসহ চারটি পুরস্কার জিতে নেয়। এরপর থেকেই আলোচনায় চলে আসে ২০১৭ সালে মুক্তি পাওয়া আরেকটি ছবি "দ্য ফ্যান্টাস্টিক ওমেন"। ২০১৮ সালে অস্কারে বাজিমাত। বিদেশি ভাষার ছবির বিভাগে জিতে নেয় সেরা ছবির পুরস্কার। চিলি থেকে প্রথমবারের মতো এই সম্মান এনে দেয় ছবিটি। ছবিটি পরিচালনা করেছেন সেবাস্তিয়ান লেলিও। ছবিটির গল্প ট্রান্সজেন্ডার মেরিনাকে কেন্দ্র করে। একাকী অর্লেন্দ্রের জীবনে আসে এই ট্রান্সজেন্ডার মেরিনা। তার একমাত্র এই সঙ্গীর সঙ্গেই বেশি সময় কাটতে থাকে। হঠাৎ একদিন রাতে বাসার সিঁড়িতে পড়ে মাথায় আঘাত পায় অর্লেন্দ্র। মেরিনা হাসপাতালে নিয়ে বুঝতে পারে সে মারা গেছে। একাকী ভয়ে নিরীহ মেরিনা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। পুরো গল্পে মেরিনাকে চিলির কঠিন বাস্তবতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। ছবিটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অনেক কিছুকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

বলিউড নায়িকাদের সুপ্ত প্রতিভা

পর্দায় তাঁদের অনেক কিছুই করতে হয়ধুন্ধুমার মারপিট থেকে শুরু করে শূন্যে উড়োজাহাজ চালানো। বাস্তবে অবশ্য অভিনয়ই তাঁদের ধ্যানজ্ঞান এবং এতেই তাঁরা দক্ষ। করোনাকালে দুনিয়ার অনেক অদেখার দেখা মিলছে, একইভাবে মিলছে বলিউড নায়িকাদের সুপ্ত প্রতিভার খোঁজও। বিস্তারিত লিখেছেন দেবারতি ভট্টাচার্য্য

করোনাকালে ভূমি পেড়নেকর নিজের এক গোপন ইচ্ছা পূরণ করলেন। দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল বাগান গড়বেন। তাই লকডাউনের অখণ্ড অবসরে নিজের বাড়ির একফালি জায়গায় রীতিমতো চাষাবাদ শুরু করেছেন তিনি। তা-ও আবার সনাতন পদ্ধতিতে নয়, নিজের নামের বিপরীতে গিয়ে করেছেন চাষাবাদ। মানে ভূমি বা মাটি ব্যবহার না করে পানিতে গাছের চারা রোপণ করেছেন এই অভিনেত্রী। চাষাবাদের এই পদ্ধতিকে বলা হয় 'হাইড্রোপোনিক'। মাটি ব্যবহার না করে পানির মিশ্রণে পুষ্টি উপাদান মিশিয়ে তারপর গাছ ফলানো চাট্টিখানি কথা নয়। এর জন্য বেশ পড়াশোনাও করতে হয়েছে ভূমিকে। করতে হয়েছে ভীষণ পরিশ্রম। পরিশ্রমের ফল তিনি পেয়েছেন, ঘরে তুলেছেন নিজের হাতে ফলানো শাকসবজি। এ কাজে ভূমিকে সাহায্য করেছেন তাঁর মা সুমিত্রা।

শুটিংয়ের ব্যস্ততা নেই। সম্পূর্ণ গৃহবন্দী জাহ্নবী কাপুর। লকডাউনের এই সময়টাকে ইতিবাচকভাবে কাজে লাগাচ্ছেন শ্রীদেবী-কন্যা। হাতড়ে বেড়াচ্ছেন মায়ের টুকরো টুকরো স্মৃতি। মায়ের সুগন্ধি, মায়ের চুড়ি, মায়ের শাড়িএসবের মধ্যে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কারে আনন্দ খুঁজে পাচ্ছেন তিনি। আর নিজের মধ্যে লুকিয়ে থাকা এক শিল্পীসত্তাটিকে আলোর মুখ দেখিয়েছেন জাহ্নবী। ক্যানভাসে নানান রঙের আঁচড়ে একের পর এক ছবি এঁকে চলেছেন এই অভিনেত্রী।

ক্যাটরিনার সৌন্দর্যে মুগ্ধ ৯ থেকে ৯০। এবার হয়তো তাঁর গিটারের ঝংকারেও আবিষ্ট হবেন সবাই। করোনার লকডাউনে ক্যাটরিনা গিটার শিখছেন মন দিয়ে। তবে এখনো তাঁর এই প্রতিভা উন্মুক্ত হয়নি। ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা এক ভিডিওতে এই বলিউড নায়িকাকে গিটার হাতে দেখা গেছে। তিনি জানিয়েছেন, শিগগিরই তাঁর গিটারের টুংটাং শোনা যাবে। বলিউডের সংগীত পরিচালক অঙ্কুর তিওয়ারিকে নিজের পোস্টে ট্যাগ করেছেন ক্যাটরিনা। ধারণা করা হচ্ছে, সৃজনশীল এই চর্চায় হয়তো অঙ্কুরই ক্যাটের গুরু।

সু—অভিনেত্রী হিসেবে আলিয়া নিজেকে অনেক আগেই প্রমাণ করেছেন। এমনকি তিনি অল্পবিস্তর গাইতেও পারেন। এবার আলিয়া হাতে তুলে নিলেন কলম। এবারের ধরিত্রী দিবসে (২২ এপ্রিল) এই বলিউড নায়িকা উপহার দিলেন এক সুন্দর কবিতা। আলিয়া তাঁর স্বরচিত কবিতাটি ইনস্টাগ্রামে পাঠ করে শোনান। 'টুডে অ্যান্ড এভরিডে' নামের এই কবিতায় তিনি প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের প্রতিটি স্তরকে খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। জানা গেছে, ঘরবন্দী থাকার এ সময়টাতে আলিয়া তাঁর লেখকসত্তাকে ঝালিয়ে নিচ্ছেন।

আলিয়ার অনেক আগে কলম ধরেছিলেন কৃতি শ্যানন। বলা যায়, কৃতির লেখনী অনুপ্রাণিত করেছে আলিয়া ভাট, সারা আলী খানসহ বিটাউনের একাধিক অভিনেত্রীকে। তাঁদের সবারই লেখকসত্তার পরিচয় মিলেছে এই সময়ে। তবে কৈশোর থেকেই লেখালেখি শুরু করেছিলেন কৃতি। তাঁর কবিতা অনুরাগীদের হৃদয়ও জয় করেছে। ফলে লকডাউনে সেই কবিসত্তাটি আবার নতুন করে ঝালিয়ে নিলেন কৃতি।

হেঁশেলের ছায়াও মাড়াতেন না বিদ্যা বালান। এমনকি পানি গরম করা ছাড়া কিছুই করতে পারতেন না তিনি। ঘরবন্দিদশায় অবশেষে রাঁধুনি হিসেবে অভিষেক হলো বলিউডের এই দাপুটে অভিনেত্রীর। শুরুতেই বাজিমাত করলেন বিদ্যা। সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন মোদক (একধরনের মিষ্টি) বানিয়ে। ইনস্টাগ্রামে এক ভিডিওতে দেখা গেছে, রীতিমতো পটু রাঁধুনির মতো মোদক বানাচ্ছেন তিনি। শুধু মোদক নয়, বলিউডের এই জনপ্রিয় নায়িকা লকডাউনে জিবে জল আনা আরও বাহারি পদও রান্না করেছেন।

সুখবর জানালেন "জোকার"

৪৫ বছর বয়সী হলিউড তারকা হোয়াকিন ফিনিক্স ও ৩৫ বছর বয়সী রুনি মারা দম্পতি তাঁদের প্রথম সন্তান জন্ম দিতে চলেছেন।

করোনা মহামারির কারণে তাঁরা বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে তাঁদের বাড়িতে কোয়ারেন্টিনে রয়েছেন।

করোনার আগে থেকেই মার্কিন এই অভিনেত্রীকে ঢিলেঢালা পোশাকে দেখা গেছে। এবার এই দম্পতির ঘনিষ্ঠ এক সূত্র পেজ সিক্সকে নিশ্চিত করেছে, বাবা হতে চলেছেন জোকার হোয়াকিন, মা রুনি। ওই সূত্র জানায়, করোনা মহামারির ভেতর এই দম্পতি তাঁদের সন্তানের খবর গোপন রাখতে চেয়েছেন।

ধারণা করা হচ্ছে, রুনি মারা ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম থেকে হোয়াকিন ফিনিক্সের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও অস্কারজয়ী এই অভিনেতার কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। ২০১৬ সাল থেকে হোয়াকিন ও রুনির প্রেম। হোয়াকিন আর রুনি একসঙ্গে ২০১৩ সালে প্রথম হার সিনেমায় পর্দা ভাগ করেন। মেরি মার্গারেট সিনেমার শুটিংয়ের সেটে প্রেম হয় এই দম্পতির।

২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে হলিউড হিলসে একসঙ্গে এক ছাদের নিচে থাকা শুরু করেন। ২০১৯ সালের জুলাইয়ে জানা যায়, তাঁরা বাগদান সম্পন্ন করেছেন।

আর এবার প্রথম সন্তানকে পৃথিবীর মুখ দেখাতে যাচ্ছেন এই দম্পতি।

প্রথমবার হোয়াকিন মিডিয়াকে তাঁদের প্রেমের কথা জানাতে গিয়ে বলেছিলেন, "সে-ই আমার জীবনে প্রথম নারী, যার সঙ্গে আমি মেইল চালাচালি করে প্রেম করেছি। অন্তর্জালের দুনিয়ায় আমি রুনি ছাড়া আর কোনো নারীর সঙ্গে কোনো দিন বার্তা আদান—প্রদান করিনি। ও প্রথম, ও-ই শেষ।"

শুক্রবার আন্দোলনরত ১০৩২৩ এর আরও একটি দিন। ছবি- নিজস্ব।

প্রকাশ্যেই বিস্ফোরক মন্তব্য কাঁথির তৃণমূল সাংসদ ও জেলার দলীয় সভাপতি শিশির অধিকারীর

কলকাতা, ১ জানুয়ারি (হি. স.) : তৃণমূলের জন্মদিনে মুখ খুলেই দলকে দিলেন আগামী দিনের জন্য কঠিন বার্তা, আগামী দিনে মেদিনীপুরের মানুষ ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে বুঝে নেবে।

গুঞ্জন ছড়িয়েছে, কাঁথির সাংসদ ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দলীয় সভাপতি শিশির অধিকারীকেহয়ত দলীয় পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হতে পারে। পরিবর্তে দলের সভাপতি করা হতে পারে রামনগরের তৃণমূল বিধায়ক ও অধিকারী পরিবারের কার্যত চিরশত্রু অখিল গিরিকে। এদিন এই সব কিছু নিয়েই সংবাদমাধ্যমের কাছে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন শিশিরবাবু।

"মমতা এখনও আমার নেত্রী। আমি তাঁর বিরুদ্ধে কোথাও একটিও কথা বলিনি।" এই মন্তব্য করেও শিশিরবাবু ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তৃণমূলনেত্রীর বিরুদ্ধে। শুক্রবার বলেছেন, 'উনি আমায় শেষবার ফোন করেছিলেন যখন আমার পায়ে অপারেশন হয়েছিল। এ সব ঘটনা তো তার পরে ঘটেছে। উনি তো আমায় একটা ফোন করেননি! আমার ফোন করার দরকার নেই। ওঁর কাছে কি আমার ফোন নম্বর নেই? জেলা সভাপতি এখনও আছি কি না জানি না! কিছুই জানি না। আগেকার পার্টিতে বুড়ো লোকেরা থাকতে পারত, থাকতে দিত। এখনকার পার্টিতে ৮০ বছরের বেশি লোককে তো রাখে না। ওঁরা কি কেউ নন্দীগ্রামের রাস্তা চিনতেন? চিনতেন না! নন্দীগ্রাম মানুষের আন্দোলন। কিন্তু তাতে এই অধিকারী পরিবারেরও একটা ভূমিকা ছিল। সেটা এখন সকলে ভুলে গেলেন। এরা চাইছিল আমাকে দিয়ে ছেলের বিরুদ্ধে বলাতে। সেটা কি কখনও সম্ভব? আমি ছেলের বিরুদ্ধে যাব? ছেলে আমার পরিবারের বড় সম্পদ! আমাদের পরিবারের বিরুদ্ধে দল যা বলছে, তা ঠিক নয়।"

আক্ষেপ নিয়ে শিশিরবাবু বলেছেন, 'আমি যখন তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলাম, অবিভক্ত মেদিনীপুরে একটাও নির্বাচিত পদ ছিল না। আমি যোগ দেওয়ার পর দলে দলে সকলে যোগ দিল। আর আমি এখন হলাম মিরজাফর! আমি হলাম বেইমান! বাহ তবে মিরজাফর তো মুসলমান বলে জানতাম! যদিও ববি ভাল ছেলে। ও ভাল থাকুক। আমার পরিবারকে ববি গাল দিলে আমার কিছু যায়-আসে না। কিন্তু মনে রাখবেন ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে জবাব পাবে। জবাব দেবেন মেদিনীপুরের মানুষ।' দল যখন ২৩তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করছেন তখন 'শান্তিকুঞ্জে' বসে নিজের মনের অশান্তির কথা জানিয়ে চলেছেন তিনি। গলা দিয়ে ঝরে পড়ছে একরাশ ক্ষোভ।

এখন অহরহ তাঁর পরিবারকে 'মিরজাফর', 'বেইমান' বলা হচ্ছে দলেরই তরফে। আর এই ৮১ বছর বয়সে সেটা মুখ বুঝে মেনে নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এই মন্তব্য করে পাকাপাকি বিচ্ছেদের পথেই এদিন হাঁটার ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। ক্ষোভ নিয়েই জানিয়েছেন, 'ববি, সৌগতরা এসে কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ করে বক্তৃতা দিয়েছে। সৌগতবাবু এই শহরে দাঁড়িয়ে আমার আর আমার পরিবারের নামে যা বলেছেন, তা কেউ কোনওদিন বলেনি! এত জঘন্য ভাষায় আমার পরিবারকে আক্রমণ করা হল! আমি কিন্তু এখনও নেত্রীর সঙ্গেই আছি।

শিশিরবাবুর বক্তব্য, এখনও অধিকারী পরিবারকে দলমত নির্বিশেষে লোকে ভালবাসে। এখনও রোজ প্রায় ২,০০০ ফোন ধরি। ৫০০ লোক বাড়িতে এসে কথা বলে। তাদের সঙ্গে সুখদুঃখের কথা বলি। দিন কেটে যায়। শুভেন্দু অনেক ভাবে অপমানিত হয়ে একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সে আমাকে বলেওনি। আমার ছোট ছেলে সৌম্যেন্দু তো অধিকারী বাড়িতে নেত্রীর সবচেয়ে বড় সমর্থক ছিল। কেউ নেত্রীর নামে দুটো কথা বললে টেবিলের উপর উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করত। পারলে চড়চাপড়ও লাগিয়ে দিত। ওকে যে ভাবে সরানো হল, সেটা কি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মেনে? ও মধ্যপ্রদেশের মহাকাল মন্দিরে গিয়েছিল।

সেখানে গেলে সকলকেই কপালে গেরুয়া সিঁদুরের টিপ পরতে হয়। ওকেও পরতে হয়েছিল। সেই ছবিটা দেখে সকলে ধরে নিল, ও বিজেপি হয়ে গিয়েছে! তার পরেই ওকে সরিয়ে দেওয়া হল প্রশাসকের পদ থেকে! এটা কি ন্যায়বিচার হল? কলকাতা হাইকোর্ট তো মামলাটা নিয়েছে। দেখুন ৪ জানুয়ারি শুনানিতে কী হয়!'

প্রবীন তৃণমূল সাংসদের কথায়, "আমাদের পরিবারের অপমানের জবাব ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে দেবেন মেদিনীপুরের মানুষ। গণতন্ত্রে মানুষই আসল। মানুষই শেষ কথা বলে।

সল্টলেক কঙ্কাল কাণ্ডে ফের প্রকাশ্যে নয়া তত্ত্ব

কলকাতা, ১ জানুয়ারি (হি স): যত সময় বাড়ছে ততোই রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে সল্টলেক কঙ্কাল কাণ্ডে। ইতিমধ্যেই বৃহস্পতিবার রাতে সল্টলেক যুবক গ্রেফতার করা হয়েছে তার বোনকে। অন্যদিকে ৪০ কেজি কাঠ কেনা হয়েছিল যুবককে হত্যা করতে শুক্রবার এমনটাই খবর বিধাননগর পুলিশ সূত্রে।

বিধাননগর পুলিশ সূত্রে খবর, সল্টলেকের বাসিন্দা অর্জুন খুনে উদ্ধার হওয়া হাড়গোড়ের ফরেন্সিক রিপোর্ট বলছে জীবন্ত অবস্থায় পুড়িয়ে মারা হয় অর্জুনকে। তাঁকে হত্যা করতে ৪০ কেজি কাঠ কিনেছিলেন মা গীতা। সঙ্গে গন্ধ চাপা দিতে কিনেছিলেন ৪ কেজি কর্পূর। তদন্ত করে পুলিশ মনে করছে, ওই যুবককে গত ১৬ আগস্ট প্রথমে মাথায় ভারী জিনিস দিয়ে আঘাত করেন অভিযুক্ত গীতা। আঘাতের জেরে যুবক অজ্ঞান হয়ে পড়লে তাঁকে জীবন্ত জ্বালিয়ে দেন মা গীতা মাহেশ্বরী। অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার রাতে রাঁচি থেকে গ্রেফতার করা হয় মৃত অর্জুনের বোনকে। পুলিশ মনে করছে অর্জুন খুনের দিন সল্টলেকের বাড়িতেই ছিল তার বোন।প্রসঙ্গত, সল্টলেক এলাকার রহস্য মৃত্যু নাড়িয়ে দেয় সকলকে। বড় ছেলেকে মারতে ছোট ছেলের সাহায্য নেয় মা। মারার পর ছাদেই লুকিয়ে রাখে তার মৃতদেহ। মৃতদেহর গন্ধ আটকাতে ছাদে বিরাট কড়াইতে একই সময়ে পোড়ানো হয় কর্পূর ও ঘি। অভিযোগকারী ব্যবসায়ী অনিল কুমার মহেনসারিয়া এবং তার স্ত্রী গীতা সল্টলেক সেক্টর ২-এর এজে- ২২৬ ঠিকানায় থাকতেন। তাঁদের তিনটি সন্তান ছিল। কিন্তু পারিবারিক বিবাদের জেরে ২০১৯ সালের আগস্ট মাস থেকে অনিল রাজারহাটের একটি আবাসনে একাই থাকতেন। দুই ছেলে এবং এক মেয়েকে নিয়ে সল্টলেকের বাড়িতে থাকতেন গীতা। গত ১০ ডিসেম্বর থানায় গিয়ে অনিল অভিযোগ করে, গত ২৯ অক্টোবর তিনি জানতে পারেন, তিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে রাঁচিতে নিজের মায়ের বাড়িতে চলে গিয়েছেন গীতা। কিন্তু নভেম্বর মাসে তিনি জানতে পারেন, ছোট ছেলে বিদুর এবং মেয়ে বৈদেহী সেখানে থাকলেও বড় ছেলে অর্জুন রাঁচিতে নেই। অথচ ফোনে তাঁর স্ত্রী তাঁকে জানান যে অর্জুনও সেখানেই রয়েছে। তবে বেশ কিছুদিন ধরে চেষ্টা করেও বড় ছেলে অর্জুনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি অনিল । তাঁর কোনও খোঁজও পাননি ওই ব্যবসায়ী। এর পরেই ১০ ডিসেম্বর বিধাননগর পূর্ব থানায় অর্জুনের নামে নিখোঁজ ডায়েরি করেন অনিল। তিনি পুলিশের কাছে আশঙ্কা প্রকাশ করেন, ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের সাহায্য নিয়ে হয়তো অর্জুনকে অপহরণ করে খুন করে ফেলেছে তাঁর মা গীতা। এই অভিযোগের ভিত্তিতে সেই রাতেই সল্টলেকের এজে ২২৬ নম্বর বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ । তল্লাশিতে বাড়ির ছাদ থেকে একটি কঙ্কাল মেলে। ওই কঙ্কালটি নিখোঁজ অর্জুনের ছিল । নিখোঁজ অর্জুনের মা গীতা এবং তার আর এক ছেলে বিদুইকে তারপরেই গ্রেফতার করে পুলিশ । এরপরে তদন্তে নেমে সল্টলেকের যুবক খুনে তদন্তকারীরা মনে করে, তন্ত্র সাধনার যোগ রয়েছে। ওই যুবকের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে প্লাস্টিকের ত্রিশূল, কোথাও লাল সুতো উদ্ধার হয়। ঘরময় তন্ত্র সাধনার জিনিসপত্রও উদ্ধার হয়েছিল। বিধাননগর পুলিশ সূত্রে খবর, এই ঘটনায় তদন্ত প্রায় শেষ। এবার চার্জশিট পেশের প্রস্তুতি শুরু করবেন তাঁরা।

রাজ্যে পালাবদল হলে কি মুখ্যমন্ত্রী বসবেন মহাকরণে, প্রশ্ন নানা মহলে

কলকাতা, ১ জানুয়ারি (হি. স.) : ব্রিটিশ আমল থেকে ঐতিহ্যের যে ভবনটি ছিল তামাম বাংলার প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু, সাত বছরের ওপর সেই মহাকরণ চোখের আড়ালে।

২০১৩ সাল পর্যন্ত রাজ্য প্রশাসনের সদর দফতর ছিল মহাকরণ। বিশেষ কারণে গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে প্রশাসনের সদর দফতর স্থানান্তরিত করেন মুখ্যমন্ত্রী। দীর্ঘ সংস্কারের পর কবে নতুন রূপে এটি আত্মপ্রকাশ করবে, তা নিয়ে কারও কাছে জবাব নেই। তবে, আগামী নির্বাচনে রাজনৈতিক পালাবদল হলে মুখ্যমন্ত্রীর অফিস মহাকরণে ফিরে আসবে কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে নানা মহলে।

বহু ইতিহাসের সাক্ষী, মহাকরণের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখে, ব্লক ওয়ান, ব্লক টু এবং মেন ব্লকের একাংশ সংস্কার করা হয়েছে। ব্লক ওয়ানে যে সমস্ত ঘরগুলো আছে, ঐতিহ্যকে মাথায় রেখে সমস্ত কাঠামো একই রাখা হয়েছে। সেখানে দরজা ও ঘর আরও বেশি লম্বা করা হয়েছে, বিদ্যুৎ সংযোগ বদল করা হয়েছে।

এই লালবাড়ি থেকেই ব্রিটিশরা একসময় শাসন করেছে, বাংলার কত মুখ্যমন্ত্রীর পদচিহ্ন এখানে পড়েছে, সেই ঘরগুলো এখন তৈরি। ২০১৩ সালের ৭ অগাস্ট রাজ্য প্রশাসনের সদর দফতর মহাকরণ থেকে নবান্নে স্থানান্তরিত করার কথা ঘোষণা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহাকরণ সংস্কারের ঘোষণার পর রাজ্য সরকার প্রথমেই বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে। হেরিটেজ কমিশন এবং বিদেশের বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ চাওয়া হয়। ঐতিহ্য অটুট রেখে সংস্কার কী ভাবে হবে - সে ব্যাপারে যাদবপুরের বিশেষজ্ঞদেরও সাহায্য নেওয়া হয়। তৈরি হয় উচ্চপর্যায়ের কমিটি। এর পর ৭ বছর ধরে চলেছে সংস্কারের কাজ। প্রশাসন সূত্রের খবর, কাঠামো সংস্কার হলেও, এখনও অনেক কাজ বাকি।

বিবাদী বাগের এই লালবাড়ি কয়েক যুগের ইতিহাসের সাক্ষী। ১৭৭৬ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্লার্ক বা রাইটারদের থাকার জন্য লালদিঘি পাড়ে তৈরি হয় এই ভবন। নাম দেওয়া হয় রাইটার্স বিল্ডিং। নির্মাণকাজ চলেছিল ১৭৭৭ থেকে ১৭৮০ সাল পর্যন্ত। পরে ধাপে ধাপে ১৮২১, ১৮৮৯ এবং ১৯০৬ সালে এর সম্প্রসারণ করা হয়।

হরিশ চ্যাটার্জি রোড রাজ্য চালাবে আর আমরা কর্মচারী? কাঁথিতে মুখ্যমন্ত্রীকে তোপ শুভেন্দুর

কলকাতা, ১ জানুয়ারি (হি. স.) : খোদ তৃণমূলনেত্রীর বিরুদ্ধে তোপ শুভেন্দু অধিকারী। কাঁথির জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি প্রশ্ন করেন, "হরিশ চ্যাটার্জি রোড রাজ্য চালাবে আর আমরা কর্মচারী?"

শুভেন্দুবাবু বলেন,'অধিকারী পরিবারকে ছোট করতে নীচুস্তরের লোকজনকে গুরুত্ব দিচ্ছে তৃণমূল। তাঁর হুঁশিয়ারি, 'নীচুস্তরের লোকজনকে গুরুত্ব দিয়ে জিততে পারবেন না তৃণমূল নেত্রী। ধর্মযুদ্ধে নেমেছি, এই যুদ্ধে জিততে হবে। নরেন্দ্র মোদীর আদর্শে সোনার বাংলা তৈরি হবে।'রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পেরও সমালোচনা করেন তিনি। বলেন, 'স্বাস্থ্যসাথীতে কিছু হবে না। ডায়মন্ড হারবারে জোড়া বিশ্ববিদ্যালয়, কাঁথির জন্য কিছু নেই। জেলার মানুষ এই সরকারের আমলে কিছুই পায় না।'

কাঁথির সভায় শুভেন্দুবাবু বলেন, "রাজ্য সরকার ভোট করাতে ভয় পায়। তাই পুরসভায় ভোট করতে দিচ্ছে না রাজ্য সরকার। লোকসভা ভোটে ১০০-র বেশি আসনে এগিয়ে বিজেপি। পিছিয়ে থাকা আসনগুলিতে এবার এগিয়ে যাব। ৩০ জানুয়ারির মধ্যে পরিস্থিতি পাল্টে দেব।"

শুভেন্দুবাবুর দাবি, 'তৃণমূল কাঁথিতে যে সভা করেছিল সেটা কোনও সভা ছিল না। প্রণব মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, শুভেন্দু বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। 'তৃণমূলের এক সাংসদ আমায় বিশ্বাসঘাতক বলছেন। মেদিনীপুরের মানুষ ভোটের বাক্সে বদলা নেবেন না?'

বিশিষ্ট রাজনীতিকরা টুইটে জানালেন নতুন বছরের শুভেচ্ছা

কলকাতা, ১ জানুয়ারি (হি. স.) : লক্ষ্য জনসংযোগ। নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাতে তাই টুইটকে হাতিয়ার করেছেন নেতানেত্রীদের অনেকে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়র টুইটে ইংরেজিতে 'হোপ' কথাটির মধ্যে লেখা ২০২১। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শুভেচ্ছাবার্তা রিটুইট করেছেন বাবুল। তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের টুইটে করোনার কার্টুন। বিজেপি-র সর্বভারতীয় সহ সভাপতি মুকুল রায় এবং সিপিএম-এর পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তীর বার্তায় রয়েছে নিজের ছবি, ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায় সকালেই ইংরেজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। পরে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি-সহ টুইটে বাংলায় লিখেছেন, "জয় শ্রীরাম শুভ কল্পতরু উৎসবের শুভেচ্ছা জানাই আমার সকল হিন্দুত্ববাদী বন্ধুদের।" সিপিএম-এর রাজ্য সম্পাদক সূর্কান্ত মিশ্র লিখেছেন, "সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাই।" রঙে আঁকা প্রেক্ষাপটের ছবি পাহাড়ের ফাঁকে সূর্য উঠছে। নিচে বাংলায় লেখা ২০২১। আর, "মুক্তির আঘাতে চলো মুক্ত করি চেতনার জট।'

কাঁথির সভাতেই পদ্ম-পতাকা সৌমেন্দু অধিকারীর হাতে, সঙ্গে ১৪ কাউন্সিলর

কাঁথি, ১ জানুয়ারি (হি. স.) : দাদা শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে বিজেপিতে এলেন সৌমেন্দু অধিকারী। সঙ্গে দল বদল করলেন কাঁথি পুরসভার ১৪ কাউন্সিলর।

কাঁথিতে দাদা শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে বিজেপিতে যোগ দিলেন ভাই সৌমেন্দু অধিকারী। কাঁথি পুরসভার মোট ওয়ার্ড রয়েছে ২১টি। সৌমেন্দুবাবুকে নিয়ে তৃণমূলের ১৫ বিদায়ী কাউন্সিলর বিজেপিতে যোগদান করলেন। শুক্রবার সকালে সোনাচূড়ার সভা থেকে তৃণমূলকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন শুভেন্দু। সোনাচূড়ার সভা থেকেই এদিন শুভেন্দুবাবু ঘোষণা করেন, কাঁথির সভায় বিজেপিতে যোগ দেবেন সৌমেন্দু। কাঁথি থেকে তৃণমূলকে ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করে দেব।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আদিবাসী গ্রাম বল্লভপুর ডাঙা গ্রামে জেলা শাসক

শান্তিনিকেতন, ১ জানুয়ারি(হি.স.): মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সরেজমিনে বল্লভপুর ডাঙা গ্রামের মানুষের সাথে কথা বললেন জেলা শাসক বিজয় ভারতী। উপস্থিত ছিলেন বোলপুর শ্রী নিকেতন ব্লকের বিডিও শেখর সাঁই, মহকুমা শাসক মানস হালদার।গত বুধবার নবান্নের উদ্যেশে যাওয়ার পথে শান্তিনিকেতনের রূপপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সোনাঝুরির বল্লভপুরডাঙ্গা আদিবাসী পাড়ায় আদিবাসীদের সাথে দেখা করেন আধিকারিকরা। বৃহস্পতিবার সেই একই উদ্দেশ্যে গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলেন জেলা শাসক।জেলা শাসক বিজয় ভারতী সাংবাদিকদের বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আধিকারিকরা বৃহস্পতিবার গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলেছেন। শুক্রবার আমি তাঁদের সমস্যার কথা শুনলাম। মুখ্যমন্ত্রী যা যা বলেছেন, তা দ্রুততার সাথে সমাধান করা হবে। খুব সত্বর নূন্যতম জরুরি চাহিদা পূরণ করা হবে।গ্রামের আদিবাসীরা জানান, তাঁদের বিভিন্ন সমস্যার কথা। এই আদিবাসীদের কারো বাড়ি নেই, কারো শৌচাগার নেই আবার কেউ বিধবা ভাতা পান নি। যেমন লক্ষ্মী মুর্মু অভিযোগ করেন, তিনি বাংলা আবাস যোজনায় বাড়ি পান নি। শুনমুণি সোরেন পান নি বিধবা ভাতা। তুলসী সোরেন পান নি বাড়ি। উল্লেখ্য, বুধবার সফরের শেষ দিনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আচমকাই পরিদর্শন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁকে কাছে পেয়ে আদিবাসী মানুষ অভিযোগ জানান। মুখ্যমন্ত্রী আদিবাসী গ্রামে দাঁড়িয়েই জেলাশাসক কে নির্দেশ দেন সামগ্রিক সরকারি সুযোগ-সুবিধার পরিষেবা দেওয়ার। তাই মূলতঃ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মত বৃহস্পতিবার সকাল থেকে আধিকারিকরা বল্লভপুর ডাঙা গ্রাম সার্ভে করতে শুরু করেন।জানা গেছে, আদিবাসী গ্রামের মোট ১৩০টি পরিবারের সমস্যা চিহ্নিত করণের কাজ সেইদিনই শেষ হয়। তাঁদের মুখ থেকে মুখ্যমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়ি, রাস্তা ঘাট, বিদ্যুৎ, শৌচাগার, জব কার্ডের মজুরি পাওনা সহ বিভিন্ন সমস্যার কথা শোনা হয়।

রাস্তা নিয়ে দিনভর নাটক শান্তিনিকেতনে

শান্তিনিকেতন, ১ জানুয়ারি (হি.স.): মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী নতুন বছরের প্রথম দিনই বিশ্বভারতীকে দেওয়া রাস্তা ফিরিয়ে নেওয়া হল জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে।অন্যদিকে দীর্ঘদিনের রাস্তা বন্ধ করে বিশ্বভারতী পাঁচিল তোলার কাজ বন্ধ করল জেলা শাসক।সব মিলিয়ে রাস্তা নিয়ে দিনভর নাটক দেখল শান্তিনিকেতন।

সোমবার বোলপুরের প্রশাসনিক বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন, বিশ্বভারতীকে পিডব্লুডি-র রাস্তার একটি অংশ দেওয়া হয়েছিল, তা আবার ফিরিয়ে নিচ্ছে রাজ্য সরকার। কারণ, ওই রাস্তায় বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ সাধারণের যাতায়াত যখন তখন বন্ধ করে দিয়েছিল। আশ্রমিক সহ স্থানীয়রা চরম অসুবিধায় পড়েছিলেন। তাঁদের আবেদন মেনে মুখ্যমন্ত্রী রাস্তাটি ফের পূর্ত দপ্তরকেই ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান নেন। আর নতুন বছরের শুরুতেই সমস্ত নিয়মকানুন মেনে সে রাস্তার দখল নিল পুলিশ তথা বীরভূম জেলা প্রশাসন।

শুক্রবার সকালেই কালীসায়র থেকে উপাসনা মন্দির পর্যন্ত রাস্তার দখল নিল বীরভূম জেলা প্রশাসন। দুপুরের দিকে জেলা প্রশাসনিক কর্তাদের উপস্থিতিতে বোর্ড লাগিয়ে রাস্তা নতুন করে উদ্বোধন করা হল।সবুজ রঙের ফিতে কেটে রাস্তা দখল নিল রাজ্য সরকার। রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে আনন্দে শামিল হলেন স্থানীয় বাসিন্দা, আশ্রমিকরা।স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বিদ্যুৎ চক্রবর্তী উপাচার্য হয়ে আসার পর উপাসনা মন্দির থেকে কালীসায়র মোড়

পর্যন্ত রাস্তাটিতে একাধিক নির্দেশিকা জারি করে বিশ্বভারতী। বর্তমানে উপাসনা মন্দিরের কাছে রাস্তার ব্যারিকেড লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই নিয়ে একাধিক আশ্রমিক এই বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হন। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মতোই এদিন রাজ্য সরকারের পূর্ত বিভাগ রাস্তাটি এদিন সরকারিভাবে অধিগ্রহণ করে। রঙিন বেলুন দিয়ে সাজিয়ে ও আশ্রমিকদের দিয়ে ফিতে কেটে রাস্তা অধিগ্রহণ করা হয়। আশ্রমিকরা জানান, যেভাবে বিশ্ব ভারতী লাগাম ছাড়া পাঁচিল তুলছে। তাতে তাঁরা চিন্তিত। রাজ্য সরকার এই রাস্তা ফিরিয়ে নেওয়ায় তাঁরা খুব খুশি। প্রবীণ আশ্রমিক তথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিবারের অন্যতম সদস্য সুপ্রিয় ঠাকুর বলেন, 'যেভাবে যত্রতত্র পাঁচিল তুলে দেওয়া হচ্ছে বিশ্বভারতী জুড়ে। তাতে সাধারণ মানুষের যাতায়াতের অসুবিধা হচ্ছে। চাইব, নিয়ম শৃঙ্খলা মেনেই রাস্তা ব্যবহার হবে।

জেলা শাসক বিজয় ভারতী বলেন,' এই রাস্তা এখন থেকে আমরা দেখভাল করব।'

অন্যদিকে শুক্রবার সকাল থেকেই বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ শান্তিনিকেতন দূরদর্শন কেন্দ্রের সামনের রাস্তাটি পাঁচিল দিয়ে ঘেরার কাজ ফের শুরু করে। এদিন দুপুরে ঘটনাটি প্রশাসনের নজরে আসার পরেই জেলা শাসক বিজয় ভারতী, পুলিশ সুপার শ্যাম সিং ঘটনা স্থলে পৌঁছান। তাঁরা ঠিকাদার কর্মীদের কাছে ওয়ার্ক ওডার দেখতে চান। যেটা তাঁরা দেখাতে পারেন নি। এরপর প্রশাসন নির্মীয়মান পাঁচিলের কাজ বন্ধ করে দেন। পাশাপাশি, নির্মীয়মান কাজের সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করে নেয়।

শান্তিনিকেতন দূরদর্শন কেন্দ্রের সামনে দিয়ে যে রাস্তা ছিল, সেই রাস্তা বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ঘেরার ফলে অসুবিধায় পড়ে স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ চিত্রা মোড়, লাল পুলের যানজট এড়িয়ে এই রাস্তায় সহজে শান্তিনিকেতন যাওয়া যায়। কিন্তু বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের পাঁচিল দেওয়ার ফলে অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে তাঁদের।শুধু তাই নয়, হঠাৎ করে কোন অগ্নি কান্ড বা আপদকালীন জরুরি পরিষেবার ক্ষেত্রে এই রাস্তার মুখে দমকল গাড়ি বা এ্যাম্বুলেন্স ঢুকতে পাবে না।

জেলা শাসক বিজয় ভারতী বলেন, আমি এসেছি জনগণের অসুবিধার কারণে। ৫০ বছর ধরে একটা রাস্তা আছে। সেটা হঠাৎ কেন বন্ধ করার দরকার হলো? তার পিছনে কি যুক্তি আছে। আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে।'

জেলা পুলিশ সুপার শ্যাম সিং বলেন,' কোন ওয়ার্ক ওডার দেখাতে পারে নি কর্মীরা। তাদের কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে। নাহলে, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নির্মীয়মান কাজের সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।'

বছরের প্রথম দিনেই শান্তিনিকেতনে দুদিকের দুই রাস্তা নিয়ে সরগরম শান্তিনিকেতন।

কৃষকদের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানালেন রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি (হি.স.) : নববর্ষের শুভেচ্ছাতে দিল্লিতে কৃষক আন্দোলনের কথা মনে করিয়ে দিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। কৃষক আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়েই তিনি টুইট করে লেখেন, "আমার সমর্থন কৃষক ও শ্রমিকদের সঙ্গে রয়েছে, যারা সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে অন্যায়কারী শক্তির সঙ্গে লড়ছে।"

এক মাস আগে কৃষক আন্দোলন শুরু হওয়ার সময় থেকেই আন্দোলনকারীদের সমর্থন জানিয়েছে কংগ্রেস। নববর্ষের শুভেচ্ছাতে উঠে এল কৃষকদের কথা টুইটে রাহুল গান্ধী লেখেন, "নতুন বছরের শুরুতে আমরা যাদের হারিয়েছি,

ছয়ের পাতায়

বিশ্বভারতীর উপাচার্যের দাবি নস্যাৎ করলেন অমর্ত্য সেন

শান্তিনিকেতন, ১ জানুয়ারি (হি.স.) : ইতিমধ্যেই অমর্ত্য সেনের বিশ্বভারতীর উপাচার্যকে ফোন করা নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে উঠেছে।এ মাঝেই ইমেল মারফত অমর্ত্য সেন জানিয়েছেন উপাচার্যের বক্তব্য অসত্য। বিশ্বভারতীর বিজ্ঞপ্তি সম্পূর্ন অসত্য।

বেশ কয়েকদিন ধরেই অমর্ত্য সেনের বিশ্বভারতীর উপাচার্যকে ফোন করা নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে উঠেছে। বিতর্ক শুরু হতেই অমর্ত্য সেন মেল মারফত স্পষ্ট জানিয়েছিলেন তাঁর সাথে উপাচার্যের সাম্প্রতিককালে কোনও কথোপকথন হয় নি। সেই মেলের কথা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ হওয়ার পরেই দেশ জুড়ে সমালোচনা শুরু হয়। পালটা বিশ্বভারতী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে বিশ্বভারতী জানিয়েছিল, ২০১৯ সালের জুন মাসের ২ কিংবা ১৪ তারিখ অমর্ত্য সেন, জনৈক অরবিন্দ নামে একজনের ফোন থেকে উপাচার্যকে ফোন করেছিলেন।। বিশ্বভারতীর এই বিজ্ঞপ্তি জারির পর গত ২৮ ডিসেম্বর বিষয়টি জানিয়ে ভিবিউফা সভাপতি সুদীপ্ত ভট্টাচার্য মেল করেন অমর্ত্য বাবু কে।

সেই মেলের উত্তরে অমর্ত্য সেন ফের স্পষ্ট লিখেছেন, 'তুমি নির্দিষ্টভাবে জানতে চেয়েছো ২০১৯ সালের জুন মাসের ২ এবং ১৪ তারিখে আমি কোথায় ছিলাম। জুনের ২ তারিখে আমি একটি বৈঠকে যোগ দিয়েছিলাম ফ্রান্সের প্যারিসে। ২০১৯ সালের ১৪ জুন ছিলাম আমেরিকা আমার নিজের বাড়িতে (কেমব্রিজ, ম্যাসাচুসেটস)।' মেলে সেন আরও উল্লেখ করেছেন, ""আমি ২০১৯'র জুনে ভারতে ছিলামই না। আমি সচরাচর জুন মাসে ভারতে আসিও না। আমি জুলাই মাসে মূলত: আসি। এবং আমি যতদূর মনে করতে পারছি, বিশ্বভারতীর বর্তমান উপাচার্যের সাথে একবারই সম্ভবত কথা হয়েছিল। তাও কয়েক বছর আগে। প্রণব বর্ধনের এক বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে। আমি উপাচার্যকে ভারতরত্ন পরিচয় দিয়ে ফোন করেছি যে দাবি উঁনি করছেন তা সম্পূর্ন অসত্য। এবং এই অসত্য প্রচার আটকানোর জন্য আমার সাথে যোগাযোগের উদ্যোগকে ধন্যবাদ জানাই।'

অমর্ত্য সেনের সর্বশেষ মেলটি পাওয়ার পর ভিবিউফার এক নেতৃত্ব জানিয়েছেন, "উপাচার্য মিথ্যাবাদী। নূন্যতম লজ্জাটুকু নেই।'

নতুন বছরে এবার উত্তরবঙ্গ সফরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১ জানুয়ারি (হি স): নজরে একুশের নির্বাচন। ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক দলগুলি শুরু করে দিয়েছেন নির্বাচনের জোর প্রস্তুতি। এরই মাঝে নির্বাচনকে সামনে রেখে এবার উত্তরবঙ্গ যাচ্ছেন তৃণমূল কংগ্রেস যুব সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪ জানুয়ারি সফরে উদ্দেশ্যে রওনা দিবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এমনটাই খবর সূত্রের।

বর্তমানে পাখির চোখ একুশের নির্বাচনে। নির্বাচনকে সামনে রেখে শুরু হয়ে গিয়েছে প্রস্তুতি। আর তাই এবার উত্তরবঙ্গ সফরে যাচ্ছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিছুদিন আগেই উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর পরে এবার সফরে যাচ্ছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকসভা ভোটে উত্তরবঙ্গে ভাল ফল করেছে বিজেপি। সে ক্ষেত্রে ধরে নেওয়াই যায় বিধানসভা ভোটে উত্তরবঙ্গের ভোটার নিয়ে অনেকটাই জমি শক্ত করে ফেলেছে পদ্ম শিবির। কিন্তু লোকসভা ভোটে কোচবিহার, দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার উত্তরবঙ্গের ৫৪টি বিধানসভা আসনেই খারাপ ফল করেছে ঘাসফুল। আর তাই বিধানসভা ভোটের আগে কোনও সুযোগ ছাড়তে চাইছে না রাজ্যের শাসক দল।নির্বাচনকে সামনে রেখে এবার উত্তরবঙ্গ সফরের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

সূত্রের খবর,৪ জানুয়ারি থেকে ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত চারদিনের উত্তরবঙ্গ সফরে একাধিক কর্মিসভা করবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই চারদিনে একাধিক কর্মিসভা করার কথা তৃণমূল কংগ্রেস যুব সভাপতির।

আসানসোলে বিজেপি কার্যালয় বুলডোজার চালিয়ে ভাঙা হল, অভিযোগের তিরে তৃণমূল

আসানসোল, ১ জানুয়ারি (হি. স.) : আসানসোলের বারাবনির গৌরাণ্ডি হাটতলায় বিজেপির পার্টি অফিস ভেঙে ফেলা নিয়ে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে।

২০১৯ সালের নভেম্বর মাসে বিজেপির এই দলীয় কার্যালয় ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। সেসময় মুকুল রায়, সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় গৌরাণ্ডিতে গিয়ে দলীয় কার্যালয়টি পুনরুদ্ধার করে দলীয় পতাকা উত্তোলন করে এসেছিলেন। সেই পতাকার নিচে ছিল অফিসটি। গত রাতে কেউ বা কারা বুলডোজার চালিয়ে তা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ।

ঘটনায় যথারীতি বিজেপি-র নিশানায় স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূলের পাল্টা দাবি, অফিসটি বেআইনিভাবে জমি দখল করে তৈরি হয়েছিল

ছয়ের পাতায়

সৌমিত্র-স্মরণ থেকে ফুটবল, নববর্ষে দুটি বিশেষ অনুষ্ঠান

কলকাতা, ১ জানুয়ারি (হি. স.) : সে কালের কলকাতার শীতের মরসুমের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ইংরেজি নতুন বছর বরণের উৎসব। খানাপিনা, নাচ-গান, হুল্লোড়-হইহইয়ে সেই উৎসব ছিল 'সাহেবি' শহরের সামাজিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তারা নতুন বছর উপলক্ষে এলাহি উদ্যাপনের ব্যবস্থা করতেন। নতুন বছর বরণের সেই ধারা রয়েছে এবারেও।

১৯৯৫ সালে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের ৬০তম জন্মবর্ষে থিয়েটার-জগতের পক্ষ থেকে তাঁর সংবর্ধনার আয়োজন করেছিল 'নাট্য সংহতি', বিভাস চক্রবর্তীর নেতৃত্বে। তাঁর মঞ্চজীবনের, অফুরান নাট্যস্মৃতির টুকরো ছবি অনুষ্ঠানে তুলে ধরেছিলেন প্রিয় মানুষটি। তাঁর স্মৃতি তো অপার, তাঁকে মনে রেখে এ বার নাট্য সংহতি, অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস ও বাংলা থিয়েটারের সদস্য ও কর্মীরা আয়োজন করেছেন শ্রদ্ধাজ্ঞাপন সন্ধ্যা 'সৌমিত্রদা শ্রীচরণেষু', নতুন বছরের প্রথম দিন শুক্রবার বিকেল ৫টায়, অ্যাকাডেমি মঞ্চে। থাকবে সৌমিত্র-অভিনীত নাটক ও চলচ্চিত্রের নির্বাচিত অংশ, সাক্ষাৎকার, সৌমিত্র-কণ্ঠে কবিতা পাঠের রেকর্ডিং। উপস্থিত থাকবেন নাটক-চলচ্চিত্র-শিল্পজগতের বিশিষ্টজন। কোভিড-বিধি মেনে প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত, বাইরে বিকল্প উপস্থাপনের ব্যবস্থা থাকছে।

অন্যদিকে, নতুন বছরের শুরুতে, আগামী ৩ জানুয়ারি 'সহজ' নাট্যদল আয়োজন করেছে ফুটবল প্রতিযোগিতার।

বেহালার সখেরবাজারের মহলাঘর থেকে মঞ্চে প্রথম নাট্য প্রযোজনা দু'বছর আগে হলেও শুধু মঞ্চেই সীমাবদ্ধ রাখেনি নিজেদের, ছুটে গিয়েছে নানা সামাজিক কাজেও। আমপান-বিপর্যয়ের পরে সুন্দরবনে গিয়ে ত্রাণসামগ্রী বিলি করেছেন, লকডাউন-পর্বে উপার্জনহীন নাট্যকর্মীদের পাশেও দাঁড়িয়েছেন ওঁরা। ওঁদের আয়োজন 'সহজ কমিউনিটি কাপ'। সেখানে যোগ দিচ্ছে, 'নান্দীকার', 'ফোর্থ বেল'-সহ আটটি নাট্যদল, বাংলা ব্যান্ড 'বিয়ন্ড ইনফিনিটি', শিল্পীদের নিয়ে তৈরি আরও একটি দল। দু'টি ভাগে ভাগ করে খেলাগুলি হবে মিন্টো পার্কের ভিএ স্পোর্টস এরিনায়। ফুটবলের প্রতি ভালবাসা থেকে, করোনা-আবহে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত শিল্পীদের একটু 'অন্য রকম' ভাবনার সূত্রে একসূত্রে বাঁধার পরিকল্পনা থেকেই এমন প্রতিযোগিতার আয়োজন। ম্যাচ পরিচালনা করবেন আইএফএ অনুমোদিত তিন রেফারি।

তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন উত্তরবঙ্গ জুড়ে

জলপাইগুড়ি, ১ জানুয়ারি (হি. স.) : সারা রাজ্যের সাথে উত্তরবঙ্গ জুড়েও শুক্রবার তৃণমূল কংগ্রেসের ২৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত। এদিন সকাল থেকে রাজ্যের জেলায় জেলায় দলীয় কার্যালয় গুলিতে পতাকা উত্তোলন করে প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করছে নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা। কোথাও কোথাও মিছিল ও সভার আয়োজন করেছেন রাজ্য ও জেলা স্তরের নেতৃত্বরা। জলপাইগুড়ির ময়নাগুরি ব্লকের প্রতিটি অঞ্চলে দলীয় পতাকা উত্তোলন করে দিনটিকে উদযাপন করা হয় দলের তরফে।

এদিন সকালে পদমতি-২ অঞ্চলের তৃণমূলের কার্যালয়ের সামনে দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন দলের অঞ্চল সভাপতি ফণীভূষণ সেন। সেই সঙ্গে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী, বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজি নজ্রুল ইসলামের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। তৃণমূলের কংগ্রেস নেতা সন্তোষকুমার বসাক দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন। একই সঙ্গে ইংরেজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্যদিয়ে পরস্পর কৌশল বিনিময় করা হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

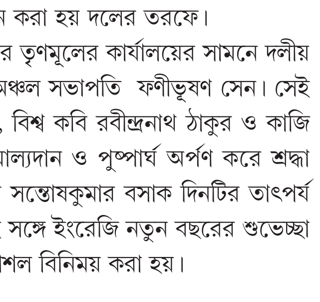

হাসপাতাল : **জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

করোনা আবহে বছরের প্রথম দিনেই বেশ ফাঁকা সায়েন্স সিটি

কলকাতা, ১ জানুয়ারি (হি. স.) : অপেক্ষার প্রহর গুনে অবশেষে শেষ একটা বছর। শুক্রবার বছরের প্রথম দিন। প্রতি বছরই নতুন বছরে প্রথম দিন শহর ঘুরতে বেরিয়ে পরে শহরবাসী। তবে, করোনা আবহে প্রতি বছরের ন্যায় চলতি বছর নেই ভিড়। করোনা আতঙ্কে বছরের প্রথম দিনেই বেশ ফাঁকা সায়েন্স সিটি।

বর্ষবরণের আনন্দে মাতোয়ারা শহরবাসী। নতুন বছরকে স্বাগত জনিয়ে ছুটির দিনে বেরিয়ে পরে দর্শনার্থীরা শহরের নানান দর্শনীয় স্থান ঘুরতে। সায়েন্স সিটি কলকাতার অন্যতম বিজ্ঞানকেন্দ্রিক বিনোদন উদ্যান। যাদের প্রতি বছরই সায়েন্স সিটিতে ভিড় জমায় বহু দর্শনার্থী। কিন্তু প্রতিবছর থেকে এই বছরের চিত্রটা একটু আলাদা। নতুন বছরের প্রথম দিনে পরিচিত ভিড় নেই সায়েন্স সিটিতে। গত বছরের তুলনায় প্রায় ৪০-৪২ শতাংশ পর্যটক কম চলতি বছর। মেনে চলা হচ্ছে করোনা বিধি। সায়েন্স সিটি কলকাতার অন্যতম বিজ্ঞানকেন্দ্রিক বিনোদন উদ্যান। বিজ্ঞান প্রযুক্ত যে কোনও জিনিসই শিশুদের আর্কষণের অন্যতম বিষয়। তাই প্রতি বছরই বছরের প্রথম দিনেই সায়েন্স সিটিতে ভিড় জমায় কচি কাচারা। কচি কাচাদের পাশাপশি তাল মিলিয়ে আনন্দ উপভোগ করতে আসে বড়োরাও। যদিও চলতি বছর সেই চিত্রের ভাঁটা পড়লেও ছুটির আমেজে গায়ে মেখে কিছু মানুষ ঘুরতে এসেছে সায়েন্স সিটিতে।

বর্ষশেষের পার্টিতে পর্ণশ্রীতে ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু যুবকের

কলকাতা, ১ জানুয়ারি (হি. স.) : বর্ষবরণের রাতে আনন্দ করতে গিয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার হলেন এক যুবক। পার্টি চলাকালীন বেহালার পর্ণশ্রীতে ছাদ থেকে পড়ে তাঁর মৃত্যু হল। নাম অপু মল্লিক, বয়স বছর পঁয়ত্রিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, অপু মল্লিক ওই এলাকারই বাসিন্দা। বন্ধুর বাড়িতে বৃহস্পতিবার রাতের পার্টিতে দোতলার ছাদে কয়েকজন বন্ধু মিলে খাওয়াদাওয়া করছিলেন তাঁরা। চলছিল মদ্যপানও। এরপর আচমকাই অপু অসুস্থ বোধ করেন, বমি করতে চান। নিজেই ছাদের ধারের পাঁচিল থেকে মুখ বাড়িয়ে বমি করেন। এরপর টাল সামলাতে না পেরে দোতলার ছাদের পাঁচিল ডিঙিয়ে পড়ে যান মাটিতে। মাথায় চোট লাগে তাঁর। হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত বাঁচানো যায়নি তাঁকে। মৃত্যু নিয়ে কোনও অভিযোগ থানায় দায়ের হয়নি এখনও। তবে দুর্ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যু হিসেবে ধরে তদন্ত শুরু করেছে পর্ণশ্রী থানার পুলিশ।

মাদারিহাটে এশিয়ান হাইওয়েতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত দুই যুবক

মাদারিহাট, ১ জানুয়ারি (হি. স.) : আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লকের রাঙ্গালিবাজনা চৌপথির কাছে ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন দুই যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সকালে। মৃতরা হলেন প্রদীপ ওরাওঁ (২৪) ও নির্মল ওরাওঁ (২০)। দু'জনই মাদারিহাটের পূর্ব খয়েরবাড়ি এলাকার বাসিন্দা।

এদিন সকালে দলগাঁও এলাকা থেকে বাইকে চেপে ফিরছিলেন ওই দুই যুবক। রাঙ্গালিবাজনা চৌপথি এলাকায় বাইকচালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের পিছনে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুজনের।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান মাদারিহাট থানার পুলিশ। মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে এদিনই ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ারে পাঠানো

রাহুল গান্ধী

পাচের পাতার পর

তাঁদের স্মরণ করি। যারা আমাদের সুরক্ষার জন্য আত্মত্যাগ করেন, তাঁদেরকেও ধন্যবাদ জানাই। কৃষক ও শ্রমিকদের সঙ্গেই রয়েছে আমার সমর্থন, যারা অন্যায় শক্তির সঙ্গে সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে লড়াই করছেন। নতুন বছরের শুভেচ্ছা সবাইকে।" গত ২৪ ডিসেম্বর রাহুল গান্ধী দলের অন্যান্য নেতৃত্বদের সঙ্গে নিয়ে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সঙ্গেও দেখা করে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপের আবেদন জানান।

তৃণমূল

পাচের পাতার পর

বলে অভিযোগ পেয়েছিলেন তাঁরা। হয়ত তাই প্রশাসনই অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলেছে। বারাবনি ব্লক অফিস অবশ্য জানিয়েছে, এরকম কোনও অভিযান প্রশাসন বা পঞ্চায়েত থেকে করা হয়নি। নেপথ্যে যারাই থাকুক, এভাবে রাতারাতি দলীয় কার্যালয় গুঁড়িয়ে যাওয়ায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বারাবনির রাজনৈতিক পরিস্থিতি।

বিজেপি

তিনের পাতার পর

জন্যই সিবিআই তাঁর বাড়িতে তল্লাশি করছে।

বাবুল সুপ্রিয়র কটাক্ষ, আলিপুর জেলের রঙই নীল-সাদা হয়েছে, যারা টিএমসি-র সঙ্গে ছিলেন, পরবর্তীতে ওখানেই যাবেন। বিনয় মিশ্র গরুপাচারের মিডলম্যান হিসাবে কাজ করতেন। এই অভিযোগ আমি অনেকদিন আগেই করেছি। অনুপ মাঝি থেকে শুরু করে বাকি পাচারকারীদের কাছ থেকে কত টাকা নেওয়া হবে এসব বিনয় মিশ্রই দেখত। সব রিপোর্ট আমি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কাছে জমা দিয়েছিলাম। তার জন্য হুমকিও এসেছিল আমার কাছে।বিনয় মিশ্রের বিষয়ে এখনও মুখ খোলেনি তৃণমূল। তবে একাধিকবার তৃণমূলের বিভিন্ন সারির নেতারা অভিযোগ করেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার সিবিআই, ইডির মতো সংস্থাগুলিকে দিয়ে তাদের নেতাদের ভয় পাওয়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছে।

ফার্মাসিস্ট

তিনের পাতার পর

ফের তা ঢুকিয়ে দেন। আবারও ২৫ ডিসেম্বর রাতে সেগুলিকে ফ্রিজ থেকে বের করেন তিনি। সকালে তা নজরে আসে ফার্মাসির এক অন্য কর্মীর। পরে দেখা যায় ফ্রিজ থেকে অতক্ষণ বাইরে বের করায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে ডোজগুলি।

এই ঘটনায় আগেই তাকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। এবার তাকে গ্রেফতার করা হয়। আপাতত জেলেই রয়েছেন ওই ফার্মাসিস্ট। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

ভারত ও পাকিস্তান

তিনের পাতার পর

ভারতের প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, এদেশে মোট ৩৪০ জন পাকিস্তানের নাগরিক বন্দি হিসাবে রয়েছে। তাঁদের মধ্যে ২৬৩জন সাধারণ মানুষ ও ৭৭ জন মৎসজীবী রয়েছেন।

উল্লেখ্য, বিদেশ দফতরের তরফে ২০০৮ সালের ২১ মে দুই দেশের মধ্যে কনস্যুলার অ্যাক্সেস চুক্তি অনুযায়ী প্রতিবছরই দুবার, অর্থাৎ ১ জানুয়ারি ও ১ জুলাই দুই দেশকেই একে অপরের দেশে বন্দি থাকা নাগরিকদের তালিকা প্রকাশ করতে হয়। ২০২১ সালের শুরুতেও সেই নিয়ম মেনেই দুই দেশের তরফ থেকে বন্দি অপর দেশের নাগরিকদের তালিকা প্রকাশ করা হল।

গৃহবধূ

● **প্রথম পাতার পর**

কেরোসিন তেল ঢেলে আত্মহত্যার পথ বেছে নিল পঁয়তাল্লিশ বছরের এক গৃহবধূর। গৃহবধূর নাম মীরা দাস। ঘটনা আজ বিকেলে বিলোনিয়া থানাধীন জীরতলী এলাকায়। এই মৃত্যুকে ঘিরে এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য ও শোকের ছায়া নেমে আসে।

মৃত গৃহবধূ মীরা দাসের পরিবার স্বামী , ভাসুর সহ ছেলের দাবি কোন ঝগড়া বিবাদ ছিল না। ক্ষেত থেকে আচমকা বাড়িতে এসে ঘরের পেছনে গিয়ে সবার অলক্ষ্যে গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। গৃহবধূর দেওর সুবল দাস বাড়িতে ঢুকে ঘরের পেছনে আগুনের ধোঁয়া দেখতেই, কে আগুন ধরিয়েছে বলে ঘরের পেছনে ছুটে যাওয়ার পর বৌদি মীরা দাসের এ অবস্থা দেখে হতবাক হয়ে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে। সাথে সাথে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে মৃত গৃহবধূর ছেলে রুপেল দাস। খবর দেওয়া স্বামী নিতাই দাস সহ বড় ভাইকে। এরপর খবর দেওয়া হয় বিলোনিয়া অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে। অগ্নিনির্বাপক দপ্তর পৌছাবার আগেই বাড়ির পরিবারের লোকেরা অগ্নি দগ্ধ অবস্থায় বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক মীরা দাসকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সামনে মৃত গৃহবধূ মীরা দাসের স্বামী নিতাই দাস জানায় , আখ ক্ষেতে কাজ করার সময় মীরা দাস নাকি বলে পেটের বেথা করছে আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে দেখাও। নিতাই দাস নাকি স্ত্রীকে বলে বাড়িতে চল। স্বামীর আগেই বাড়িতে এসে , ছেলেকে বলে আমি বাইরে যাচ্ছি বলে এ ঘটনা বলে দাবি করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

বলেন, রাজ্যে জাতীয় সড়কের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করেছে। সাব্রুমে মৈত্রী সেতু চালু হলে ত্রিপুরা হবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবেশদ্বার। এতে ত্রিপুরা হয়ে উঠবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যতম বাণিজ্য কেন্দ্র। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সীমিত ক্ষমতার মধ্যে রাজ্য সরকার রাজ্যের সামগ্রিক বিকাশে কাজ করছে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাস অদ্বৈত মল্ল বর্মণের জীবনাদর্শ নিয়ে আলোচনা করেন। প্রধান বক্তা বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. প্রহ্লাদ রায় অদ্বৈত মল্ল বর্মণের জীবন ও তার সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব সহদেব দাস। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, বিধায়ক ডা. দিলীপ কুমার দাস, ত্রিপুরা ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান বাহারুল ইসলাম মজমদার, নলছড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান জওহরলাল ঘোষ, সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক বিশ্বশ্রী বি, পুলিশ সুপার কৃষ্ণেন্দ চক্রবর্তী, তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা দ্বান্তোষ দাস, তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস প্রমুখ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ৯ জনকে অদ্বৈত মল্ল বর্মণ ম'তি পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী সহ অতিথিগণ তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে আলোচনাচক্র, স্বাস্থ্য শিবির, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বিজেপির

● **প্রথম পাতার পর**

তা নিয়ে প্রশ্ন তোলন তিনি। আর সম্প্রতি মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রে যুব সম্মেলন রাজ্য কমিটি কাছ থেকে অনুমতি দেওয়া হয়নি বলে অবৈধ বলে প্রচার করা হয়। যা কোন রাজনৈতিক দলে নেই বলে জানান তিনি। কারণ বিধায়ক নিজ এলাকায় সম্মেলন করবে এর জন্য রাজ্য কমিটি থেকে অনুমতি নিতে হয় না। আর এটা কোন জাতীয়তাবাদী পার্টির কাছে কাঙ্ক্ষিত নয়। আর এটা দিয়ে রাজ্যবাসীকে কি বার্তা দেওয়া হচ্ছে।

তবে আগামী ৩ জানুয়ারি যে বাইক মিছিল হবে তা দিয়ে জানান দেওয়া হবে মজলিশপুরের যুবকরা কমিউনিস্ট বিরোধী। আরো জানান দেওয়া হবে বর্তমানে যাকে নয়া যুব মোর্চার সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে সেটা অনৈতিক এবং মন্ডল সভাপতি পরিবর্তন করাটা সম্পূর্ণ অনৈতিক বলে জানান তিনি। কারণ জনতা শেষ কথা বলে।

শিক্ষকরা

● **প্রথম পাতার পর**

ফিরে আসলে চাকুরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবে।

সরকার ক্ষমতায় আসার পর চাকরিচ্যুত শিক্ষক-কর্মচারীদের বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে চলেছে সরকার। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের টানা আন্দোলনের ফলে তাদের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হয়েছিলেন। আলোচনাকালে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন দু"মাসের মধ্যে তাদেরকে কর্মসংস্থানের সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।গত ডিসেম্বর মাসে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রম হয়ে গেছে।কিন্তু রাজ্য সরকার চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদের পুনরায় নিযুক্তির বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। ফলে বাধ্য হয়ে তারা আন্দোলনে শামিল হয়।

শিক্ষামন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

ত্রিপুরার সাধারণ সম্পাদক দিবাকর দেবনাথ। অনুষ্ঠানে আইজিএম হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক ডা. সুদেষ্ণা দেবনাথ ব্যানার্জিকে এ বছরের ডক্টর অব দ্য ইয়ার সম্মানে ভূষিত করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হেপাটাইটিস ফাউণ্ডেশন অব ত্রিপুরার সভাপতি ডা. এন এল ভৌমিক।

যারা অনৈতিক কাজের পান্ডা, যারা চালায়, তাদের নাম সবাই জানে : দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ১ জানুয়ারি (হি. স.) : "বিনয় মিশ্র খুব প্রভাবশালী লোক, তা সবাই জানে। কেন প্রভাবশালী ও পরিচিত তাও সবাই জানে। সেই জন্যই এই তল্লাশি চলছে।"

শুক্রবার সাতসকালে এই মন্তব্য করেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। রাজ্যের শাসক দলের শীর্ষমহলের ঘনিষ্ঠ বলে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে তদন্ত প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করেন দিলীপবাবু। তিনি বলেন, "পশ্চিমবঙ্গে এই যে দুর্নীতি, হিংসা, অসামাজিক কার্যকলাপের যে এত বাড়বাড়ন্ত, তার পেছনে এরকম অনৈতিক সম্পদ-ধনের প্রভাব রয়েছে। আর এটা যারা পান্ডা, যারা চালায়, তাদের নামও সবাই জানে। মুখে মুখে ঘোরে সেসব নাম। আজ যদি সিবিআই তল্লাশি চালায়, যদি ঠিক হয় তবে সত্যি সামনে আসবে'। গরু পাচারকাণ্ডে কলকাতার ব্যবসায়ী বিনয় মিশ্রের একাধিক বাড়িতে বৃহস্পতিবার তল্লাশি হয়েছে।

নাইট কার্ফু প্রসঙ্গে বিজেপি রাজ্য সভাপতির মন্তব্য, "লকডাউনের সময়ই লোকে বিধি মানেনি, আর নাইট কার্ফু! আমার মনে হয়না সেরকম কোনও পরিস্থিতি আছে। সতর্কতার জন্য যেটুকু দরকার, করা উচিত। অনেকটা কাটিয়ে এনেছি। এখন ভয়ভক্তি কাটিয়ে অর্থনীতিকে সঠিক রাস্তায় আনতে হবে। যেখানে সংক্রমণ বাড়ছে, সেখানে সতর্ক হওয়া উচিত।"

বহুতলের ছাদে পিকনিক করতে গিয়ে গ্যাস সিলিন্ডারে আগুন, আতঙ্ক এলাকায়

শিলিগুড়ি, ১ জানুয়ারি (হি. স.) : শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের হাকিমপাড়ায় বহুতলের ছাদে পিকনিক করতে গিয়ে ঘটল বিপত্তি। গ্যাস সিলিন্ডারে আগুন লেগে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে। খবর পেয়ে দমকলের ৩টি ইঞ্জিন কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। জানা গিয়েছে,হাকিমপাড়ায় ভুটিয়া মার্কেটের কাছে একটি বহুতলের ছাদে পিকনিক করছিলেন কয়েকজন। সেই সময় গ্যাস সিলিন্ডারে কোনওভাবে আগুন ধরে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় দমকলের তিনটি ইঞ্জিন।

প্রধানমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

ব্যবহার করা হবে। ত্রিপুরা ভূমিকম্প প্রবণ অ'লে অবস্থিত থাকার কারণে এই পদ্ধতিতে আবাসন তৈরি অনেক নিরাপদ। এই ৬টি লাইট হাউজ প্রকল্পে এক বছরে ১,০০০ করে ঘর তৈরি করা হবে। এই প্রকল্পে যে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে তাতে আমাদের দেশের ই'িনিয়ার, আর্কিটেক্ট, বিল্ডিং প্ল্যানারস ও বিভিন্ন ই'িনিয়ারিং কলেজের ছাত্রছাত্রীরাও নতুন প্রযুক্তির বিষয়ে 'ান লাভ করতে পারবেন এবং তা প্রয়োগ করতে পারবেন। প্রধানমন্ত্রী দেশের বিভিন্ন কারিগরী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরদের কাছে আবেদন রাখেন যাতে ছাত্রছাত্রী ও প্রফেসরদের নিয়ে ১০-১৫ জনের গ্রপ তৈরি করে এই লাইট হাউজ প্রকল্পে ব্যবহৃত নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে অধ্যয়ন করেন এবং আগামীদিনে দেশের নির্মাণ কাজে এই প্রযুক্তি ব্যবহারে এগিয়ে আসেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের গরিব অংশের মানুষ আবাসন নির্মাণে বিশ্বের সেরা প্রযুক্তি ব্যবহারের লক্ষ্যে দেশের মধ্যেই আধুনিক আবাসন নির্মাণের প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত রিসার্চ ও স্টার্ট আপকে প্রমোট করার জন্য আশা ইণ্ডিয়া নামে একটি কর্মসূচি রূপায়ণ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, শহরের গরিব ও মধ্যবিত্তদের সবচেয়ে বড় স্বপ হলো নিজের গৃহ পাওয়া। এই গৃহের সাথেই জড়িয়ে থাকে তাদের সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা এবং সন্তানের লালন পালনের ভবিষ্যৎ। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় সকল গরিবদের আবাসন প্রদানের পাশাপাশি অন্যান্য বিষয় যেমন জল, গ্যাস, বিদ্যৎ ইত্যাদিও সুনিশ্চিত করেছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় যে সমস্ত গৃহ নির্মাণ করা হচ্ছে সেগুলির জিও ট্যাগিং করা হয়েছে। গৃহ নির্মাণের টাকাও সরাসরি সুবিধাভোগীর হাতে চলে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় গৃহ পাওয়ায় গরিবদের আত্মবিশ্বাস যেমন বেড়েছে তেমনি তাদের জন্য ভবিষ্যৎ সুরক্ষার পথও খুলে গেছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, আজ ত্রিপুরাবাসীর জন্য গর্বের দিন। নববর্ষের শুরুতেই কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে তিনটি পুরস্কার দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর প্রেরণাতেই আমরা কাজ করার শক্তি পাই। ত্রিপুরা এখন নতুন দিশায় এগিয়ে চলছে। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর প্রেরণায় শক্তি পেয়ে উত্তর-পূর্বা'লও অনেক এগিয়ে যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী পার্বত্য রাজ্যগুলিকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার ফলেই রাজ্য আজ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার (শহর) সর্বোত্তম রূপায়ণে তিনটি পুরস্কার লাভ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যে লাইট হাউজ প্রকল্পে যে আধুনিকতম আবাসন তৈরি হবে তাতে রাজ্যের গরিব অংশের মানুষ উপক'ত হবেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে কেন্দ্রীয় গৃহ ও নগর বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি বলেন, আবাসন নির্মাণ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দেশবাসীর জন্য আজ ঐতিহাসিক দিন। প্রধানমন্ত্রীর আত্মনির্ভর ভারত গড়ার স্বপকে সফল করার ক্ষেত্রে নতুন এই প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। প্রধানমন্ত্রীর স্বপ আগামী ২০২২ সালের মধ্যে দেশের প্রত্যেক নাগরিককে পাকা গৃহ প্রদান করা। এই লক্ষ্যে ২০১৫ সালের ২৫ জন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (শহর) প্রকল্প শুরু হয়। এই প্রকল্পে আজ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন রাজ্যগুলি থেকে ১ কোটি ১২ লক্ষ গৃহের দাবি এসেছে। কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই ১ কোটি ৯ লক্ষ গৃহ নির্মাণের ম'রি দিয়েছে। এরমধ্যে ৪০ লক্ষ গৃহ নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে এবং ৭০ লক্ষ গৃহ নির্মাণের কাজ চলছে।

অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন রাজ্যকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার (শহর) কাজ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য পুরস্ক'ত করা হয়। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (শহর) সফল রূপায়ণের ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব ও পাহাড়ি রাজ্যগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজ্যের পুরস্কার লাভ করেছে ত্রিপুরা। তাছাড়াও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (শহর) রূপায়ণে আগরতলা পুরনিগম শ্রেষ্ঠ পুরনিগম এবং বিলোনীয়া পুরপরিষদ শ্রেষ্ঠ পুরপরিষদ হিসেবে পুরস্কার লাভ করেছে। তাছাড়াও এই প্রকল্পে শ্রেষ্ঠ বাড়ি নির্মাণ ক্যাটাগরিতে রাজ্যের তিনজন সুবিধাভোগীকে পুরস্ক'ত করা হয়। প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীকে এই পুরস্কারগুলি প্রদান করেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল রমেশ বৈস, সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক, অর্থ দপ্তরের প্রধান সচিব জে কে সিনহা, নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে এবং অধিকর্তা ড. সন্দীপ এন মাহাত্মে।

ব্যক্তি

● **প্রথম পাতার পর**

পেয়ে বিশালগড় থেকে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আগুন আয়ত্তে আনার চেষ্টা করে।

ততক্ষনে ঘরটি পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দেয়। এদিকে অভিযুক্ত অভিসরণ সরকার ঘটনার পরপরই ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। বিশালগড় থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে অভিযুক্ত অভিসরণ সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলাকাবাসীর জোরালো দাবি জানিয়েছেন।

আত্মঘাতী যুবতী

আটের পাতার পর

হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। ময়নাতদন্তের পর মৃত দেহটি পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ফাঁসিতে যুবতীর আত্মঘাতী হওয়ার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ এ ব্যাপারে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত একটি মামলা গ্রহণ করে এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মহিলার

আটের পাতার পর

গুরুতর অবস্থায় তার স্বামী ও পরিবারের লোকজনের সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু শেষ রক্ষা করা যায়নি। জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তার মৃত্যুর সংবাদে স্বামী শ্বশুর বাড়ির লোকজন সহ আত্মীয়-পরিজন শোকগ্রস্ত হয়ে পড়েন। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে মনিমা বর্ধন নামে ওই গৃহবধূ আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। অন্তঃসত্ত্বা মহিলা অসুস্থ ছিলেন না। শারীরিক অবস্থা স্বাভাবিক ছিল।সাতসকালে ঘর থেকে প্রাকৃতিক কার্যের টান বের হতে গিয়ে পা পিছলে ঘরের ভিতরে পড়ে গিয়ে এই ভয়ঙ্কর পরিণতি ঘটেছে।এই মর্মান্তিক ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই মহেশখলা এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আরোহীর

আটের পাতার পর

নাম ললিত দত্ত (৪৫)। তিনি খোয়াই তেলিয়ামুড়া সড়ক ধরে গৌরাঙ্গটিলা থেকে নিজ বাড়ি খামার টিলা যাচ্ছিলেন। হটাৎ ই একটি বাইক এসে আমতলী এলাকায় ওই ব্যক্তির সাইকেল কে ধাক্কা দেয়। দুর্ঘটনা তে বাইক টি প্রচন্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও বাইক চালক সুব্রত দত্ত ও গুরুতর জখম হন। বাইকে তিন জন ছিলেন বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। সবাই কে নিয়ে যাওয়া হয় চেবরি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। সেখান থেকে ললিত দত্ত কে খোয়াই জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। কিন্তু তার অবস্থা গুরুতর দেখে খোয়াই হাসপাতাল ললিত দত্ত কে জিবি তে রেফার করে দেয়। সূত্র মারফত জানা গেছে জিবি যাবার পথেই তার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। ওই ব্যক্তি পেশায় দিন মজুর। কল্যাণপুর থানা জানায় ললিত দত্তের পরিবারের তরফে বাইক টির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয়েছে। কিন্তু ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে কিনা তা সরকারি ভাবে কল্যাণপুর থানা হাসপাতাল থেকে কোন কাগজ পায় নি। পালসার বাইক টির নাম্বারটট্র০১ঙ্কঙ্গ৬৩২২। বাইক চালক সুব্রত দত্ত কে দমকল কর্মী রা কল্যাণপুর হাসপাতাল এ নিয়ে যায়। অভিযুক্ত বাইক টি কে কাল রাতেই আটক করেছে কল্যাণপুর থানার পুলিশ।

টেস্টের মাঝপথে যদি কোনো ক্রিকেটার আক্রান্ত হয়?

জীবাণুমুক্ত পরিবেশে ক্রিকেট শুরুর ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) ভাবনাকে অবাস্তব মনে করছেন রাহুল দ্রাবিড়। ভারতের সাবেক এই অধিনায়কের মতে, বিশ্বের অন্য বোর্ডগুলোর জন্য এমন পরিবেশ তৈরি করা হবে অসম্ভব। এখানে ঝুঁকির জায়গাও দেখছেন তিনি।

আগামী জুলাইয়ে দেশের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইংল্যান্ড। কোয়ারেন্টিন ও প্রস্তুতির জন্য এক মাস আগে সফরে যেতে পারে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এরই মধ্য অনুশীলন শুরু করেছে ক্যারিবিয়ানরা। অনুশীলন শুরু করেছে ইংলিশরাও। জীবাণুমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে ইংলিশ ক্রিকেটারদের ৯ সপ্তাহ পরিবার থেকে দূরে থাকতে হতে পারে।

তবে এই পুরো প্রক্রিয়াটি নিয়েই অনেক সংশয় আছে দ্রাবিড়ের। ভারতের সুবিধাবঞ্চিত ক্রীড়াবিদদের নিয়ে কাজ করা এক অলাভজনক সংগঠনের আয়োজনে ভারতীয় কিংবদন্তি জানালেন, ইংল্যান্ডের এই উদ্যোগ নিয়ে নিজের ভাবনা।

" ইসিবি যে পর্যায়ের কথা বলছে, ব্যাপারগুলো তেমন রাখতে পারা কিছুটা অবাস্তব। অবশ্যই ইসিবি সিরিজ আয়োজনে মরিয়া। কারণ এই মুহূর্তে কোনো খেলা নেই এবং তারা মৌসুমের মাঝামাঝি আছে এখন। তারা যদি অমন পরিবেশ তৈরি করতেও পারে এবং সেভাবে সামাল দিতে পারে, অন্যদের জন্য (অন্যান্য বোর্ড) এটি অসম্ভব হবে। বিশেষ করে যে ধরণের সূচি করা হয় (ঠাসা) এবং একটা সফরে যে পরিমাণ ভ্রমণ করতে হয়, যত লোক এতে সম্পৃক্ত থাকে, তাতে এটা সম্ভব নয়।"

জীবাণুমুক্ত পরিবেশে থেকেও কোনো ক্রিকেটার আক্রান্ত হলে যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা দাঁড়াবে, সেটি নিয়ে শঙ্কার কথাও তুলে ধরলেন দ্রাবিড়।" আমরা সবাই আশা করছি, সময়ের সঙ্গে পরিস্থিতি বদলাবে এবং ভালো ওষুধ এলে অবস্থার উন্নতি হবে। কিন্তু জীবাণুমুক্ত পরিবেশে খেলার ক্ষেত্রেও, সব পরীক্ষা করা হলো, কোয়ারেন্টিন মানা হলো, তার পর টেস্টের দ্বিতীয় দিনে কোনো ক্রিকেটার যদি পজিটিভ হয়, তখন কি হবে?"" বর্তমানে যে নিয়ম আছে, তাতে জনস্বাস্থ্য বিভাগের লোকজন তখন এসে সবাইকে কোয়ারেন্টিনে পাঠাবে। টেস্ট ম্যাচ বা সিরিজের সেখানেই সমাপ্তি। সবাইকে ওখানে আনতে এবং ওই পরিবেশ তৈরি করতে যে ব্যয় হলো, সব জলে যাবে। কাজেই, স্বাস্থ্য বিভাগ ও সরকারের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মিলে এমন একটা উপায় খুঁজতে হবে, যেখানে একজন খেলোয়াড় যদি পরীক্ষায় পজিটিভ হয়, তাতেও যেন টুর্নামেন্ট বাতিল না হয়।"

মাস্ক পরে বোলিং

বলে লালা ব্যবহার না করতে সুপারিশ করেছে আইসিসি ক্রিকেট কমিটি। ক্রিকেট মাঠে ফেরাতে আইসিসির নির্দেশনায়ও এটি উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এতদিনের অভ্যাস কি হুট করে বাদ দেওয়া যায়?

মনের অজান্তে কেউ যদি লালা ব্যবহার করে ফেলে! মিসবাহ-উল-হক তাই বলছেন, বোলারদের মাস্ক পরে বোলিংয়ের নিয়ম করা যেতে পারে।

করোনাভাইরাসের প্রকোপ শুরু হওয়ার পর থেকে ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি আলোচনা বলে লালা ব্যবহার করা নিয়েই। বলের এক পাশ উজ্জ্বল করতে এবং এক পাশ ভারি করে সুইং আদায় করতে লালা ব্যবহারের বিকল্প নেই। এটি বন্ধ করার পক্ষে-বিপক্ষে অনেক মতামত এসেছে।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত বলে লালা ব্যবহার বন্ধ করতে বলেছে আইসিসি।

একটি ইউটিউব চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পাকিস্তানের প্রধান নির্বাচক ও প্রধান কোচ মিসবাহ জানালেন তার ভাবনা।

"কাজটি সহজ হবে না (লালার ব্যবহার বন্ধ রাখা)। ক্রিকেট জীবনের শুরু থেকেই ক্রিকেটারদের এটি অভ্যাস। নতুন এই নির্দেশনার কথা ক্রিকেটাররা মনে রাখলেও মনের অজান্তে সহজাতভাবেই কেউ করে ফেলতে পারে এটি।"

"এটি নিবারণ করতে হলে কিছু না কিছু করতে হবে। সেটি হতে পারে যে বোলাররা মাস্ক পরে বোলিং করল বা এমন কোনো নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা রাখা, যাতে হুট করে কেউ লালা ব্যবহার করে ফেলতে না পারে।"

সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী জুলাই-অগাস্টে ইংল্যান্ডে তিনটি করে টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি খেলার কথা পাকিস্তানের।

মিসবাহ চিন্তিত সম্ভাব্য এই সফরে তার দলের বোলারদের নিয়ে।

"ইংলিশ কন্ডিশনে আমাদের বোলারদের কাজটি কঠিন হয়ে উঠতে পারে।

কারণ আমাদের বোলাররা নিয়মিত বলে লালা ব্যবহার করে এক পাশ উজ্জ্বল রাখতে। আইনের মধ্যে থেকে অন্যান্য উপায়েও বল উজ্জ্বল করা যাবে, কিন্তু লালা ব্যবহার করলে বলের একটা পাশ ভারী হয়, যেটি পেসারদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়।"

হাঁটুর চোটে মাঠের বাইরে ফেলিক্স

বাম হাঁটুতে চোট পেয়েছেন আতলেতিকো মাদ্রিদের পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড জোয়াও ফেলিক্স।

নিজেদের ওয়েবসাইটে সোমবার এক বিবৃতিতে আতলেতিকো খবরটি জানায়। ২০ বছর বয়সী ফেলিক্সের সেরে উঠতে কত দিন লাগবে, এ ব্যাপারে কিছু জানানো হয়নি।

করোনাভাইরাসের প্রভাবে প্রায় তিন মাস পর জুনে মাঠে ফিরতে যাচ্ছে স্প্যানিশ ফুটবল মৌসুম। শুরুর কয়েকটি ম্যাচ ফেলিক্স মিস করতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

আঁতোয়ান গ্রিজমানের শূন্যস্থান পূরণ করতে গত জুলাইয়ে পর্তুগালের বেনফিকা থেকে ক্লাব রেকর্ড ১২ কোটি ৬০ লাখ ইউরো ট্রান্সফার ফিতে ফেলিক্সকে দলে ভেড়ায় আতলেতিকো। তবে মাদ্রিদের দলটিতে এখনও সেভাবে নিজেকে মেলে ধরতে পারেননি তিনি।

লা লিগায় পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার চেয়ে ১৩ পয়েন্ট পিছিয়ে ছয়ে আতলেতিকো। এখনও ১১ রাউন্ডের খেলা বাকি।

পায়ের চোটে ইব্রাহিমোভিচ

অনুশীলনে ডান পায়ের পেশিতে চোট পেয়েছেন এসি মিলানের জাতান ইব্রাহিমোভিচ। ১০ দিনের মধ্যে সুইডিশ ফরোয়ার্ডের পায়ে স্ক্যান করা হবে।

৩৮ বছর বয়সী এই তারকা সোমবার চোট পান। পরদিন এক বিবৃতিতে জানায় ইতালিয়ান ক্লাবটি।

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে নিজ দেশ সুইডেনের ক্লাব হামারবির সঙ্গে কিছুদিন অনুশীলন করেছিলেন তিনি। পরে চলতি মাসের শুরুতে ইতালিতে ফেরার পর ছিলেন কোয়ারেন্টিনে।

গত জানুয়ারিতে ছয় মাসের চুক্তিতে পুরনো ঠিকানা মিলানে ফেরেন ইব্রাহিমোভিচ। তবে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে গত ৯ মার্চ থেকে স্থগিত আছে ইতালির শীর্ষ লিগ সেরি আ। খেলা আবার কবে শুরু হতে পারে, সে ব্যাপারে বৃহস্পতিবার সিদ্ধান্ত জানাবে দেশটির সরকার।

৩৬ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার সাত নম্বরে আছে গত সপ্তাহে অনুশীলনে ফেরা এসি মিলান।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

লালার ব্যবহার বন্ধে একঘেয়ে হতে পারে ক্রিকেট

প্যাট কামিন্স যে সুরে কথা বলেছিলেন, সেই একই সুর ফুটে উঠল তার নতুন বলের জুটির কণ্ঠেও। মিচেল স্টার্ক বলছেন, বলে লালার ব্যবহার বন্ধ হলে ক্রিকেট হয়ে উঠতে পারে একঘেয়ে ও বিরক্তিকর।

করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে বলে লালার ব্যবহার বন্ধ করার সুপারিশ করেছে আইসিসি ক্রিকেট কমিটি। ক্রিকেট মাঠে ফেরাতে যে নির্দেশনাগুলো দিয়েছে আইসিসি, সেখানেও বলা হয়েছে এটি বন্ধ করার কথা।

কিন্তু বল সুইং করাতে লালার ব্যবহার ক্রিকেটে চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। লালা ব্যবহার না করলে সুইং আদায় করা খুব কঠিন হয়ে পড়বে পেসারদের জন্য। ব্যাটসম্যানদের আধিপত্য তখন হয়ে উঠতে পারে একতরফা।

আইসিসি ক্রিকেট কমিটি এই সম্ভাব্য একতরফা আধিপত্য কমাতে স্পোর্টিং উইকেট আরও বেশি বানানোর পরামর্শ দিয়েছে। কিন্তু এই পরামর্শ গত কয়েক বছর ধরেই বিশেষজ্ঞরা দিয়ে আসছেন, বিশ্বজুড়ে ক্রিকেট প্রশাসকরা সেটির বাস্তবায়ন করেছেন সামান্যই। ব্যাটিং সহায়ক উইকেটই দেখা যায় বেশি।

এটি নিয়েই কিছুদিন আগে নিজের দুর্ভাবনার কথা জানিয়েছিলেন সময়ের অন্যতম সেরা ফাস্ট বোলার প্যাট কামিন্স।

এবার সেরাদের আরেকজন, স্টার্কের কণ্ঠেও শোনা গেল শঙ্কার উচ্চারণ। একটি ভিডিও সাক্ষাৎকারে মঙ্গলবার এই বাঁহাতি ফাস্ট বোলার বলেছেন, পেসারদের পাশাপাশি স্পিনারদের নিয়েও ভাবনার অবকাশ আছে।

"গত কয়েক বছরে অস্ট্রেলিয়ায় আমরা বেশ নিষ্প্রাণ কিছু উইকেট দেখেছি। আর বল যদি সোজাসুজিই যায় (সুইং না করে), তাহলে লড়াই খুব একঘেয়ে আর বিরক্তিকর হয়ে উঠবে। কুকাবুরা (ক্রীড়া সামগ্রী প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান) সম্ভবত বল উজ্জ্বল করার জন্য মোম বা এই জাতীয় কিছু বের করার চেষ্টা করছে। সেটা বিবেচনায় আছে কিনা, জানি না।"

"তবে লড়াইটা যেন সমানতালে হয়, সেটি নিশ্চিত করায় আরও ভাবতে হবে।

সাধারণত স্পিনাররা মনে করে, যে উইকেটে বল সিম করে, সেখানে স্পিনও কিছুটা করে। তো বোলারদের খেলায় ধরে রাখতে সম্ভাব্য সবকিছু করা উচিত।"

স্টার্ক নিজে অবশ্য লালার চেয়ে বলে বেশি ব্যবহার করেন ঘাম। কিন্তু সামগ্রিক চিন্তাটাই তাকে ভাবাচ্ছে বেশি।

"উইকেটগুলো যেন নিষ্প্রাণ না হয়, বা বল উজ্জ্বল করার জন্য কৃত্রিম কিছু ব্যবহার করা যায় কিনা, এসব নিয়ে অনেক ভাবতে হবে। বোলাররা ঘাম ও লালা, দুটিই ব্যবহার করে থাকে। আমি ঘামের ব্যবহারই বেশি করি, হাত খুব বেশি মুখে যায় না আমার। কিন্তু প্যাট কামিন্স গত সপ্তাহে যা বলেছে, আমি পুরোপুরি একমত যে ব্যাট ও বলের সমতা রাখতে হবে। এটির সঙ্গে আপোস চলবে না। বল যাতে সুইং করানো যায়, সেটির কোনো পথ রাখতে হবে।"

অনুশীলনে উইন্ডিজ টেস্ট দল

ইংল্যান্ড সফর সামনে রেখে অনুশীলন শুরু করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট ক্রিকেট দল।

বারবাডোজের কিংস্টন ওভালে সোমবার ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে অনুশীলন করেন জেসন হোল্ডার, ক্রেইগ ব্র্যাথওয়েট, শেই হোপ, কেমার রোচরা।

স্থানীয় সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে বোর্ডের মেডিকেল কমিটির নির্দেশনা মেনে দর্শকশূন্য মাঠে অনুশীলন করেন ক্রিকেটাররা। সোমবার নিজেদের ওয়েবসাইটে এক বিবৃতিতে বিষয়টি জানায় ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ (সিডব্লিউআই)।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের সহকারী কোচ রডি ইস্টউইক ও বার্বাডোজ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের কয়েক জন কোচের উপস্থিতিতে অনুশীলন করেন ক্রিকেটাররা।

চলতি মাসের মাঝামাঝি সময়ে ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রধান নির্বাহী জনি গ্রেভ জানিয়েছিলেন, ইংল্যান্ড সফর নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন দেশটির ক্রিকেটাররা। আগামী জুলাইয়ের সম্ভাব্য এই সিরিজে কোনো ক্রিকেটারকে যেতে বাধ্য করা হবে না বলে বিবিসিকে জানিয়েছিলেন গ্রেভ।

তবে ক্রিকেটাররা অনুশীলনে ফেরার পর ইংল্যান্ড সফর নিয়ে বেশ আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন তিনি।

"বর্তমানে আমাদের কাছে যেসব তথ্য আছে, সেই হিসেবে এই গ্রীষ্মের কোনও এক সময়ে সফরটি হওয়ার ব্যাপারে সবাই আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছে।"

আগামী ৪ জুন শুরু হওয়ার কথা ছিল ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজের তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। কিন্তু করোনাভাইরাসের প্রকোপে ইংল্যান্ডে ১ জুলাই পর্যন্ত সব ধরনের ক্রিকেটে নিষেধাজ্ঞা থাকায় পিছিয়ে গেছে সিরিজটি।

পরিস্থিতি শিথিল হলে সিরিজটি আয়োজন করতে মুখিয়ে আছে ইংল্যান্ডও। তারা আগেই শুরু করেছে অনুশীলন। সবকিছু পরিকল্পনা মতো এগোলে এই সিরিজ দিয়েই আবার মাঠে ফিরতে পারে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট।

হেরোইনসহ গ্রেপ্তারের পর নিষিদ্ধ শ্রীলঙ্কান পেসার

সঙ্গে হেরোইন রাখার অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া শ্রীলঙ্কার ফাস্ট বোলার শেহান মাদুশাঙ্কাকে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে নিষিদ্ধ করেছে দেশটির ক্রিকেট বোর্ড।

শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসএলসি) মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে তাকে নিষিদ্ধ করার কথা জানায়। এ বিষয়ে বোর্ডের তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে বলে জানানো হয়েছে বিবৃতিতে।

শ্রীলঙ্কা পুলিশের মিডিয়া বিভাগের বরাত দিয়ে সোমবার এক শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটারের গ্রেপ্তার হওয়ার খবর জানিয়েছিল ইএসপিএনক্রিকইনফো। তখন অবশ্য ক্রিকেটারের নাম জানা যায়নি।

গত শনিবার দুই গ্রামের একটু বেশি হেরোইনসহ তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পরদিন নেগোম্বো শহরের উত্তরপূর্বে পান্নালা অঞ্চলের স্থানীয় এক ম্যাজিস্ট্রেট তার ১৪ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। পরে তাকে হাইকোর্টে তোলা হবে।

২৫ বছর বয়সী মাদুশাঙ্কা ২০১৮ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে শ্রীলঙ্কার হয়ে একটি ওয়ানডে ও দুটি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। ওয়ানডে অভিষেকে বাংলাদেশের বিপক্ষে করেছিলেন হ্যাটট্রিক। সাম্প্রতিক সময়ে অবশ্য তিনি জাতীয় দলের বিবেচনায় ছিলেন না। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে শ্রীলঙ্কায় কারফিউ জারি হওয়ার আগে দেশটির ঘরোয়া ক্রিকেটে অবশ্য খেলেছিলেন তিনি।

আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডারের পায়ে অস্ত্রোপচার

হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট থেকে সেরে উঠতে অস্ত্রোপচার করাতে হবে ভিয়ারিয়ালের আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার রামিরো ফুনেস মোরিকে।

নিজেদের ওয়েবসাইটে মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে ভিয়ারিয়াল জানায়, গত বৃহস্পতিবার অনুশীলনের সময় মোরির ডান ঊরুর টেন্ডন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চোট গুরুতর ছিল বলে তখনই ধারণা করা হয়েছিল। সোমবারের পরীক্ষায় সেটিই নিশ্চিত হয়েছে।

বার্সেলোনার একটি হাসপাতালে মঙ্গলবার রামিরোর অস্ত্রোপচার হওয়ার কথা। তার সেরে উঠতে কত দিন সময় লাগবে এ ব্যাপারে কিছু জানানো হয়নি।

২৯ বছর বয়সী এই ফুটবলার দুই বছর আগে এভারটন থেকে যোগ দেন ভিয়ারিয়ালে। এর আগে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দলটিতে ছিলেন তিন বছর।

মৌসুম পুনরায় শুরুর লক্ষ্যে গত ৮ মে থেকে প্রস্তুতি শুরু করেছে স্প্যানিশ ক্লাবগুলো। করোনাভাইরাসের প্রভাবে গত মধ্য মার্চ থেকে স্থগিত রয়েছে স্পেনের ফুটবল মৌসুম।

অল্প বয়সে চলে গেলেন রোমার সাবেক ফুটবলার

মাত্র ২১ বছর বয়সে না ফেরার দেশে চলে গেলেন ইতালিয়ান ক্লাব রোমার সাবেক একাডেমি ফুটবলার জোসেফ বুয়াসসে।

হার্ট অ্যাটাকে তার মৃত্যু হয় বলে সোমবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জানায় রোমা।

নিজ দেশ ক্যামেরুন থেকে তিনি ইতালির রোমে আসেন ২০১৫ সালে। লিবেরি নর্তের হয়ে খেলা শুরুর পর ২০১৭ সালে যোগ দেন রোমায়। সেখান থেকে ধারে ভিসেঞ্জার হয়ে খেলেন সেরি বিতে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. 0S/EE/LTV/ PWD/R1/2020-2I Dated. 22/12/2020.

The Executive Engineer, PWD(R&B) LTV Division, Manu, Dhalai. invites on behalf of the 'Governor of Trip-ira' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /t-irms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 09/0172021 for the following works:-

1. DNIT No.07/EE/LTV/PWD/M/2020-21, E/C:- t. 24,23,049.00 E/M:- t. 24,230.00 Time/Period :- 60(sixty) days_
2. DNIT No.08/EE/LTV/PWD/M/2020-21, E/C:- . 19,00,830.00 E/Iv1:- t. 19,008.00 Time/Period :- 60(sixty) days.
3. DNIT No.09/EE/LTV/PWD/M/2020-21, E/C:- 24,14,341.00 E/M:- 24,143.00 Time/Period :- 60(sixty)days.

Websitellwww.tripuratenders.gov.in

(Er. P Debbarma)
Executive Engineer
L.T V4,11ey Division, PWD
R&B) Manu Dhalai, Tripura

ICA/C- 2631/2020-21

জাগরণ 2 January, 2021, Saturday আগরতলা ২ জানুয়ারি, ২০২০ ইং, ■ ১৭ পৌষ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শনিবার
■Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

উনকোটি জেলাভিত্তিক বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। ঊনকোটি জেলাভিত্তিক ত্রিপুরা বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও অভিযান উদযাপন অনুষ্ঠান সম্প্রতি কৈলাসহর সার্কেট হাউসে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক ভগবান দাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে বিধায়ক ভগবান দাস বলেন, মেয়েদের শিক্ষিত হওয়া, সচেতন করা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। এই লক্ষ্যেই রাজ্যে 'ত্রিপুরা বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' অভিযানের সূচনা হয়। তিনি বলেন, মেয়েরা এখন আর পিছিয়ে নেই। আজ মেয়েরা দেশ ও আন্তর্জাতিকস্তরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ রাখছেন।অনুষ্ঠানে জেলায় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ ২১ জন ছাত্রীর হাতে নগদ অর্থ ও শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। সেইসঙ্গে জেলার পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীর ৩টি স্কুল, অষ্টম থেকে নবম শ্রেণীর ৩টি স্কুল, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের ৩টি স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের হাতে যথাক্রমে ২ হাজার, ৩ হাজার ও ৫ হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, এই স্কুলগুলিতে এবার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ১০০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী পাশ করেছে। অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশ নেন ঊনকোটি জেলার ভারপ্রাপ্ত জেলাশাসক সৌমিত্র চাকমা, জেলা শিক্ষা আধিকারিক শ্যামল দাস, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. শরদিন্দ রিয়াং। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা সমাজ শিক্ষা পরিদর্শক সুজিত দাস।

নতুন করে ৯৯০ বেড়ে বাংলাদেশে করোনায় আক্রান্ত ৫ ,১৪,৫০০ জন

ঢাকা, ১ জানুয়ারি (হি.স.) : বাংলাদেশে নতুন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৯৯০ জন। ফলে দেশটিতে এপর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত মোট রোগীর সংখ্যা হল ৫,১৪,৫০০ জন। শুক্রবার বিকালে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য অধিদফতর এক বুলেটিনে সেদেশে করোনাভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতির সর্বশেষ এই তথ্য জানিয়ে।

ওই বুলেটিনে আরও বলা হয় গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। ফলে করোনায় মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৭,৫৭৬ জন। পাশাপাশি গত ২৪ ঘণ্টায় ১,১৯৭ জন রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এ নিয়ে সুস্থ রোগীর মোট সংখ্যা বেড়ে ৪, ৫৮,৬৫৬ জন হয়েছে।

পাচারকালে প্রচুর কাঠ উদ্ধার চুরাইবাড়িতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। রাজ্যের সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে গাছ কেটে প্রতিবেশী রাজ্য আসামে পাচারের ঘটনা অব্যাহত রয়েছে।চুরাইবারি সীমান্ত দিয়ে প্রতিবেশী রাজ্য আসামে নিয়ে যাওয়ার পর একটি লরি বোঝাই কাঠ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে অসমের পুলিশ। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে ত্রিপুরার বনাঞ্চল থেকে এইসব গাছগুলি কেটে গাড়ি বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে বুঝাই লকগুলি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। লরিটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করা হয়েছে।উল্লেখ্য ত্রিপুরার সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে বন ধ্বংস করে প্রতিনিয়ত গাছ কেটে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ এবং প্রতিবেশী রাজ্য আসাম সহ অন্যান্য স্থানে প্রতিনিয়ত পাচার করে চলেছে বনদস্যুরা। এর ফলে রাজ্যের সংরক্ষিত বনাঞ্চল গুলি ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। এর মারাত্মক প্রভাব পড়ছে পরিবেশের উপর। বনদপ্তর এসব বন দস্যুদের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করলেও পরিস্থিতি মোকাবেলা করা কঠিন হয়ে উঠেছে বলে জানা গেছে।এ ধরনের প্রবণতা বন্ধ করতে না পারলে ত্রিপুরার সংরক্ষিত বনাঞ্চল গুলি ধ্বংস হয়ে যাবে বলে অনেকেই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।বনদস্যুদের হাত থেকে বনাঞ্চলকে রক্ষা করার জন্য বনদপ্তর কে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করতে জোরালো দাবি উঠেছে।

সিপাহিজলা অভয়ারন্যের পিকনিক স্পটে নতুন বছরে তেমন ভীড় দেখা যায়নি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১ জানুয়ারি।। অন্যান্য বছর ভীড় থাকলে এবছর সিপাহীজলা পিকনিক স্পটে পর্যটকদের তেমন ভিড় লক্ষ করা যায়নি।কারন একটাই সাউন সিস্টেম বাজানো অনুমতি নেই পিকনিক স্পটে। গতবছর দুটি টিকিট কাউন্টারে যে অর্থ রাশি সংগ্রহ হয়েছিল তার অনেক গুন কম অর্থ রাশি এবছর সংগ্রহ করেছেন বলে জানান সিপাহীজলা টিকিট কাউন্টার এর কর্মীরা।নতুন বছরে পর্যটকরা চিড়িয়াখানা এবং নৌকা ঘাট প্রচুর ভীড় ছিল। পিকনিক স্পটে শুক্রবার এসেছিল সংখ্যায় খুবই কম পর্যটক কারন আনন্দ করতে এসে সাউন সিস্টেম বাজাতে পারছে না। দুটি টিকিট কাউন্টারে পর্যটকদের কাছ থেকে ১ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা টিকেট বাবদ সংগ্রহ হয়েছে। গতবছরের তুলনায় এবছর খুবই কম পর্যটক সিপাহীজলা পিকনিক স্পটে লোক সমাগম হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।তাছাড়া টিকিট কাউন্টার এর কর্মীরা জানান ১লা জানুয়ারি নতুন বছর পিকনিক স্পট ফাঁকা থাকলে চিড়িয়াখানা এবং নৌকাঘাট ভীড় হয়েছে লক্ষ্যনীয়।

বামুটিয়ায় দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত দুজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। আগরতলা বামুটিয়া সড়কের দুর্গা বাড়িতে একটি টমটম ও বাইকের মধ্যে সংঘর্ষে দু''জন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহতদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে একটি টমটম এবং বাইক দ্রুত বেগে যাচ্ছিল।চালকরা নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করতে না পারায় টমটম এবং বাইকের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। তাতেই দুজন গুরুতরভাবে আহত হন। দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয় লোকজন ছুটে আসেন এবং খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনীকে। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এবং আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। ঘটনাস্থল থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্ত টমটম এবং বাইক উদ্ধার করে থানায় নিয়ে গেছে পুলিশ। এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ।

ফাঁসিতে আত্মঘাতী যুবতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। খয়েররপুর পুলিশ আউটপোস্ট এলাকায় চাম্পামুড়ায় এক যুবতী আত্মহত্যা করেছে। আত্মঘাতী যুবতীর নাম উমা বিশ্বাস। আত্মহত্যার সঠিক কারণ জানা যায়নি।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে পরিবারের লোকজনদের অনুপস্থিতির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ওই যুবতী নিজের ঘরে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করে। পরিবারের লোকজন ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পেয়ে খয়ের পুর আউটপোস্ট এর পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জিবি

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ নিগমের কাজকর্মে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা বিদ্যুৎ নিগমের ১৭ তম প্রতিষ্ঠা দিবস শুক্রবার পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে আগরতলা শহরে এক বর্ণাঢ্য রেলি অনুষ্ঠিত হয়।রাজধানী আগরতলা শহরের বনমালীপুর প্রধান কার্যালয়ের সামনে থেকে রেলের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন উপ মুখ্যমন্ত্রী তথা বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা।এদিন সকালে সবুজ পতাকা নেড়ে রেলের সূচনা করে বিদ্যুৎ মন্ত্রী বলেন বিদ্যুৎ নিগমের কাজকর্ম সুচারুভাবে এগিয়ে চলেছে। মন্ত্রী বলেন বিদ্যুৎ নিগমের কাজকর্মে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। বিদ্যুৎ নিগমকে আরো অত্যাধুনিক করে তোলার জন্য যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে বলে তিনি জানান।ইতিমধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে স্মার্ট মিটার স্থাপন করা হয়েছে এবংপ্রি-পেইড মিটার স্থাপনের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।বিদ্যুৎ নিগম রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যুৎ পরিষেবা যথাযথভাবে পৌঁছে দেওয়ার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।বিদ্যুৎ নিগমের অফিসার থেকে শুরু করে নিচু স্তরের কর্মী প্রত্যেকেই যথাসাধ্য ভাবে পরিষেবা অক্ষুন্ন রাখার জন্য কাজ করে চলেছেন বলেই রাজ্যে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে বলেও উল্লেখ করেছেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী।আগামী দিনগুলিতে বিদ্যুৎ পরিষেবা আরমান আরও উন্নত করার জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানান তিনি।বিদ্যুৎ নিগমের ১৭ তম বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত সিএমডি সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা সামিল হন।প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে রেলিটি আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে বিদ্যুৎ নিগমের প্রধান কার্যালয়ের সামনে এসে পুনরায় মিলিত হয়।

কৈলাসহরে বাড়ছে চুরি একরাতে তিন বাড়িতে হান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। ঊনকোটি জেলার কৈলাশহর এর সীমান্তবর্তী গ্রাম কাউলিকোরা এলাকায় একই রাতে পরপর তিনটি বাড়িতে গরু চুরির ঘটনা ঘটেছে। তিনটি বাড়ি থেকে মোট সাতটি গরু নিয়ে গেছে চোরের দল।ঘটনাকে কেন্দ্র করে সীমান্তবর্তী গ্রাম কাওলিকুড়ায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে গতকাল রাতে চোরের দল গ্রামে ঢুকে পরপর তিনটি বাড়ির গোয়াল ঘর থেকে মোট সাতটি গবাদিপশু নিয়ে যায়। গ্রামবাসীরা জানান রাত আড়াইটা নাগাদ তারা গাড়ির শব্দ শুনেছেন। তারা ভেবেছিলেন অন্য কোন কারণে গাড়ি এসেছে। সকাল হতেই তারা লক্ষ্য করেন গোয়াল ঘরে গরু নেই। ততক্ষণে তাদের ভুল ভাঙ্গে। গ্রাম বাসীদের আশঙ্কা গাড়ি করে এসে চোরেরা গোয়ালঘর থেকে এসব গরু নিয়ে গেছে।শুক্রবার সকালে এলাকার লোকজন কৈলাশহর থানায় গিয়ে থানার ওসি পার্থ মুন্ডার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেন।সীমান্তবর্তী গ্রামে রাত্রিকালীন পুলিশি টহল এবং বিএসএফের তৎপরতা বাড়ানোর জন্যএলাকাবাসীর তরফ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে। কৈলাশহর থানা পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে চুরি যাওয়া গরু উদ্ধারের কোনো সংবাদ নেই।আশঙ্কা করা হচ্ছে গুড়িগুড়ি সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।সীমান্ত গ্রামের বাসিন্দারা অভিযোগ করেছেন প্রায় সময়ই সীমান্ত ডিঙিয়ে সে গরু চোরের দল এ ধরনের চুরির ঘটনা সংঘটিত করে চলেছে।পরপর এসব চুরির ঘটনায় সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী জনগণ রীতিমতো আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। রাত জেগে পাহারা দিয়েও তারা গবাদিপশু সহ ধন সম্পদ রক্ষা করতে পারছেন না। বাংলাদেশি চোরের দল প্রতিনিয়ত ঐ ধরনের ঘটনা সংঘটিত করে চলেছে।

পা পিছলে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু গর্ভবতী মহিলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। ইংরেজি নববর্ষের সাতসকালে রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন মহেশখলা এলাকায় পা পিছলে পড়ে এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। মৃত মহিলার নাম অনিমা বর্ধন।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে অন্তঃসত্ত্বা অনিমা বর্ধন পুর পাঁচটা নাগাদ ঘর থেকে বের হচ্ছিলেন প্রাকৃতিক কাজের জন্য। ঘরের ভেতরেই তিনি পা পিছলে পড়ে যান।

ছয়ের পাতায় দেখুন

অদ্বৈত মল্লবর্মনের জন্মজয়ন্তী পালন করল তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। শুক্রবার নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অদ্বৈত মল্লবর্মণের ১০৭ তম জন্ম জয়ন্তী পালন করা হয়।এ উপলক্ষে মেলার মাঠে ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন অদ্বৈত মল্লবর্মণের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির রাজ্য সভাপতি বিধায়ক সুধন দাস সহ অন্যান্য স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। এদিন অদ্বৈত মল্লবর্মণের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অদ্বৈত মল্লবর্মণের জীবনাদর নিয়ে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন রাজ্য সভাপতি বিধায়ক সুধন দাস।অদ্বৈত মল্লবর্মণের জীবনাদর্শ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। অদ্বৈত মল্লবর্মণ এর জন্ম বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কেন্দ্র করে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা। রাজ্যের অন্যান্য স্থানেও অদ্বৈত মল্লবর্মণের জন্ম বর্ষ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের খবর মিলেছে।

ছাব্বিশ দিন পর নাবালাক ও নাবালিকা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। সোনামুড়া মহকুমার বক্সনগর এর পূর্ব পাড়ার এক নাবালিকা ও নাবালককে দীর্ঘ ২৬দিন পর উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে চাইল্ড লাইনের কর্মীরা।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে পূর্ব পাড়ার এক নাবালক অপর এক নাবালিকাকে নিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। এ ব্যাপারে নাবালিকার পরিবারের তরফ থেকে থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। পুলিশ তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য তৎপরতা অব্যাহত রাখলেও তাতে সাফল্য পায়নি।অবশেষে চাইল্ড লাইনের কর্মীরা ওই নাবালক নাবালিকা এবং তাদেরকে উদ্ধার করে সংশ্লিষ্ট পরিবার-পরিজনদের হাতে তুলে দেয়। তাতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন ওই নাবালক এবং নাবালিকার পরিবারের লোকজনরা।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে ওই নাবালক ও নাবালিকার মধ্যে গভীর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তারা প্রাপ্ত বয়স্ক নাহয়েই একে অপরের হাত ধরে পালিয়ে যাওয়ায় আইনি জটিলতা দেখা দেয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।অবশেষে দীর্ঘ ২৬ দিন পর তাদেরকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে চাইল্ড লাইনের কর্মীরা।চাইল্ড লাইনের ভূমিকায় সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন সংশ্লিষ্ট পরিবারের লোকজন ও এলাকাবাসী।

বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হল বাইসাইকেল আরোহীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১ জানুয়ারি।। বছরের শেষ রাতে গতকাল বাইকের ধাক্কায় মর্মান্তিক মৃত্যু হলো এক সাইকেল আরোহীর। মৃতের

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।